লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের
ওপর হাদীসশাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ
'প্রচলিত জাল হাদীস'-এর সমৃদ্ধ সংস্করণ

এসব হাদীস নয়

১
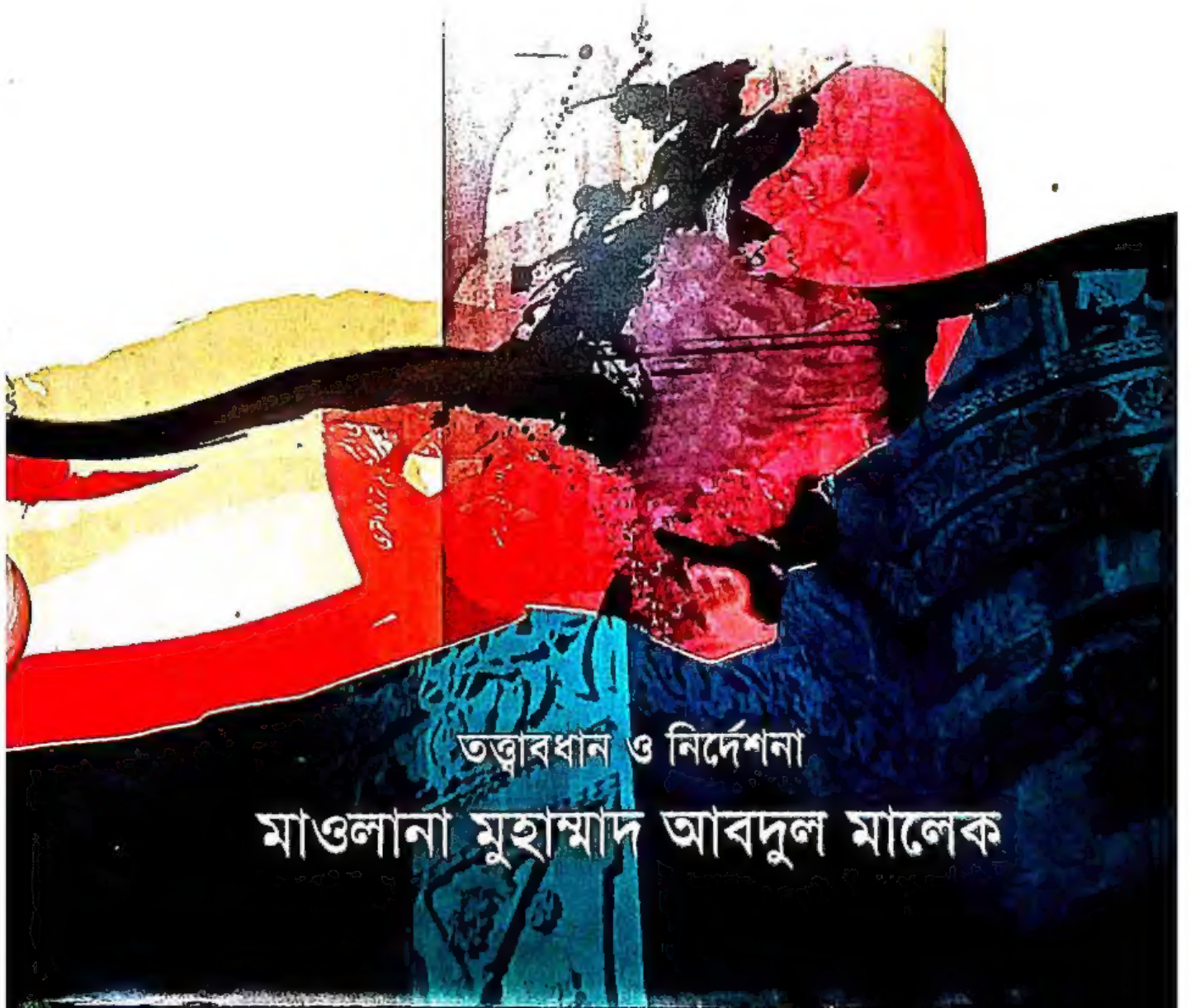
তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের ওপর হাদীসশাস্ত্রের
আলোকে রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ 'প্রচলিত জাল হাদীস'এর
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ

এসব হাদীস নয়

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

এসব হাদীস নয় : ১

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩
ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

পরিবেশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড
বাংলাবাজার-ঢাকা, মোবা. : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪২৪ হি. = সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : মহররম ১৪৩৮ হি. = অক্টোবর ২০১৬ ঈ.

মূল্য	স্বত্ব
২৪০ (দু'শ চল্লিশ) টাকা	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Eshob hadith noi By Maolana Mutiur Rahman, Edited By Maolana Muhammad Abdul Malek, Published by Department of Publication Markazud Dawah Alislamia Dhaka.

Price : Tk. 240.00 Us$ 8.00.

জরুরি জ্ঞাতব্য

• গ্রন্থটির নাম 'এসব হাদীস নয়' বলে এর সব হাদীসই জাল ও মওযূ নয়, বরং এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনেক সহীহ হাদীসও স্থান পেয়েছে। তাই এ গ্রন্থে আছে বলেই কোন হাদীসকে জাল বলে দেওয়ার কোন অবকাশ নেই, বরং হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা অবশ্যই পড়তে হবে, তথাপি নতুন সংস্করণে প্রতিটি হাদীসের শুরুতেই তার প্রকার স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে– সহীহ হলে সহীহ, জাল বা ভিত্তিহীন হলে জাল বা ভিত্তিহীন উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিক আলামতস্বরূপ জাল ও মওযূ রেওয়ায়েতগুলো কালো মোটা অক্ষরে নম্বরসহ লেখা হয়েছে।

• জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত সম্পর্কে ৩১-৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা মূল গ্রন্থে প্রবেশের আগেই ভালোভাবে পড়ে নেওয়া জরুরি।

• আলোচিত ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনাসমূহ ৭৩-১৭৩ পৃষ্ঠা।

• নূর ও বাশার এবং নূরের হাদীস সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা ১৭৩-২১৪ পৃষ্ঠা।

• মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর-এর বইয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২১৫-২৩৯

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'কারও মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (সত্য-মিথ্যার যাচাই ছাড়া) তা-ই বর্ণনা করে।' –সহীহ মুসলিম ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর তত্ত্বাবধায়ক, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম[১]এর

দুআ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ, 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা' বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার শোকর, ইতিমধ্যেই এর 'দারুত তাসনীফ' (রচনা, সংকলন ও অনুবাদ বিভাগ) থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। আরও কিছু কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরি আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওফীক হলে সেগুলো প্রকাশ করা হবে।

এখন 'প্রচলিত জাল হাদীস'[২] নামে যে কিতাবটি প্রকাশ করার তাওফীক হয়েছে, এর রচনা ও প্রচার সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ পাক এ প্রতিষ্ঠান, এর আসাতেযা, তলাবা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এই কিতাবটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা সামান্যতম শ্রমও দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

আব্দুল হাই (পাহাড়পুরী)
২৬-০৮-১৪২৪ হিজরী

---

[১] ২৫ যিলকদ, ১৪৩৭ হি. মোতাবেক ২৯ আগস্ট, ২০১৬ ঈ. সোমবার বিকেলে হযরত ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমীন।

[২] বর্তমান নাম– এসব হাদীস নয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

আলহামদু লিল্লাহ, 'প্রচলিত জাল হাদীস : ১'-এর বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ 'এসব হাদীস নয় : ১' নামে প্রকাশিত হল। সাথে প্রকাশিত হল পাঠকের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'এসব হাদীস নয় : ২'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান উৎস, দ্বীনের ভিত্তি-স্তম্ভ। এই হাদীসের যথাযথ সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যুগে যুগে উম্মতের মনীষীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কোন রেওয়ায়েত বাস্তবেই হাদীসে নববী কি না তা যাচাইয়ের জন্য তাঁরা তৈরি করেছেন বহু শাস্ত্র। কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বর্ণনাকারীদের জীবন-ধারা। এভাবেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভাণ্ডার পৌঁছে দিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

ওই দিকে আরেকদল দুষ্ট বা বোকা লোক সময়ে সময়ে করেছে উল্টো কাণ্ড। ওরা মনগড়া কথাবার্তাকে হাদীসে রাসূল বলে প্রচার করার প্রয়াস পেয়েছে। এমনটা যে হতে পারে সে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো তিনি মিথ্যা হাদীস গড়ার এবং তা বর্ণনা করার ব্যাপারে কঠোর ধমকি-বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। এমন লোকদের ঠিকানা যে জাহান্নামে হবে তা বলে গেছেন সুস্পষ্টভাবে। তথাপি জাল বর্ণনার প্রচার-প্রসারের ধারা থেমে থাকেনি। কিন্তু দ্বীনের হেফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা নিজেই করেন। তাই যুগে যুগে পয়দা করেছেন উলূমুল হাদীস (হাদীস-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ)এর বড় বড় ইমাম ও মুহাক্কিকদের। তাঁরা নিজেদের অসাধারণ মেধা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে

নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে ওই সব মনগড়া জাল কথাগুলো চিহ্নিত করে গেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী ভাষায় রচিত হয়েছে বিভিন্ন নামের জাল-হাদীস সংকলন।

হিজরী ১৪১৬ (১৯৯৬ ঈ.) সনে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল উলূমুল হাদীসের প্রয়োজনীয় খেদমত আঞ্জাম দেওয়া। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মারকাযের উলূমুল হাদীস অনুষদের দায়িত্ব নিয়েছেন এর সূচনালগ্নেই।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুফতী আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান টুঙ্কী (রহ.) এবং হযরত কাশ্মিরী (রহ.)এর শাগরেদ মাওলানা ইদরীস মিরাঠী (রহ.) প্রমুখের নিকট দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়নের পর তিনি যুগ-শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)এর কাছে তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ফিক্‌হ ও ইফতার ওপর তাখাসসুস করেন মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের কাছে। তারপর রিয়াদের তৎকালীন মুহাক্কিক আলেম শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক-কে তাঁর উস্তাদদের থেকে চেয়ে নিয়ে যান নিজ তাসনীফী কাজে সহযোগিতার জন্য। এই মনীষীগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁদের প্রিয় আব্দুল মালেক-এর। এই ছেলেটি ভবিষ্যতে ইলমি ময়দানে বড় খেদমত আঞ্জাম দেবে সে আশাও তাঁরা ব্যক্ত করে গেছেন তাঁদের বিভিন্ন কথায় ও লেখায়।

আলহামদু লিল্লাহ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা এবং মাওলানা আব্দুল মালেক এ দেশে উলূমুল হাদীসের প্রচার, বিস্তার ও উন্নয়নের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে তা হয়ত ওই মনীষীগণের দুআরই বরকত।

বক্ষ্যমাণ কিতাব দু'টির প্রথমটি 'প্রচলিত জাল হাদীস' নামে প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে। এটি সংকলন করেছেন মারকাযের উলূমুল হাদীস বিভাগের ছাত্র এবং বর্তমান উস্তাদ মাওলানা মুতীউর রহমান। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় প্রস্তুত হয়েছে কিতাবটি। এতে তিনি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাভাষী মুসলিমগণ তা হাতে হাতে নিয়েছেন। বহুবার ছাপতে হয়েছে এটি। এখন এর নতুন সংস্করণ নতুন নাম 'এসব হাদীস নয় : ১' প্রকাশিত হল। নতুন

সংস্করণে শুধু নামই পরিবর্তন হয়নি, বরং বেশ কিছু সংযোজন ও পরিমার্জনও ঘটেছে এতে। ইন্‌শা-আল্লাহ, পাঠকগণ এর দ্বারা আগের চেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।

প্রচলিত জাল হাদীস প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এর দ্বিতীয় খণ্ড তৈরির ফিকির চলছিল। কিছু কিছু করে কাজও হচ্ছিল, কিন্তু অন্যান্য ব্যস্ততায় এটি পেছাতে থাকে। এ দিকে পাঠকগণ একাধারে তাড়া দিয়ে যাচ্ছিলেন কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য। তাদের অপেক্ষার পালা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছিল। অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের জন্য আমরা মাযেরাত করছি। আলহামদু লিল্লাহ, 'এসব হাদীস নয় : ২' এখন আপনাদের হাতে। এটি তৈরি করেছেন মারকাযের উলূমুল হাদীস বিভাগের তালেবে ইলম মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ। তিনি এখন মারকাযের দারুত তাসনীফের রুকন। তিনি তার উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেকের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় কিতাবটি তৈরিতে ব্যাপক পরিশ্রম করেছেন। এ খণ্ডের শুরুতেও একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব। প্রথম খণ্ডের মতো এ খণ্ডও পাঠকগণ পছন্দ করবেন আশা করি। প্রথমটির মতো এটিও আপনাদের দ্বীনী চাহিদা মেটাবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

জাল হাদীস শব্দ শুনলেই কারও কারও মধ্যে ভ্রু কুচকে ফেলার এক প্রবণতা দেখা যায়। দীর্ঘদিন থেকে শোনা অথবা কোন বইয়ে পড়া বিষয়টি সম্পর্কে বিরূপ কোন মন্তব্য যেন তারা শুনতেই রাজি নয়; বরং জোর করে হলেও তা সহীহ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টাও করতে দেখা যায় অনেককে। কিন্তু মুসলিম মাত্রই বুঝা দরকার যে, কোন প্রমাণিত হাদীসকে অস্বীকার করা যেমন জঘন্য ধৃষ্টতা, তেমনি মনগড়া কথাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়াও ভয়াবহ অপরাধ ও কবীরা গোনাহ। কিতাব দুটির ভূমিকা থেকেও পাঠকগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থ দু'টিকে কবুল করুন, এর লেখক দু'জন– মাওলানা মুতীউর রহমান ও মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহর ইলম-আমলে বরকত দান করুন, তাদেরকে দু'জাহানের সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে ছিহ্‌হাত ও আফিয়াতের সঙ্গে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, উম্মতের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমি, তাহকীকী ও সংস্কারমূলক কাজগুলো করে যাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

এ সতরগুলো লেখার সময় নযর পড়ল এসব হাদীস নয় : ২-এর শুরুতে লেখা ভূমিকার নিচে তারিখটির দিকে ২২-০৩-১৪৩৬ হি. অর্থাৎ প্রায় দুই বছর আগে বইটি শেষ করে ভূমিকাও লেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরও সুন্দর আরও বিশুদ্ধ করার জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক এত দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। এর থেকে পাঠকগণ তাঁর তাহকীকী দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন।

যা হোক, এরপরও মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন ধরনের ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারও নযরে এমন কিছু এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

কিতাব দু'টির পাঠকবর্গকে আল্লাহ পাক কবুল করুন, তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল দান করুন, মারকাযের প্রকাশনা বিভাগকে কবুল করুন, এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাওলানা মুতীউর রহমান, মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দীক, মুহাম্মাদ রাইহান উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর শান অনুযায়ী জাযা দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
রঈস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
২৩ মহররম, ১৪৩৮ হি.
২৫ অক্টোবর, ২০১৬ ঈ.

লেখকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকর, তিনি অধমকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের খেদমতের তাওফীক দান করেছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ভূমিকা ও মূল কিতাব– দু'টি অংশে বিভক্ত। ভূমিকাটি লিখেছেন মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর উলূমূল হাদীস বিভাগের প্রধান মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেব।

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর তাহকীকী আলোচনা করেছেন :

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত
হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি
হেফাযতের মর্ম
জাল রেওয়ায়েত ও জালকারীদের পরিণতি
কয়েকটি জরুরি জ্ঞাতব্য
সহীহ হাদীসের উৎস
জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কবীরা গোনাহ
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয
জাল হাদীসের পরিচয়
কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরি নয়
হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম গ্রহণযোগ্য নয়
শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান
একটি জরুরি সতর্কীকরণ

হাদীস হিসেবে পরিচিত কোন কথা বা উক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 'এটি হাদীস নয়' বিষয়টি যেমন স্পর্শকাতর, তেমনি সুকঠিন এবং জটিলও বটে। তাই আলোচ্য কিতাবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞদের ওপর। তাঁদের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীসের ওপর জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার হুকুম লাগানো হয়নি।

আলোচ্যগ্রন্থটির বিন্যাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার :

(ক) এ কিতাবে শুধু সেসব বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রায় সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে জাল বা ভিত্তিহীন।[১]

(খ) এ গ্রন্থে সূক্ষ্ম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি, পুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন হওয়া সত্ত্বেও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে, এর প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপন যেন কঠিন না হয়ে যায়।

(গ) এ গ্রন্থে অনেক জায়গায় কোন কোন মুহাদ্দিসের বিশেষণ হিসেবে 'হাফেয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'হাফেযে হাদীস' ও 'হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তি।' হাদীস ও আসমাউর রিজালের পরিভাষায় শুধু কুরআনের হাফেযের ক্ষেত্রে 'হাফেয' শব্দের ব্যবহার নেই।

(ঘ) প্রায় প্রত্যেক রেওয়ায়েতের মান উল্লেখ করার পাশাপাশি আলোচিত রেওয়ায়েত-বিষয়ক সহীহ হাদীস বা সঠিক তথ্য পেশ করা হয়েছে।

(ঙ) প্রতিটি কথা হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং বিদগ্ধ ইমামদের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে।[২]

---

(١) فَلَمْ يُذْكَرْ فِيْ هٰذَا الْقِسْطِ الْأَوَّلِ مِنْهُ مَا فِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ النُّقَّادِ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ وَالْبُطْلَانِ، اَللّٰهُمَّ إِلَّا رِوَايَاتٍ عِدَّةً، رُبَّمَا لَا تَزِيْدُ عَلٰى ثَلَاثَةٍ، ذُكِرَتْ لِوَهَاءِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا.

(٢) فَلَيْسَ الْأَحْكَامُ الَّتِيْ ذُيِّلَتْ بِهَا هٰذِهِ الرِّوَايَاتُ الْمَوْضُوْعَاتُ مِنْ قِبَلِنَا نَحْنُ، حَتّٰى يُقَالَ: مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ وَمَا مَدٰى وُقُوْفِهِمْ عَلٰى كُتُبِ الْحَدِيْثِ لِيَحْكُمُوْا عَلَى الْحَدِيْثِ بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ لَا يُوْجَدُ فِيْ كِتَابٍ، وَكَمْ مِنْ كِتَابٍ حَدِيْثِيٍّ لَمْ يَقِفُوْا عَلَيْهِ، فَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثَ فِيْهَا!!

لَا عِبْرَةَ بِهٰذِهِ الْوَسَاوِسِ أَصْلًا، فَإِنَّ كُلَّ مَا حُكِمَ بِهِ عَلٰى رِوَايَاتِ الْكِتَابِ فَمِنَ النُّقَّادِ الْمُعْتَمَدِيْنَ وَمِنَ الْمَصَادِرِ الْمُعْتَمَدَةِ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

(চ) এ পুস্তকে শুধু সেসব রেওয়ায়েতই স্থান পেয়েছে, যেগুলো এ দেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এমন নয় যে, সব জাল বা সব ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত এখানে স্তূপ করে দেওয়া হয়েছে, যা পাঠক-সাধারণের জন্য তেমন উপকারী নয়। তবে এমন হতে পারে যে, একটি রেওয়ায়েত কোন এলাকার মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও মুখরোচক আর অন্য এলাকার লোকদের তা জানাই নেই। তাই কোন রেওয়ায়েত পড়ে শুধু নিজের অবগতির ভিত্তিতে এমন আপত্তি করা ঠিক হবে না যে, অযথা এ রেওয়ায়েত কেন উল্লেখ করা হল, কোন বোকাও তো একে হাদীস মনে করে না।

ঢাকার এক খতীবকে জুমার খুতবায় বলতে শোনা গেছে, 'রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْإِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ.

'ভুল ও বিস্মৃতির সমষ্টিই মানব' অথচ আমার মনে হয় না, কোন তালেবে ইলম এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি হবে যে, কোন মানুষ একেও হাদীস মনে করে।

(ছ) রেওয়ায়েতগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হয়।

(জ) পুস্তকাটি এই বিষয়ের প্রথম পর্ব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে প্রয়োজনে এতে আরও সংযোজন হতে থাকবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

(ঝ) এতে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের জন্য জরুরি নয়, বরং আহলে ইলমের জন্য উপকারী, সেগুলো আরবী ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের শোকর আদায় করছি, যাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানের ফলেই এ বিষয়ে লেখা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে সবই তিনি অক্ষরে অক্ষরে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। তাছাড়া তাঁর বরকতে গ্রন্থটি সমকালীন আকাবির উলামায়ে কেরামের সম্পাদনা, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং তাঁদের অতিমূল্যবান মতামত লাভে ধন্য হয়েছে।

এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, তাই কেউ ত্রুটিবিচ্যুতি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং একে আমাদের সবার এবং মারকাযুদ দাওয়াহ-এর কবুলের যরীয়া ও মাধ্যম বানান, আমীন।

মুতীউর রহমান
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
১৭.০৭.১৪২৪ হিজরী
নযরে সানী : শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ!

'এসব হাদীস নয়'–এটি একটি পুরনো বইয়ের নতুন নাম। 'প্রচলিত জাল হাদীস' নামে রজব ১৪২৪ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈ. তারিখে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখন নতুন সংস্করণে এ নামে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে বইটির শুধু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এখন নতুন সংস্করণের সঙ্গে এর দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ডও 'এসব হাদীস নয়' এ নতুন নামেই প্রকাশিত হচ্ছে। এ দুই খণ্ডেই এ ধারার সমাপ্তি ঘটল।

প্রথম খণ্ডে যদিও অনেক সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে, তবে তা সবই পরিমার্জন ও শোভাবর্ধন-বিষয়ক। মূল বইয়ে আমূল কোন পরিবর্তন হয়নি। এমন হয়নি যে, প্রথম সংস্করণে কোন রেওয়ায়েতকে 'হাদীস নয়' বলা হয়েছে, আর নতুন সংস্করণে সেটিকে হাদীস বলা হয়েছে। তাই 'এসব হাদীস নয়'-এর প্রথম খণ্ড আর 'প্রচলিত জাল হাদীস'এর প্রথম খণ্ড মৌলিকভাবে একই বই।

নাম পরিবর্তনের কারণ

'মওযূ হাদীস'কে বাংলায় সাধারণত 'জাল হাদীস' বলা হয়। এ তরজমা যদিও গলত নয়, কিন্তু উসূলে হাদীস শাস্ত্রে 'মওযূ'এর ধারণা আরও ব্যাপক। আমাদের সমাজে 'জাল হাদীস' সাধারণত শুধু সেসব রেওয়ায়েতকে বলা হয়, যেগুলো কোন দাজ্জাল-কাযযাব তথা মিথ্যাবাদী ইচ্ছাপূর্বক বানিয়েছে। অথচ উসূলে হাদীসের আলোকে নিচের চার প্রকারের রেওয়ায়েতই মওযূর অন্তর্ভুক্ত :

(১) যেসব রেওয়ায়েত কোন দাজ্জাল ও কাযযাব জেনে-শুনে তৈরি করে হাদীসের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

(২) যেসব রেওয়ায়েত কোন বর্ণনাকারী গাফিলতির কারণে বা ভুলের ভিত্তিতে হাদীস মনে করে হাদীসে রাসূল হিসেবে বর্ণনা করে, অথচ তা হাদীস নয়।[১]

(৩) যেসব রেওয়ায়েত এমন কোন ব্যক্তি তার বইয়ে বা লেখায় হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেন, যিনি না কোন মুজতাহিদ ইমাম, না কোন হাদীসের ইমাম এবং তিনি এর না কোন নির্ভরযোগ্য সনদ উল্লেখ করেন, না নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেন। অপরদিকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওই রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই আর কোন আলেমও আজ পর্যন্ত এর নির্ভরযোগ্য কোন সনদ দেখাতে পারেননি। এ ধরনের রেওয়ায়েতকেও হাদীসে রাসূল সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই।

(৪) যেসব রেওয়ায়েত বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মধ্যে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ, অথচ না হাদীসের কোন কিতাবে সেসবের কোন সন্ধান পাওয়া যায়, না আজ পর্যন্ত এতটুকু সন্ধান পাওয়া গেছে যে, কেউ একে হাদীস বলেছে বা লিখেছে। মোটকথা জনসাধারণের মধ্যেকার প্রসিদ্ধি ছাড়া এর আর কোন ভিত্তি নেই।

উসূলে হাদীসের পারিভাষিক 'মওযূ' শব্দটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত সবগুলো প্রকারকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে বাংলা 'জাল হাদীস' শব্দটি জন-সাধারণের পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত প্রথম প্রকারটিই বুঝায়।[২]

আমাদের বইয়ে উল্লিখিত চার প্রকারের রেওয়ায়েতই আছে এবং চারও প্রকারের রেওয়ায়েত এমন যে, এগুলো হাদীসে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর কোনটিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা জায়েয নয়।

---

(১) فَالْمُدْرَجُ (يَعْنِي الْجُزْءَ الْمُدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ) وَكَذٰلِكَ الْمَقْلُوْبُ وَالْمَعْلُوْلُ إِذَا ثَبَتَ الْإِدْرَاجُ فِيْهِ وَالْقَلْبُ وَالْعِلَّةُ بِدَلِيْلٍ وَاضِحٍ قَطْعِيٍّ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمَوْضُوْعِ، وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ التَّسْمِيَةِ، رَاجِعْ «اَلْحَاوِيْ» لِلسُّيُوْطِيِّ ج٢ص١٤٨-١٤٩ فِيْ رِسَالَةِ «أَعْذَبُ الْمَنَاهِلِ فِيْ حَدِيْثِ مَنْ قَالَ: أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ».

(২) حَتّٰى إِنَّ لَفْظَ الْمَوْضُوْعِ كَذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَإِذَا اشْتَهَرَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ «جَالْ حَدِيْثْ» فِي الْمَعْنَى الْاِصْطِلَاحِيِّ لَمْ يَبْقَ إِشْكَالٌ أَيْضًا. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

'এসব হাদীস নয়' নামটি উপরোক্ত চারও প্রকারের রেওয়ায়েতকে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই নতুন সংস্করণে এই নাম নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের সময়ই এই নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়েছে। হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম এ নামই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের মধ্যে 'জাল হাদীস' শব্দটি অধিক প্রসিদ্ধ বলে এটিই তখন পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হয়। মোটকথা উভয় নামই সঠিক, বর্তমান নামটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক স্পষ্ট আর আগের নামটি ছিল সাধারণ পাঠকের জন্য অধিক স্পষ্ট।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর দারুত তাসনীফ থেকে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর একই বিষয়ে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী দামাত বারাকাতুহুম-এর নেগরানিতেও একটি বই প্রকাশিত হয়। সেটির নামও 'প্রচলিত জাল হাদীস' রাখা হয়। একই নামে একাধিক বইয়ের প্রচলন আগে থেকেই আছে। এতে আপত্তির কিছু নেই। তবুও প্রথমদৃষ্টিতে কোন কোন পাঠকের বিভ্রান্তি হতে পারে, তারা এক বইকে আরেক বই মনে করতে পারেন। এ জন্যও নতুন সংস্করণে আমাদের বইয়ের নাম পরিবর্তন করা সঙ্গত মনে হয়েছে। [১]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সম্মানিত পাঠকের কাছে আবেদন, মূল বইয়ে প্রবেশের আগে সেগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়ে নেবেন এবং উপলব্ধির চেষ্টা করবেন। ভূমিকাটি চলতি সংস্করণের ৩১-৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। কিছু জরুরি কথা দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতেও রয়েছে। সেগুলোও অবশ্যই দেখবেন; ইন্‌শা-আল্লাহ, অনেক উপকার হবে।

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে যে, বইটির শুরুতে প্রথম সংস্করণে কয়েকজন উলামা-মাশায়েখের 'ভূমিকা' ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয় জাহানে উত্তম প্রতিদান দিন। নতুন সংস্করণ প্রকাশের

---

[১] وَوَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ «جَالْ حَدِيثْ» يَتَبَادَرُ مِنْهُ بُطْلَانُ مَعْنَى الرِّوَايَةِ أَيْضًا، فَكَوْنُ خَبَرٍ جَعْلِيًّا يَفْهَمُ مِنْهُ الْعَوَامُّ -فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ- أَنَّ مَعْنَاهُ بَاطِلٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا الْبَابِ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى أَوْ بِشَهَادَةِ الْوَاقِعِ، فَكَانَ الْاِسْمُ الْوَاضِحُ الشَّامِلُ لِلنَّوْعَيْنِ مِنَ الْمَوْضُوعَيْنِ هُوَ الْاِسْمُ الَّذِي اخْتِيرَ لِلطَّبْعَةِ الْجَدِيدَةِ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

শুভমুহূর্তে তাঁদের দুইজন আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। হযরত মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.) এবং জাতীয় খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) মাত্র কয়েক বছর আগে পরলোক গমন করেছেন। অন্য মুরুব্বিগণ এখনও হায়াতে আছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আফিয়াত ও সালামত, ছিহ্হত ও কুওয়তের সঙ্গে পবিত্র সুদীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন। যেহেতু মরহুম ও জীবিত কারও কাছেই নতুন সংস্করণ পেশ করার সুযোগ আমার হয়নি, তাই ভূমিকাগুলো না ছাপানোই সঙ্গত মনে হয়েছে। মারকাযুদ দাওয়াহ দ্বারা কমবেশি যতটুকুই ইলমি খেদমত হচ্ছে, এর প্রতি আকাবির ও মাশায়েখের মহব্বত ও দুআ এবং সত্যায়ন ও সমর্থন সূচনা থেকেই আছে। এ জন্য মূলত ছাপানো ভূমিকারও দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা মারকাযে কর্মরত সবাইকে দেশের ও বাইরের আকাবির ও মাশায়েখ এবং দোস্ত ও আহবাবের মহব্বত ও আস্থাশীলতার 'লাজ' রক্ষা করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

প্রথম খণ্ডের আরবী টীকা-টিপ্পনী এই অধমের লেখা। আগের সংস্করণে তা বলা হয়নি, নতুন সংস্করণে তা উল্লেখ করে দেওয়া হল। প্রতিটি টীকার শেষে টীকাকারের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মূলবইয়ের সঙ্গে টীকাগুলোও কবুল করে নিন, আমীন।

আমার এক মুহতারাম বুযুর্গ টীকাগুলো বাংলায় দিতে বলেছিলেন, কিন্তু এসব খালেস তাহকীকী বিষয়– যার পাঠক শুধুই তালেবে ইলম, এগুলো বাংলায় লেখা আমার কাছে কোনভাবেই সঙ্গত মনে হয়নি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সম্মানিত পাঠকদের দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। এ সময়টায় আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও উৎসাহও পেয়েছি। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং পাঠকের ধৈর্যধারণের জন্য আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। তাঁদের ও আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা নিজ মর্জি মোতাবেক চলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

সব সময় মারকাযুদ দাওয়াহ আকাবির ও মাশায়েখের দুআ ও নির্দেশনার মুহতাজ। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা, সুস্থতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে পবিত্র সুদীর্ঘ জীবন দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পথ-নির্দেশনা ও উত্তম দুআ পরিপূর্ণভাবে লাভ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

সম্মানিত পাঠকের কাছে এই দুআর আবেদন করছি, আল্লাহ তাআলা যেন মারকাযকে কবুল ও মকবুল করেন এবং মারকাযের সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাদের মদদ ও নুসরতের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

বইয়ের বিষয়বস্তু বা এর মুদ্রণ ও প্রচার-প্রসার সম্পর্কে কারও কোন পরামর্শ থাকলে তিনি অবশ্যই আমাদের অবগত করবেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পরামর্শগুলো দ্বারা উপকৃত হব ইন্‌শা-আল্লাহ।

هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

কেন্দ্রীয় কুতুবখানা
প্রধান প্রাঙ্গণ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
১৮-০৩-১৪৩৬ হি.
শনিবার, বাদ আসর

সূচিপত্র

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত-বিষয়ক ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা

নূরে মুহাম্মাদিবিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহ

فِهْرِسْتُ مَا لَيْسَ بِحَدِيْثٍ

١٧- حُضُوْرُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ،
وَعِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيْضٍ، وَشُهُوْدِ أَلْفِ جَنَازَةٍ .../٨٩

١٨- مَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا، وَمَنْ أَكْرَمَ مُتَعَلِّمًا فَقَدْ أَكْرَمَ سَبْعِيْنَ شَهِيْدًا، وَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ أَيَّامَ حَيَاتِهِ/٩٠

١٩- مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ/٩٠

٢٠- اَلصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ صَلَاةً/٩١

٢١- عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ/٩١

٢٢- إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى
يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا/٩٣

٢٣-إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ يَزُوْرُوْنَ اللهَ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَيَقُوْلُ: تَمَنَّوْا عَلَيَّ مَا شِئْتُمْ، فَيَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ، فَيَقُوْلُوْنَ: مَاذَا نَتَمَنّٰى عَلٰى رَبِّنَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَمَنَّوْا كَذَا كَذَا، فَهُمْ مُحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ/٩٣

٢٤- حَدِيْثٌ فِي الْاِغْتِسَالِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ/٩٤

٢٥- حَدِيْثٌ فِي الْاِغْتِسَالِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ/٩٥

٢٦- حَدِيْثٌ طَوِيْلٌ رَكِيْكٌ فِيْ فَضْلِ التَّرَاوِيْحِ لَيْلَةً لَيْلَةً/٩٦

٢٧- مَنْ قَضٰى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
كَانَ ذٰلِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَاتَتْهُ فِيْ عُمُرِهِ إِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةً/١٠٣

٢٨- مَنْ صَلّٰى فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
قَبْلَ الظُّهْرِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِفَوَائِتِ عُمُرِهِ/١٠٤

٢٩- مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ وَلَا يَدْرِيْ عَدَدَهَا فَلْيُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
نَفْلًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ ...، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَاتَهُ وَمَا فَاتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ
مِنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَلِفَوَائِتِ أَوْلَادِهِ .../١٠٤

٣٠- اَلْأَذَانُ جَزْمٌ وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ/١٠٥

٣١- مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيْمَانِ/١٠٦

كَانَ كَوْكَبًا دُرِّيًّا.../١٩٥

٧٧- حَدِيْثٌ فِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ نُوْرًا قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ/١٩٥

٧٨- خَلَقَنِيَ اللهُ مِنْ نُوْرِهِ، وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ، وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَخَلَقَ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ؛ وَعُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ/١٩٧

* نَصُّ حَدِيْثِ النُّوْرِ الْمُحَمَّدِيِّ الطَّوِيْلِ وَهُوَ مَوْضُوْعٌ بِقَصِّهِ وَنَصِّهِ/٢٠٥-٢١٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ!

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে যত নেয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল_নবুওয়ত ও রিসালতের নেয়ামত। যখনই মানুষের হেদায়েতের প্রয়োজন হয়েছে তখনই আল্লাহ তাআলা মানবজাতির তালীম-তরবিয়তের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ওহীর মাধ্যমে তাদের হেদায়েত দান করেছেন।

নবী ও রাসূল আগমনের এ ধারা বহু বহু কাল অব্যাহত ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁরই মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বপূর্ণ হেদায়েত দান করা হয়, যা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য ও যথেষ্ট। তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন। তাঁর পরে কোন নতুন রাসূল বা নবী আসবেন না। তাঁর পরে যেকোন ব্যক্তি নবুওয়ত প্রাপ্তির দাবি করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। যারা তাকে মেনে নেবে তারাও কাফের।

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতি যে আসমানী তালীম ও হেদায়েত লাভ করেছে, তার দু'টি ভাগ– কিতাব ও সুন্নাহ। কিতাব অর্থ আলকুরআন, যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে আল্লাহ তাআলার কালাম ও ওহী। আর সুন্নাহ অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও জীবনচরিত এবং তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ এবং আদেশ-নিষেধ, যা তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং তাঁর কিতাবের শিক্ষকরূপে উম্মতকে প্রদান করতেন, যা সাহাবায়ে কেরাম যথাযথ সংরক্ষণ করে পরবর্তীদের নিকট হুবহু পৌঁছিয়েছেন এবং পরবর্তীরা তা

সনদসহ কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন। এই নববী আদর্শ, নববী শিক্ষা ও হেদায়েতের নামই হল হাদীস ও সুন্নাহ।

কুরআন তো কুরআনই। এর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য, এর জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান মানুষ কতটুকুই বা জানতে পারে! তবে বিভিন্ন হেকমতের ভিত্তিতে কুরআনকে আল্লাহ তাআলা শরীয়তের আহকাম ও বিধান এবং নীতি ও মূলনীতির উৎস বানিয়েছেন। আর সেসব ধারা ও মূলনীতির ব্যাখ্যা, কুরআন কারীমের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, এর উলূম ও মাআরেফের ব্যাখ্যা এবং কুরআনী জীবনের বাস্তবরূপায়নের কাজ হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে নিয়েছেন। [১]

সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহ হল কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনের বাস্তব রূপরেখা। উপরন্তু, কুরআন মাজীদকে অর্থগত বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্য হাদীস ও সুন্নাহ হল আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মানদণ্ড। হাদীস ও সুন্নাহ ইসলামের রুচি ও প্রকৃতি নির্ধারক এবং এ উভয়ের সংরক্ষকও বটে। এই হাদীস ও সুন্নাহ মা'বূদের সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টির মজবুত রজ্জু। হাদীস ও সুন্নাহ ওই মহান ব্যক্তির ওহীভিত্তিক শিক্ষা ও হেদায়েতের নাম, যাঁকে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবের জন্য রাসূল ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণকে ঈমানের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন যে, তা ছাড়া কাউকে মুমিনই বলা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মোতাবেক জীবন-যাপন করে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, কিন্তু মানব জাতিকে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর আনীত শিক্ষা ও হেদায়েত তথা কুরআন ও সুন্নাহ রেখে গেছেন।

আল্লাহ তাআলা উভয়টিকে প্রত্যেক যুগে হেফাযত করার জন্য এমন বহু ব্যবস্থা রেখেছেন, যা চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলার অকাট্য নিদর্শন এবং আখেরি নবীর এক জীবন্ত মু'জিযা। সেই ব্যবস্থাসমূহের একটি এই যে, যে যুগে কিতাব ও সুন্নাহর যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বান্দার অন্তরে সে প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

---

[১] يُلَاحَظُ أَنَّهُ أُطْلِقَ هُنَا فِيْ مَوَاضِعَ لَفْظُ الْحَدِيْثِ مُرَادِفًا لِلسُّنَّةِ، وَهٰذَا عَلٰى أَحَدِ الْاَسْتِعْمَالَاتِ لِهٰذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ أَقْوَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَبَقِيَّةِ شُؤُوْنِه. وَأَمَّا الْفُرُوْقُ الْمَلْحُوْظَةُ بَيْنَ هٰذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ حَسَبَ بَقِيَّةِ اسْتِعْمَالَاتِهِمَا فَهِيَ مَعْرُوْفَةٌ مَعْلُوْمَةٌ لَدٰى أَهْلِ الْعِلْمِ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআন হাদীসের ওপর যত কাজ হয়েছে, সেদিকে তাকালে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যত কাজ হয়েছে, সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়েবি ব্যবস্থাস্বরূপ ছিল এবং যাঁদের দ্বারা এ বিশাল কর্ম সম্পন্ন হয়েছে তাঁরা শুধু উসীলা বা মাধ্যমই ছিলেন।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যাখ্যা যেমন ঈমানোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক, তেমনি সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত, যা এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার আলোচ্যবিষয় নয়; বরং একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের আলোচ্যবিষয় এবং এ বিষয়ের ওপর অন্যান্য ভাষায় বিশাল কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে।

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষণের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। এর মূলকথা হল, আল্লাহ তাআলা যেভাবে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষণ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবেন, ঠিক সেভাবেই কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সুন্নাহকেও সংরক্ষণ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

'নিশ্চয় আমি এই উপদেশ (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী।' –সূরা হিজ্‌র ৯

এখানে আল্লাহ তাআলা কুরআনের হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। আর শব্দ ও মর্ম উভয়ের সমষ্টিরই নাম কুরআন। শুধু শব্দ বা শুধু ব্যাখ্যার নাম কুরআন নয়। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন ও সুন্নাহ উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। কেননা, কুরআন মাজীদের বক্তব্য অনুযায়ী সুন্নাহ হল কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। তা ছাড়া ذِكْر (যিক্‌র) শব্দের অর্থ হল নসীহত। আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদ হেফাযতের ওয়াদা করতে গিয়ে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন নাম থেকে 'যিক্‌র' নামটি উল্লেখ করেছেন। আর অর্থ ও ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু শব্দ নসীহত হতে পারে না। সুতরাং যিকির শব্দই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদের শব্দ এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা, যার অপর নাম হাদীস ও সুন্নাহ, উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা করেছেন।

বিষয়টি এমনিতেই সুস্পষ্ট, তাই কোন সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা, যে কিতাব শুধু তেলাওয়াতের জন্য নয়, বরং চিন্তা ও গবেষণা, উপদেশগ্রহণ ও আমল এবং বিধিবিধান পালনেরও জন্য, তার শুধু শব্দের হেফাযত যথেষ্ট নয়। কুরআনের হেফাযত যদি শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে, আর অর্থ বিকৃতির পথ খোলা থাকে, তাহলে কুরআনের চির-সংরক্ষিত হওয়ার সুসংবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে। আর বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ স্থায়ীভাবে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সংরক্ষণে ব্যর্থ। নাউযুবিল্লাহ!

কাজেই, যেভাবেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এ কথা নিশ্চিত যে, হাদীস ও সুন্নাহর হেফাযত কুরআন মাজীদ হেফাযতের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। যেকোন বিবেকবান লোক, হোক না সে অমুসলিম, হাদীস হেফাযতের ইতিহাস ও তার উপায়-উপকরণ এবং হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডারের প্রতি যদি নযর দেয়, তাহলে সে উক্ত ওয়াদার সত্যতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে–

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا. وَإِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

'আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।'

সুতরাং কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য এবং বাস্তবতার সাক্ষ্য– সর্বদিক থেকে এ কথা অকাট্য যে, কুরআন মাজীদ, এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ (যার পারিভাষিক নাম নববী-আদর্শ এবং হাদীস ও সুন্নাহ) সবগুলোই নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত।

বাস্তব কথা হল, নবুওয়তের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তির পর আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত ও শিক্ষাদীক্ষা এবং তাঁর উত্তম আদর্শ হেফাযতের এরূপ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু তাঁর পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসবেন না এবং এ দুনিয়াবাসীর শেষ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সবার জন্য তিনিই নবী, তাই সংগত কারণেই তাঁর হেদায়েত, শিক্ষাদীক্ষা এবং উত্তম নমুনা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, যাতে সকল যুগের সত্যানুসন্ধিৎসুরা তা থেকে হেদায়েতের ওই নূর গ্রহণ করতে পারে, যে নূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সৌভাগ্যবানরা সরাসরি নবুওয়তের পবিত্র দরবার থেকে গ্রহণ করেছেন।

আজও যেকোন বিবেকবান মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, বিগত চৌদ্দ শতাব্দী যাবৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুসংহতরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। فَقَدْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ وَقَضٰى بِهٖ

হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি

বস্তুত, কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ উভয়টিই উম্মতের হাতে সংরক্ষিত আছে। তবে সংরক্ষণের মধ্যে ধরনগত কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে এখানে যে পার্থক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, কুরআন মাজীদ সবটুকু একইগ্রন্থে সংরক্ষিত। প্রত্যেক যুগে হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি হাফেয বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও আছেন, যাঁদের সিনায় পূর্ণ কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে হাদীস শরীফ কোন একক গ্রন্থে সংরক্ষিত নয়, বরং বহু গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হেফাযতের মর্ম

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, হেফাযতের উদ্দেশ্য এ নয় যে, হেফাযতকৃত বস্তুতে কারও থেকে কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ পাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, তাতে কারও কোন ত্রুটি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে না। যখনই কোন ভুল হবে বা কোন কথা ছুটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধনের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকবে। হাদীস ও সুন্নাহ হেফাযতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে কুরআন মাজীদ হেফাযতের বিষয়টি বুঝতে হবে।

পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআন মাজীদ হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ওয়াদা মোতাবেক তা যথাযথভাবে হেফাযত করেছেন। তাই বলে কি আপনি কোন হাফেয বা কারী সাহেবকে তেলাওয়াতে ভুল পড়তে শোনেননি? লিপিকরের কি কুরআন মাজীদ লিখতে ভুল হয় না? কোন মুদ্রাকরের কি যের-যবরের এদিক-ওদিক হয় না?

এসব প্রশ্নের জবাব একটিই, কোন বিষয় কারও ভুল হয়ে যাওয়া এক কথা আর সে ভুল স্থায়িত্ব লাভ করা ভিন্ন কথা। যখনই কেউ ভুল করে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং তা সংশোধন করে দেওয়া হয়। কেউ

খারাপ নিয়তে করলে তারও যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করা হয় এবং মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়।

আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি সংরক্ষিত বিষয় উপস্থাপন বা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি-বিশেষের ভুল হলে সেই ভুলের প্রভাব কিছুতেই ওই বিষয়ের ওপর পড়বে না। কারণ তা স্বস্থানে সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত। ভুল হয়েছে শুধু ব্যক্তি-বিশেষ থেকে, যা তার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ভুল ভুলকারী পর্যন্ত, বিকৃতি বিকৃতিসাধনকারী পর্যন্ত সীমিত রয়েছে। অপরদিকে আসল জিনিস সম্পূর্ণ সহীহ-শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত ছিল, এখনও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআন কারীমের চির-সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জাল রেওয়ায়েত ও জালকারীর পরিণতি

সুন্নাহ ও হাদীসের বিষয়টিও একই রকম। তা সংরক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারীর কোনপ্রকার ভুল হয়নি বা কোন বেদ্বীন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন বানোয়াট কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়নি; বরং বাস্তবতা হল হাদীস রেওয়ায়েত করতে গিয়ে বহু বর্ণনাকারীর ভুলত্রুটি হয়েছে, কিন্তু সেগুলো কখনোই রাসূলের হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি; বরং ভুলত্রুটি হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। জার্হ-তাদীল ও ইলালুল হাদীস উভয় শাস্ত্রই এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট।

এমনিভাবে অনেক বেদ্বীন বহু বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালানোর কদর্য ও ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের মিথ্যাচার কিছুতেই রাসূলের হাদীস নামে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি; বরং উদ্ভট, জাল, বাতিল ও মুনকার ইত্যাদি নামে বিশেষিত ও চিহ্নিত হয়েছে এবং ওই সব দুষ্কৃতিকারীরা চিরদিনের জন্য 'কাযযাব' (মিথ্যাচারী) 'ওয়াযযা' (জালকারী) 'মুত্তাহাম বিল-কাযিব' (মিথ্যায় অভিযুক্ত) ও 'মাতরূক' (প্রত্যাখ্যাত) ইত্যাদি নামে কলঙ্কিত হয়েছে। এ কাজের জন্য 'আলমাওযূআত' ও 'মারিফাতুল মাতরূকীন ওয়াল-মুত্তাহামীন ওয়াল-কাযযাবীন' দু'টি মৌলিক শাস্ত্র ও তার উপশাস্ত্রসমূহ নির্ধারিত রয়েছে।

মোটকথা, ভুল তেলাওয়াতকে শুধরে দেওয়ার মতো লোক যেমন সর্বযুগে সর্বত্রই আছেন, তেমনিভাবে ভুলভ্রান্তি এবং বর্ণনাকারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার মতো বিচক্ষণ মুহাদ্দিসীনে কেরামও সর্বযুগে সর্বত্রই ছিলেন এবং

আছেন। তাঁরা হাদীস হেফাযতের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বেদআতি ও ধর্মদ্রোহীরা বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ইন্ধন যোগানোর জন্য যখনই জাল, বাতিল, মুনকার ও মাতরূক রেওয়ায়েতের আশ্রয় নিয়েছে, তখনই মুহাদ্দিসীনে কেরাম সেগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিয়েছেন। সত্যানুসন্ধিৎসুরা বাতিলের বিরুদ্ধে– جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সত্য সমাগত, বাতিল অপসৃত)-এর লাঠি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, এতে এটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদ যেহেতু একইগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, ঘরে ঘরে কুরআন মাজীদের সহীহ-শুদ্ধ নুসখা বিদ্যমান, স্থানে স্থানে কুরআনের অসংখ্য হাফেয বর্তমান– এসব কারণে কুরআন কারীমের তেলাওয়াতে ভুল হলে ছোট্ট থেকে ছোট্ট বাচ্চাও তা সংশোধন করে দিতে পারে। তেমনি কুরআন মাজীদ বিকৃতিকারীর অপতৎপরতা যেখানেই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহ সমষ্টিগতভাবে এই উম্মাহর কাছে সংরক্ষিত থাকলেও যেহেতু কোন একটি নির্দিষ্ট কিতাব বা দু'একটি কিতাবে তা সীমাবদ্ধ নয়, আবার প্রত্যেকের কাছে অধিকাংশ হাদীসও বিদ্যমান নেই, বিশেষ কোন ব্যক্তি সকল সহীহ হাদীসের হাফেযও নন, সবার মধ্যে সহীহ ও গায়রে সহীহ নির্ণয়ের যোগ্যতাও নেই– তাই এমন তো হতে পারে যে, ভুল জাল বা বাতিল রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী লোকেরা সাধারণ মানুষ বা এ বিদ্যায় অজ্ঞ লোকের হাত থেকে বেঁচে যাবে, কিন্তু এ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। অন্যরাও খেয়াল করলে সরাসরি হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের সহযোগিতায় বা তাঁদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সহযোগিতায় সহজেই বিষয়টির ইলম হাসিল করতে পারবে। যেকোন দ্বীনী ব্যাপারে মুসলিমের শরয়ী দায়িত্বও এটি যে, তারা প্রত্যেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞদের শরণাপন্ন হবে। [১]

---

[১] এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হল, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য কথা। সবগুলোই বাস্তবতার ভাষ্য। নিজেই নিজের দলিল। এসব অকাট্য ও সুস্পষ্ট কথাগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে :
মাআরেফুল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী (রহ. ১ম ও ২য় খণ্ডের ভূমিকা) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত পুস্তিকা 'দাওরুল হাদীস ফী তাক্‌ভীনিল মুনাখিল ইসলামী ওয়া-সিয়ানাতিহী', হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী লিখিত 'হুজ্জিয়্যাতে হাদীস' এবং ড. খালেদ মাহমূদ রচিত 'আসারুল হাদীস।'

সম্মানিত পাঠকের হাতে যে কিতাবটি তুলে দেওয়া হচ্ছে, এতে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে এ ধরনেরই কিছু রেওয়ায়েত চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো আমরা কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করে থাকি, অথচ সেসব রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল। হাদীসে রাসূলের সঙ্গে যেগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে সেগুলো বর্ণনা করা হারাম।

আরবী ভাষায় এ ধরনের বহু কিতাব রয়েছে। কিন্তু আমার জানামতে বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ এ-ই প্রথম। আশা করি, এ গ্রন্থ দ্বারা সকল স্তরের মানুষই উপকৃত হবেন। আল্লাহ তাআলা একে কবুল ও মঞ্জুর করুন।

এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হতে হলে নিম্নোক্ত কথাগুলো জেনে নেওয়া একান্ত জরুরি।

কিছু জরুরি বিষয় :

সহীহ হাদীসের উৎস

১. মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করা এবং জরুরি আমলের ইল্‌ম অর্জন করার পর ইল্‌মের ময়দানে একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম কাজ হল কুরআন মাজীদের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা করা। এরপর নির্ভরযোগ্য কোন হক্কানি আলেমের তত্ত্বাবধানে সাধ্য মোতাবেক ধীরে ধীরে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও তরজমার সহযোগিতায় কুরআন মাজীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করতে থাকা। সাথে সাথে নববী আদর্শ এবং তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েতের জ্ঞানার্জনেও কিছু সময় ব্যয় করা জরুরি।

উদাহরণস্বরূপ, আকীদাবিষয়ক হাদীসের জন্য 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর কিতাবুল ঈমান তথা ঈমান অধ্যায়ের হাদীস পড়া। আখলাক-চরিত্র ও আদব-শিষ্টাচারের জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত 'আলআদাবুল মুফরাদ' এবং ইমাম নববী (রহ.) রচিত 'রিয়াযুস সালেহীন' অধ্যয়ন করা। নববী যিকির ও দুআসমূহের জন্য ইবনুল জাযারী (রহ.) লিখিত 'আলহিস্‌নুল হাসীন' এবং আল্লামা নববী (রহ.)এর 'আলআযকার' বারবার অধ্যয়ন করা। ফযীলত-বিষয়ক হাদীসের জন্য 'আলমুন্‌তাকা মিনাত তারগীব ওয়াত-তারহীব' এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও সীরাতসম্বলিত হাদীসের জন্য 'শামায়েলে তিরমিযী', 'যাদুল মাআদ' ও 'উসওয়ায়ে রাসূলে

আকরাম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি কিতাব পড়া। যুহ্দ ও মাওয়ায়েয, হেকমত ও প্রবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ের হাদীস জানার জন্য 'সহীহুল জামিইস সগীর ওয়া-যিয়াদাতিহী'ও একটি বিশাল ভাণ্ডার। ফিক্হবিষয়ক হাদীস জানার জন্য 'ফিক্হুস সুনান ওয়াল-আসার' এবং 'আসারুস সুনান' ইত্যাদি কিতাব পড়া।[১]

কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সহীহ হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়নের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হাদীসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতটুকু যে, কোন বক্তার ওয়ায-নসীহতে বা বাজারি কোন পুস্তিকায় কোন হাদীস পেলেই হল। আমরা এতে সন্তুষ্ট হয়ে যাই, অথচ হাদীসের ইল্ম অর্জন করার মাধ্যম যদি শুধু এটিই হয়, তাহলে নিজেদের অজান্তেই মানুষ হাদীসের নামে জাল ও মিথ্যা রেওয়ায়েতের ধোঁকায় পড়ে চরম ভ্রান্তির শিকার হবে। হয়ত বলা হবে, সবই যদি হয় জাল ও ভিত্তিহীন, তাহলে আর থাকলটা কী? এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল, ভাই! যদি বাদ পড়ে তাহলে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতই বাদ পড়ছে এবং এগুলো বাদ পড়াই উচিত। যেগুলো মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সেগুলো সবই নির্ভরযোগ্য কিতাবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজন শুধু হিম্মত করে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে সেগুলোর ইল্ম অর্জন করা। শুধু 'সহীহুল জামিইস সগীর ওয়া-যিয়াদাতিহী'-এর মধ্যেই সাত হাজারেরও অধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির শ খানেক জাল রেওয়ায়েত দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যদি জাল রেওয়ায়েত পর্যন্তই সীমিত থাকে, তাহলে তো আর করার কিছু নেই।

আরও আফসোসের কথা এই যে, একই বিষয়ের ওপর যদি একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিদ্যমান থাকে, অপরদিকে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতও থাকে, তখনও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের মুখে ওই বিষয়ের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতই প্রসিদ্ধ। আর তার

---

[১] এ নেসাব ও তালিকা মধ্যমস্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। আর হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ, যা থেকে উপকৃত হতে হলে হাদীসের সনদ এবং ফিক্হের ব্যাপারেও যোগ্যতা থাকা জরুরি, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

বিপরীতে সহীহ হাদীস থেকে তারা সম্পূর্ণ বেখবর। জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতগুলোকেই তারা হাদীসে রাসূল নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

এ কারণে আমরা এই কিতাবের অধিকাংশ স্থানে ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়েতের বিপরীতে একই বিষয়ের সহীহ হাদীস উল্লেখ করার প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখেছি। যাতে একই সাথে হাদীসের ইল্‌মও হাসিল হয়ে যায়, আর আমাদের উদাসীনতার আলস্যনিদ্রাও ভেঙে যায় এবং এ কথাও যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা নিছক অবহেলা ও অজ্ঞতাবশত সহীহ হাদীস ছেড়ে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের পেছনে ছুটছি।

জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কবীরা গোনাহ

২. জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের বিষয়টি হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে দাবি করা ইসলামে জঘন্যতম কবীরা গোনাহ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে জাহান্নামের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত এসেছে। হাদীস শরীফে আছে–

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।' –সহীহ বুখারী ১/২১, হাদীস ১১০, সহীহ মুসলিম ১/৭, হাদীস ৩

অন্য হাদীসে আছে–

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'আমার ওপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারও ওপর মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' –সহীহ বুখারী ১/১৭২, হাদীস ১২৯১, সহীহ মুসলিম ১/৭, হাদীস ৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' –সহীহ বুখারী ১/২১, হাদীস ১০৯

জাল রেওয়ায়েতের ব্যাপারে এ বাহানাও যথেষ্ট নয় যে, হাদীস জাল করে থাকলে অন্যজন করেছে, আমরা তো শুধু বর্ণনা করছি। কেননা, শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই মিথ্যা প্রচারকারীও মিথ্যাচারীর মতো গোনাহগার ও শাস্তির যোগ্য। হাদীস শরীফে এসেছে–

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى أَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বর্ণনা করবে, যা তার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।' –সহীহ মুসলিম ১/৬
আরও ইরশাদ হয়েছে–

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

'কারও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে (কোন বাছ-বিচার ছাড়া) সবই বর্ণনা করে।' –সহীহ মুসলিম ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২

বুঝা গেল, জাগতিক কোন ব্যাপারেও কোন সংবাদ শোনামাত্রই তা বর্ণনা করা ঠিক নয়, বরং সত্য-মিথ্যা যাচাই করা জরুরি। যাচাই-বাছাই ছাড়া যেকোন শোনা কথা প্রচারকারী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন জাগতিক ব্যাপারে এবং সাধারণ সংবাদ সম্পর্কে এমন কড়া নির্দেশ, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের বিধান কত তাকিদপূর্ণ হবে! আল্লাহর নবীর নামে কোন কিছু বর্ণনা করতে কত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

'তোমরা আমার নামে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় কর। তোমরা যা নিশ্চিত জান (যে তা আমার হাদীস) শুধু তা-ই বর্ণনা কর। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত মনগড়া তাফসীর করে, সেও যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।' –জামে তিরমিযী ২/১২৩, হাদীস ২৯৫১ (তাফসীর অধ্যায়ের শুরুভাগে)

সুতরাং প্রমাণিত হল, হাদীস বলার আগে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, এটা বাস্তবেই হাদীসে নববী কি না। এ ব্যাপারে অসতর্কতা নবীর ওপর মিথ্যারোপ করার শামিল, যার পরিণাম জাহান্নাম।

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয

সারকথা এই যে, নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয :

ক. যেকোন কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল, বর্ণনার আগে যাচাই করে দেখা, তা বর্ণনাযোগ্য কি না। সঙ্গত কারণেই হাদীসের ব্যাপারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ।

খ. বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা মিথ্যারোপের শামিল, যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে নিন্দনীয়। হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তো আরও ভয়ঙ্কর।

গ. হাদীসের সম্পর্ক দ্বীনের সঙ্গে, বরং এটি দ্বীনের অন্যতম দলিল এবং দ্বীনী বিধানাবলির ভিত্তি। সুতরাং হাদীসের ব্যাপারে অসতর্কতা দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করার নামান্তর। যার অশুভ পরিণতি কারও অজানা নয়।

ঘ. হাদীসের সম্পর্ক সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, যে ব্যক্তি যত বড় হয় তাঁর ব্যাপারে মিথ্যারোপ এবং তাঁর বাণী বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা তত বড় অপরাধ। এ কথাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلٰى أَحَدِكُمْ

আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারও ব্যাপারে মিথ্যারোপ করার মতো নয়। (বরং এর ভয়াবহতা সাধারণ মিথ্যারোপ থেকে অনেক বেশি।)

ঙ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দ্বীনী ব্যাপারে ওহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাই কোন কথা হাদীসে নববী হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার ওহী ও পয়গাম। সুতরাং যদি এমন হয় যে, কোন কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেননি, তথাপি তা তাঁর বরাতে বলা হয়, তাহলে তার মধ্যে ক্ষতি শুধু এটুকুই নয় যে, এর দ্বারা রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে, বরং পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাআলার ওপরও মিথ্যারোপ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ করা কত জঘন্য অপরাধ, তা কারও অজানা নয়।

ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ [هود : ١٨]

‘আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদেরকে নিজ পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ওই সব লোক, যারা আপন পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! জালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।’ –সূরা হুদ ১৮

এসব কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয। এ সতর্কতার একমাত্র পথ এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট সেসব কিতাবের নাম জেনে নেওয়া, যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এর বাইরে অন্য কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণের সময় হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যে, হাদীসটি সহীহ কি না। উম্মতের সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে আজও এ নিয়মই বিদ্যমান রয়েছে।

এ ব্যাপারে যখনই যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উলামায়ে কেরাম তা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের উর্দু ফতোয়া-গ্রন্থগুলোর প্রতি লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি ফতোয়াগ্রন্থে হাদীসের একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মান সম্পর্কে জনমনের বহু প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ এ কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে :

১. ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আব্দুল আযীয (রহ. মৃত্যু ১২৩৯ হি.)
২. মাজমূআয়ে ফাতাওয়া, আব্দুল হাই লাখনৌভী (রহ. মৃত্যু ১৩০৪ হি.)
৩. ফাতাওয়া রশীদিয়া, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ. মৃত্যু ১৩২৩ হি.)
৪. ফাতাওয়া খলীলিয়া, খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ. মৃত্যু ১৩৪৬ হি.)
৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলী থানভী (রহ. মৃত্যু ১৩৬২ হি.)
৬. আযীযুল ফাতাওয়া, আযীযুর রহমান দেওবন্দী (রহ. মৃত্যু ১৩৪৭ হি.)
৭. কেফায়াতুল মুফতী, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১৩৭২ হি.)
৮. ইমদাদুল মুফতীন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ. মৃত্যু ১৩৯৬ হি.)
৯. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ. মৃত্যু ১৪১৭ হি.)
১০. ফাতাওয়া রহীমিয়া, সৈয়দ আব্দুর রহীম লাজপুরী (রহ.)
১১. আহসানুল ফাতাওয়া, রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ. মৃত্যু ১৪২২ হি.)

জাল হাদীস চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র খেদমত ছাড়াও আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ বহু স্থানে এরূপ বলেছেন, 'অমুক কথাটি কোন বুযুর্গের বাণী, হাদীস নয়।' এভাবে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত চিহ্নিত করেছেন।

খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)এর মালফূযাত তথা বাণীসংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'এ আছে, 'মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন– مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ (যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বলেন– না, এটি মাশায়েখের বাণী। মাওলানা সিরাজুদ্দীন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– مَنْ لَمْ يَرَ مُفْلِحًا لَا يُفْلِحُ أَبَدًا. (যে ব্যক্তি কোন বুযুর্গের সংশ্রব লাভ করেনি, সে কখনও সফলকাম হতে পারে না) বাক্যটি কি হাদীস? তিনি উত্তরে বললেন, এটিও মাশায়েখের বাণী।[১]

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে 'আগলাতুল আওয়াম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত পুস্তকের শুরুতে তিনি লেখেন–

'অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, এমনকি বিশেষ লোকদের মধ্যেও এমন কিছু ভুল মাসআলা প্রসিদ্ধি পেয়েছে, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। তারা সেগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সেগুলো সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহও হয় না যে, উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে যাচাই করবে। অনেক সাধারণ আলেমেরও সেসব ভুল সম্পর্কে অবগতি নেই যে, তাঁরা সেগুলো সংশোধন করে দেবেন। সুতরাং যখন জনসাধারণের পক্ষ থেকেও যাচাইয়ের আগ্রহ সৃষ্টি হল না এবং উলামায়ে কেরামের দিক থেকেও সতর্ক করা হল না, তখন আর সেসব ভুল-ত্রুটির সংশোধনের কোন পথই অবশিষ্ট থাকল না।

'এ কারণে বহুদিন থেকে সে ভুলগুলো যতদূর সম্ভব একত্র করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল (যা এখন আল্লাহ তাআলার ফযলে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে)।

---

[১] ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, আলাউদ্দীন সানজারী, মজলিস নং ১০, যুলকাদাহ, ৭১৬ হিজরী–আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়াতিল আলিয়্যা, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) পৃষ্ঠা ৫৯

যেভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসসংক্রান্ত জাল রেওয়ায়েতসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি এ পুস্তিকাটি হল মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথাবার্তা সম্বলিত।' –আগলাতুল আওয়াম ২৭

আকীদা-বিশ্বাস ও ফিক্‌হি মাসায়েল সম্পর্কিত ভিত্তিহীন বিষয়ের ওপর আরবী ভাষায় বহু আগ থেকেই রচনার ধারা শুরু হয়েছে।

শায়েখ তাজুদ্দীন ফাযারী (রহ. মৃত্যু ৭৩১ হিজরী) 'ফিকহুল আওয়াম ওয়া-ইন্‌কারু উমূরিন ইশ্‌তাহারাত বাইনাল আনাম' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে আমাদের জানামতে গলত মাসআলার ওপর হযরত থানভী (রহ.)এর কিতাবটি সর্বপ্রথম রচনা। গলত ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের (বর্ণনাসমূহের) ওপর আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রয়েছে, যা আমি আগেও উল্লেখ করেছি, কিন্তু বাংলাভাষায় বিশেষত আমাদের দেশে প্রচলিত ভিত্তিহীন জাল রেওয়ায়েতের ওপর (আমাদের যতদূর জানা আছে) তেমন কোন গ্রন্থ নেই। তাই সওয়াবের নিয়তে পূর্বসূরিদের এই মুবারক সুন্নত জীবিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনার এ প্রয়াস। তাছাড়া আকাবির ও বন্ধুমহল উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বারবার এ ধরনের কিতাব রচনা করে সাধারণ পাঠকের সামনে পেশ করার তাগাদা তো ছিলই। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

জাল হাদীসের পরিচয়

৩. 'হাদীস'এর আভিধানিক অর্থ 'কথা'। কিন্তু পরিভাষায় হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েত এবং তাঁর কর্ম ও অবস্থাসমূহকে বুঝানো হয়। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন হাদীস মূলত হাদীসই নয়। কেননা, যদিও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কেউ চালিয়ে দিয়েছে বা যাচাই ছাড়াই কেউ তা রাসূলের নামে বর্ণনা করেছে, আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা প্রমাণিত নয়। তাঁর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবুও আমরা কথা প্রসঙ্গে বলে থাকি, 'জাল হাদীস', 'ভিত্তিহীন হাদীস'। যেমন বলা হয়ে থাকে, 'মিথ্যা নবী' আর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে নবীই নয়, তেমনিভাবে 'মওযূ হাদীস', 'জাল হাদীস' এবং 'ভিত্তিহীন হাদীস'এর অর্থ এটা নবীজীর হাদীসই নয়।

কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরি নয়

৪. মওযূ তথা জাল হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত– এক, যার অর্থ ও বিষয়বস্তুই বাতিল। এগুলো হাদীসে নববী হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। এ ধরনের মওযূগুলোকে চিহ্নিত করলে তাতে কারও কোন আপত্তি থাকে না। কেননা, প্রত্যেকেই জানে যে, বাতিল কথা কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হতে পারে না।

দুই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জালকারীরা হাদীস জাল করতে গিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তারা একেবারে বাতিল কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণনা করে প্রথমেই নিজেকে অপমানিত করার চিন্তা করেনি, বরং সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও হেকমতপূর্ণ বাণী অথবা বাহ্যত সুন্দর মনে হয় এমন বাণী নিজ থেকে বানিয়ে বা কোথাও থেকে 'নকল' করে রাসূলের বাণী হিসেবে প্রচার করেছে।

মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা এবং মিথ্যুক সর্বাবস্থায় মিথ্যুক। সে যে মুখোশেই সামনে আসুক না কেন– গোপন থাকতে পারবে না; বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে। তাছাড়া হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যুকদের আল্লাহ তাআলা কখনোই ছাড় দেন না। ওদের মিথ্যা প্রকাশ করেই দেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই সুন্দর উপদেশের নামে রেওয়ায়েত জালকারীরাও হাদীস বিশেষজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিতে পারেনি। তাদের বানানো হাদীস জাল হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং জালকারীদের নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় এসে গেছে।

এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়েত সম্পর্কে যদি লোকদের সতর্ক করা হয়, তখন কেউ কেউ বলে যে, এ কথাটি তো সত্য। ভালোই মনে হচ্ছে। বাতিল, মন্দ বা ভুল কিছু নয়, একে তুমি জাল বলছ কেন?

যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের আসলে মিথ্যার অর্থই জানা নেই। সবাই জানে যে, অবাস্তব দাবিকেই মিথ্যা বলা হয়। যেমন কারও ব্যাপারে এমন কথা বলেছে বলে দাবি করা হল যা সে বলেনি। একে তার প্রতি মিথ্যারোপ বলা হয়, সে কথা মন্দ হোক আর ভালোই হোক।

সুতরাং যে বাণী আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেননি, যদিও তা ভালো হয় বা কারও কাছে ভালো মনে হয়, তবুও কিছুতেই তাকে রাসূলের বাণী বলা জায়েয হবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে এটা হবে রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ, যা

পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার ওপর মিথ্যারোপের সমার্থক।

বিষয়টি আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়েতসমূহ আরও ক্ষতিকর। কেননা প্রথম প্রকারের রেওয়ায়েতগুলো জাল হওয়ার বিষয়টি অতি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মানুষ ধোঁকায় পড়ে কম। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাসমূহের বিষয়বস্তু বাহ্যত সুন্দর হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারিত হয় এবং ধোঁকা খায়।

এর চেয়ে বড় কথা হল– এ ধরনের ভালো ভালো কথা হাদীসের নামে যারা চালিয়ে দিচ্ছে, তারা যেন বলতে চায় যে, 'এ কথাগুলো মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ করা উচিত ছিল। তিনি যখন ইরশাদ করেননি, তখন আমিই তাঁর নামে এগুলো বলে দিচ্ছি।' অথবা পরোক্ষভাবে সে যেন বলতে চায় যে, 'রাসূলের মাধ্যমে এ কথাটি বলানো আল্লাহর উচিত ছিল, তিনি যখন তা করেননি, তখন আমিই আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর রাসূলের নামে তা বলে দিচ্ছি।'

যা হোক, এই দ্বীন ও শরীয়ত এবং এর উৎসসমূহ সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। এতে কারও পক্ষ থেকে কোন ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন নেই। জালিয়াতি ও মিথ্যার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, কোন কথা সহীহ-শুদ্ধ হওয়া বা শরীয়তের কোন দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা নবীজীর বাণী হতে হবে। আর কেউ তা হাদীসে নববী হিসেবে বর্ণনা করবে। যদি তাই হয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আয়াত ও হাদীসসমূহের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় যা কিছু উল্লেখ আছে সবগুলোকেই হাদীস বলা শুদ্ধ হবে। অথচ সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষও এ কথা বলবে না, বরং তাকে রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ হিসেবেই আখ্যায়িত করবে।

এ সম্পর্কে আয়িম্মায়ে দ্বীনের নিম্নোক্ত ইজমাসম্পন্ন, সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথাটি সবার সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখা জরুরি–

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسُبَ حَرْفًا يَسْتَحْسِنُهُ مِنَ الْكَلَامِ إِلَى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ فِيْ نَفْسِهِ حَقًّا، فَإِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَتَأَمَّلْ هٰذَا الْمَوْضِعَ، فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ أَقْدَامٍ، وَمَضَلَّةُ أَفْهَامٍ.

'যেকোন কথা ভালো মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বানিয়ে দেওয়া কিছুতেই জায়েয হবে না, যদিও কথাটি সঠিক হয়। কেননা, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য ও সঠিক, কিন্তু দুনিয়ার সকল হক কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা উচিত। কেননা, সামান্য অসতর্কতার কারণে এখানে পদস্খলনের, বরং পথভ্রষ্টতার আশংকা রয়েছে।' –লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ৫/৩০৬, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ, সুয়ূতী (রহ.) ২০২, আলমাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ (টীকা শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.) ২৩৬ [১]

---

[١] حَاصِلُ مَا فِيْ هٰذَا الْبَابِ أَنَّ الْمَوْضُوْعَاتِ عَلٰى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ مَعْنَاهُ بَاطِلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ نِسْبَتُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِلَةً، وَقِسْمٌ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ وَلٰكِنَّ نِسْبَتَهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِلَةٌ، لِعَدَمِ ثُبُوْتِ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ وَكَوْنِهِ مُخْتَلَقًا عَلَيْهِ. وَالْمَدَارُ فِيْ كَوْنِ الْمَوْضُوْعِ مَوْضُوْعًا بُطْلَانُ النِّسْبَةِ لَا بُطْلَانُ الْمَعْنٰى، وَهٰذَا يَفْهَمُهُ كُلُّ ذِيْ لُبٍّ آتَاهُ اللهُ الْعَقْلَ السَّلِيْمَ، وَلَئِنْ كَانَتْ صِحَّةُ الْمَعْنٰى كَافِيَةً لِصِحَّةِ النِّسْبَةِ وَنَفْيِ الْوَضْعِ فَلَمْ يَكُنْ لِلرَّدِّ عَلَى الْكَرَّامِيَّةِ مَعْنًى، إِذْ جَوَّزُوا الْوَضْعَ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَلَمَا أُدْخِلَ فِي الْوَضَّاعِيْنَ تِلْكَ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَضَعُ الْكَلَامَ الْحَسَنَ، أَوْ تَأْخُذُ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالصَّحَابَةِ فَتَضَعُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمَا كَانَ لِنَفْيِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تَكُوْنَ مُوَافَقَةُ مَضْمُوْنِ الْخَبَرِ لِلْوَاقِعِ دَلِيْلًا عَلٰى ثُبُوْتِهِ مِنْ مَعْنًى، وَإِلٰى مَتٰى أُقِيْمَ الْحُجَّةَ عَلٰى بَيَانِ الْبَدَهِيَّاتِ وَالضَّرُوْرِيَّاتِ؟!

وَمِمَّا يُؤْسَفُ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَسَبِّبِيْنَ إِلَى الْعِلْمِ يَغْتَرُّوْنَ بِقَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْمَوْضُوْعَةِ، عِنْدَ الْكَلَامِ عَلٰى بَعْضِ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ: «مَوْضُوْعٌ وَلٰكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ»، فَيَظُنُّوْنَ أَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنٰى، وَلَوْ كَانَتْ أَلْفَاظُهُ الْخَاصَّةُ مَوْضُوْعَةً، ثُمَّ يُبَالِغُ بَعْضُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنٰى كَانَتْ شَائِعَةً فِي الرُّوَاةِ، وَجَوَّزَهَا الْجُمْهُوْرُ بِشَرَائِطَ مَعْلُوْمَةٍ، فَجَعْلُ الْمَرْوِيِّ بِالْمَعْنٰى مَوْضُوْعًا غَلَطٌ!!، إِذًا فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَوْضُوْعَاتِ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ تَصِحُّ رِوَايَتُهُ!!

وَهٰذَا إِلٰى جَانِبِ كَوْنِهِ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ وَمُخَالَفَتِهِ لِضَرُوْرِيَّاتِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَقَطْعِيَّاتِ الدِّيْنِ الْحَنِيْفِ، سُوْءُ فَهْمٍ مِنْهُمْ لِمُصْطَلَحِ كُتُبِ الْمَوْضُوْعَاتِ، فَإِنَّ أَصْحَابَهَا لَا يُرِيْدُوْنَ بِقَوْلِهِمْ: «مَوْضُوْعٌ وَلٰكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ»: أَنَّ الْخَبَرَ الْمَحْكُوْمَ عَلَيْهِ بِهٰذَا اللَّفْظِ صَحِيْحٌ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنٰى، وَإِنْ كَانَتْ أَلْفَاظُهُ الْمَشْهُوْرَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مَوْضُوْعَةً، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى=

এখানে আরও একটি বিষয় ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাগুলো জাল হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুকে বাতিল বলা সহীহ হবে না। বরং বিষয়বস্তুগুলোর দলিল যে মানের সেগুলো সে মানের সাব্যস্ত হবে। তাই এ প্রকার জাল বর্ণনার আলোচনায় বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যও সরবরাহ করা হয়েছে।

পাঠকের কাছে আবেদন, এ কথাগুলো ভালোভাবে বুঝে নেবেন, যাতে এ কিতাব পড়ার সময় কোন ধরনের পেরেশানি না হয়।

হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম গ্রহণযোগ্য নয়

৫. এখানে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, যেসব রেওয়ায়েতকে এ গ্রন্থে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে জাল বা ভিত্তিহীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কেউ এ হিলা-বাহানা না করে বসে যে, 'যদিও এগুলো হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মওযূ, কিন্তু আমি বা আমার পীর সাহেব খাব, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হামের মাধ্যমে এগুলো সঠিক বলে জানতে পেরেছি।'

মনে রাখতে হবে, এসব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। হাদীসে রাসূল ছেড়ে কিংবা তা অস্বীকার করে সেখানে অন্যদের কথা ও মতকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ করানোর পথকে সুগম করার এটা একটা ইবলীসী চক্রান্ত।

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ শরীয়তের উসূল ও মূলধারার ভিত্তিতেই কোন রেওয়ায়েতের ওপর ভিত্তিহীন বা জাল হওয়ার হুকুম আরোপ করে থাকেন।

= بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَوْضُوْعٌ لَمْ تَرِدْ فِيْهِ رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ أَصْلًا، فَلَا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ، وَأَمَّا أَنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ غَيْرُ بَاطِلٍ فَهٰذَا يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِيْ مِنَ الْمَوْضُوْعَاتِ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ مَعْنَاهُ بَاطِلًا وَإِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ بَاطِلَةً، وَهٰذَا وَاضِحٌ لَا يَشْتَبِهُ، وَأَمَّا الْمَرْوِيُّ بِالْمَعْنٰى فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَصْفُ الْوَضْعِ وَالْكَذِبِ أَبَدًا، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ إِسْنَادِ رِوَايَتِهِ، بِهٰذَا اللَّفْظِ كَانَ أَوْ بِلَفْظٍ آخَرَ، وَأَكْثَرُ مَا يُحْكَمُ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَعْنٰى إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنٰى أَثَّرَتْ عَلٰى أَصْلِ الْمُرَادِ أَنَّهُ مَعْلُوْلٌ بِاللَّفْظِ الَّذِيْ أَنْتَجَتْهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنٰى. وَلَئِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى- الْحُكْمُ عَلَى الْمَرْوِيِّ بِالْمَعْنٰى بِالْوَضْعِ مَعَ صِحَّتِهِ وَسَلَامَتِهِ لَلَزِمَهُمُ الْحُكْمُ بِذٰلِكَ عَلٰى طَائِفَةٍ كَبِيْرَةٍ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الصَّحِيْحَةِ الْمَرْوِيَّةِ فِيْ «صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ» وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الصِّحَاحِ، وَحَاشَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوْا ذٰلِكَ وَحَاشَاهُمْ، فَافْهَمْ وَلَا تَزِلَّ قَدَمُكَ فِيْ غَيْرِ مَزَلَّةٍ، وَانْظُرْ مَا يَأْتِيْ فِيْ ص٩٢-٩٣، تَعْلِيْقًا عَلَى الْحَدِيْثِ ٢١. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

তাই শরীয়তের বিধি মোতাবেক এ হুকুম মেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। এর বিপরীতে কারও স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম শরীয়তে ধর্তব্য নয়। উম্মতের ইজমা এবং শরীয়তের অন্যান্য দলিল মোতাবেক এগুলো দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না।

এগুলোর পেছনে পড়ার অর্থ হল, যা দ্বীন নয় এমন কিছুকে দ্বীন বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

এখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান সম্পর্কে দলিলভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে গোড়া থেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা খতম হয়ে যায়। ইতিপূর্বে 'তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' শীর্ষক আমার অন্য আরেকটি গ্রন্থে এ বিষয় সম্পর্কে দলিলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেটির সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি।

শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান

কিছু লোকের মধ্যে এ প্রবণতা রয়েছে যে, খাব-স্বপ্নের প্রতি তাঁরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভালো স্বপ্ন কম দেখতে পাওয়াকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হতে দূরে সরার আলামত মনে করে। ভালো স্বপ্ন দেখলে তাসাওউফ ও সুলূকের আসল উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে ভেবে গর্ব বোধ করতে থাকে। উত্তরোত্তর ভালো স্বপ্ন দেখার আশায় থাকে। আর কোন মন্দ স্বপ্ন দেখলে পেরেশান হয়ে যায়, অথচ শরীয়তে স্বপ্নের এমন কোন মর্যাদা নেই, যার কারণে একে আসল উদ্দেশ্য মনে করা যায়।

আরও আফসোসের কথা এই যে, কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত স্বপ্নকে শরীয়তের দলিলের মর্যাদা দিয়ে থাকে। নিজের স্বপ্ন, পীর সাহেবের স্বপ্ন বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্নকে কোন নির্দিষ্ট আমল, অভিমত ইত্যাদির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণরূপে পেশ করে থাকে। স্বপ্নের ভিত্তিতে কাউকে পীর মনোনীত করে থাকে। অথচ দ্বীনের কোন মাসআলাতেই শরীয়ত স্বপ্নকে দলিলের মর্যাদা দেয়নি। দুনিয়াবি ব্যাপারেও স্বপ্ন মোতাবেক আমল করার জন্য এ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু কুরআন হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোন দলিলের পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন মূলনীতি ও বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয়।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً، فَلْيُبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّهُ.

'ভালো স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে থুথু দেবে, আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এ দুঃস্বপ্নের কথা কারও কাছে বলবেও না। আর ভালো স্বপ্ন দেখলে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং এ স্বপ্নের কথা একান্ত বর্ণনা করতে হলে প্রিয়জনের কাছেই বর্ণনা করবে।' –সহীহ মুসলিম ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৬

অন্য হাদীসে আছে–

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ، فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ.

'স্বপ্ন তিন প্রকার– এক, ভালো স্বপ্ন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদস্বরূপ। দুই, শয়তানের পক্ষ থেকে উদ্বেগসৃষ্টিকারী স্বপ্ন। তিন, কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখে, তাহলে সে যেন উঠে নামায আদায় করে এবং মানুষের কাছে যেন তা না বলে।' –সহীহ মুসলিম ২/২৪১, হাদীস ২২৬৩, জামে তিরমিযী ২/৫৩, হাদীস ২২৭০

এ হাদীস দু'টির আলোকে স্বপ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভালো স্বপ্নও সুসংবাদই মাত্র, কোন দলিল নয়। আর এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বপ্ন কোন দলিল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পার্থিব ব্যাপারে ভালো-মন্দ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায়, কিন্তু দ্বীনী ব্যাপারে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা শরীয়তের কোন দলিল ব্যতীত সম্ভব নয়। এ জন্য কোন স্বপ্নকে ভালো বা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে বলতে গেলে শরীয়তের কোন না কোন দলিলের আশ্রয় নিতেই হবে। কাজেই স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলিল হতে পারে না।

উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত হাদীসে মন্দ স্বপ্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, শরীয়ত পরিপন্থী কথা বা

দলিলবিহীন কথা নিশ্চয়ই মন্দ। এ প্রকার স্বপ্ন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী নিশ্চিতভাবে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করল, সে যেন প্রকারান্তরে শয়তানের কথা দ্বারাই প্রমাণ পেশ করল।

স্বপ্নকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে, অথচ এতে এমন কিছু নেই। হাদীসটি হল–

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِيْ.

'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।' –সহীহ বুখারী ২/১০৩৬, হাদীস ৬৯৯৪, সহীহ মুসলিম ২/২৪২, হাদীস ২২৬৬

এ হাদীসে যদিও দেখার সত্যতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কথা ঠিকঠিকভাবে শোনা, সঠিকভাবে বুঝা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যথাযথ স্মরণ থাকা, সেগুলোর কোনটির সত্যতা অথবা তাতে শয়তানের কোন প্রকার প্রভাব না থাকার নিশ্চয়তা এ হাদীসে দেওয়া হয়নি।

শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন– اِشْرَبِ الْخَمْرَ 'তুমি মদ পান কর।'

তখন আলী আল-মুত্তাকী (রহ. ৯৭৫ হিজরী) জীবিত ছিলেন। তাঁর কাছে তা'বীর জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ 'তুমি মদ পান করো না।' আর শয়তান তোমার কাছে ব্যাপারটি পাল্টে দিয়েছে। তাছাড়া ঘুমের সময় ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি-শক্তি লোপ পায়। জাগ্রত অবস্থায়ই কোন বহিরাগত কারণে বা শ্রোতার নিজের কারণে বক্তার বক্তব্যের বিপরীত শোনার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় তা আরও স্বাভাবিক।' –ফয়যুল বারী ১/২০৩, শরহু মুসলিম লিন-নববী ১/১৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৪৫২-৪৫৩

যা হোক, নবীজী আমাদের অসিয়ত করেছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ.

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। এক, আল্লাহ তাআলার কিতাব। দুই, তাঁর নবীর সুন্নত।' –মুআত্তা, ইমাম মালেক ৩৬৩, আত্তামহীদ ২৪/৩৩১

তিনি এ কথা ইরশাদ করেননি যে, তোমরা স্বপ্নযোগে আমার পক্ষ থেকে যা লাভ করবে সে মোতাবেক আমল করবে, স্বপ্নের দ্বারা কুরআন হাদীস বর্জন করবে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে নতুন নতুন কথা দ্বীন ইসলামে দাখেল করবে।

মোটকথা, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়াবলির সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য শরীয়ত যেহেতু শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ড নির্ধারণ করেনি, কাজেই এটি শরীয়তের কোন স্বতন্ত্র দলিল হতে পারে না; বরং শরীয়তের আলোকেই তার যাচাই-বাছাই হবে। তা ছাড়া স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এ মর্মে সকল বিবেকবানের ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্ন পার্থিব কর্মকাণ্ডেও কোন গুরুত্ব রাখে না। সুতরাং স্বপ্নকে শরীয়তের কোন বিষয়ে দলিল গণ্য করা বিবেক ও শরীয়তের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকেও কিছু লোকে বড় করে দেখে। কাশ্‌ফের মাধ্যমে কোন কথা জানতে পারাকে বুযুর্গির সনদ মনে করে এবং শুধু কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম অর্জন করার জন্য সুন্নত নয় এমন অনেক মুজাহাদায় লিপ্ত হয়, অথচ কুরআন হাদীসে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকে দ্বীনী ব্যাপারে কখনও দলিলের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডেও কাশ্‌ফ বা ইল্‌হামের ওপর আমল করার জন্য এ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, সেগুলোর বিষয়বস্তু কুরআন সুন্নাহ বা শরীয়ত পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন ধারা যেন খণ্ডিত না হয়।

কাশ্‌ফের পরিচয়

অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্‌ফ বলা হয়। এ কাশ্‌ফ কখনও সঠিক হয়, আবার কখনও মিথ্যা হয়। কখনও বাস্তবসম্মত হয়, কখনও ভুল হয়। তাই এটি শরীয়তের কোন দলিল তো নয়ই, উপরন্তু একে শরীয়তের দলিলের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরি।

এমনিভাবে কাশ্‌ফ ইচ্ছাধীন কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে অথবা সওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশ্‌ফ হওয়ার জন্য বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্‌ফ তো ইবনুস সায়্যাদের মতো দাজ্জালেরও হত। সুতরাং কাশ্‌ফ বুযুর্গ হওয়ারও দলিল হতে পারে না। –মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইল্‌হাম ওয়াল-কাশ্‌ফি ওয়ার-

রু'য়া ১১-১১৪, রূহুল মাআনী ১৬/১৭-১৯, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ১৯১-১৯২, শরীয়ত ও তরীকত ৪১৬-৪১৮, আত-তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ৩৭৫, ৪১৯

এ ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম শায়েখ আবু সুলাইমান দারানী (রহ. ২০৫ হি.)এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

رُبَّمَا يَقَعُ فِيْ قَلْبِي النُّكْتَةُ مِنْ نُكَتِ الْقَوْمِ أَيَّامًا، فَلَا أَقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ: اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.

'প্রায়ই আমার অন্তরে তাসাওউফের কোন ভেদতত্ত্ব উদয় হয়, কিন্তু আমি তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদ্বয়– কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করি না।' –সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৪৭৩

এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) তাঁর মাকতূবাত-এ বলেন, 'ওয়াজ্‌দ ও হাল তথা সালেকের বিশেষ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের নিক্তিতে পরীক্ষা না করা হবে, ততক্ষণ তা সামান্য মূল্যও রাখে না। অনুরূপ কাশ্‌ফ-ইল্‌হাম কিতাব ও সুন্নতের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের আগ পর্যন্ত অর্ধ-যব দিয়েও নেওয়া পছন্দ করি না।' –মাকতূবাতে ইমামে রব্বানী, মাকতূব ২০৭

ইল্‌হাম

ইল্‌হামের পারিভাষিক অর্থ হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইল্‌হাম কাশফেরই প্রকার বিশেষ। ইল্‌হাম সহীহ্ হলে তাকে ইলমে লাদুন্নীও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কথা হল স্বপ্নের মতো ইল্‌হামও কখনও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় এবং কখনও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইল্‌হাম শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু শরীয়ত পরিপন্থীও নয় বা যে ইল্‌হাম শরীয়তের কোন হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত, কিন্তু তার পক্ষে শরীয়তের দলিলও বিদ্যমান আছে– শুধু এ ধরনের ইল্‌হামকেই সহীহ্ ইল্‌হাম বলা হবে এবং ধরা হবে যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে তাঁর শোকর আদায় করা দরকার। আর যদি ইল্‌হামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তা শয়তানের প্রলাপমাত্র। এ ধরনের ইল্‌হাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ফরয। –ফাতহুল বারী ১২/৪০৫

কিতাবুত তাবীল, বাব ১০, রূহুল মাআনী ১৬/১৬-২২, তাবসিরাতুল আদিল্লা ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল-কাশফি ওয়ার-রু'য়া ১১-১১৪

হাদীস শরীফে আছে–

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْآخَرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً﴾.

'নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও স্পর্শ হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও স্পর্শ হয়। শয়তানের স্পর্শ হল মন্দ ওয়াদা এবং সত্য অস্বীকার করা। ফেরেশতার স্পর্শ হল কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি তা অনুভব করবে, তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তাই তাঁর শোকর করা উচিত। আর যে ব্যক্তি অন্যটি অনুভব করবে, তার উচিত বিতাড়িত শয়তান থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূরা বাকারার ২৬৮) আয়াত পাঠ করেন। অর্থাৎ শয়তান তাদের অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।' –সুনানে নাসায়ী কুবরা ১০/৩৭, হাদীস ১০৯৮৫, জামে তিরমিযী ২/১২৮, হাদীস ২৯৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/২৭৮, হাদীস ৯৯৭

এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইল্‌হাম কখনও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই ইল্‌হাম হক ও বাতিলের মাপকাঠি হতে পারে না এবং শরীয়তের কোন দলিল হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইল্‌হাম হওয়ার আলামত শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, তা হক ও ভালো। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হক ও ভালোর একমাত্র মাপকাঠি হল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যান্য দলিল।

ফিকহ ও আকায়েদ শাস্ত্রের আয়িম্মায়ে কেরাম ছাড়াও হক্কানি সুফিয়ায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম শরীয়তের কোন দলিল নয়, বরং শরীয়তের অন্যান্য দলিলের আলোকে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের বিচার-

বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। ইতিপূর্বে কাশ্ফের আলোচনায় ইমাম আবু সুলাইমান দারানী (রহ.) এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহ. ৯৭৩ হি.) বলেন–

قَدْ زَلَّ فِيْ هٰذَا الْبَابِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا، وَلَنَا فِيْ ذٰلِكَ مُؤَلَّفٌ سَمَّيْتُهُ: حَدُّ الْحُسَامِ فِيْ عُنُقِ مَنْ أَطْلَقَ إِيْجَابَ الْعَمَلِ بِالْإِلْهَامِ، وَهُوَ مُجَلَّدٌ لَطِيْفٌ.

'এ ক্ষেত্রে (ইল্হামকে দলিল মনে করে) বহু লোকের পদস্খলন ঘটেছে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। এ বিষয়ে আমি একটি গ্রন্থও লিখেছি, যার নাম 'হাদ্দুল হুসাম ফী উনুকি মান আত্লাকা ঈজাবাল আমালি বিল ইল্হাম।' –রূহুল মাআনী ১৬/১৭

সুফীকুল শিরোমণি শায়েখ সারী সাকাতি (রহ. মৃত্যু ২৫৩ হি.) বলেন–

مَنِ ادَّعٰى بَاطِنَ عِلْمٍ يَنْقُضُهُ ظَاهِرُ حُكْمٍ فَهُوَ غَالِطٌ.

'যে ব্যক্তি এমন বাতেনি ইলমের (ইলহাম) দাবি করে, যাকে যাহেরি শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে সে ব্যক্তি ভ্রান্তির শিকার।' –রূহুল মাআনী ১৬/১৯

ইমাম আবু সাঈদ খাররায সুফী (রহ. মৃত্যু ২৭৭ হি.) বলেন–

كُلُّ فَيْضٍ بَاطِنٍ يُخَالِفُهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ بَاطِلٌ.

'যেসব বাতেনি ফয়েয (ইল্হাম) যাহেরের (শরীয়তের) পরিপন্থী, তা ভ্রান্ত।' –রূহুল মাআনী ১৬/১৯

স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইল্হাম সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সবই ইচ্ছাশক্তির বাইরের বস্তু। কাজেই এগুলো শরীয়তের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং শরীয়তের কাম্য বস্তুও হতে পারে না। যদি শরীয়তে এগুলো কাম্য হত, তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দিতেন। তাছাড়া যদি এগুলো হাসিল হয়েও যায়, তবু সেগুলোর সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য শরীয়তের দলিল ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই মূল ভিত্তি শরীয়তের দলিলের ওপরই হল, খাব-কাশফ-ইলহামের ওপর নয়।

খাব্-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি শরীয়তের দলিল হত, তাহলে এগুলো অর্জন করার নির্দেশও দেওয়া হত অথচ কুরআন হাদীসে এগুলো অর্জনের নির্দেশ তো

দূরের কথা, এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি হরফও বিদ্যমান নেই। অথচ শরীয়তের ইলম অর্জন করার তাকিদ-উৎসাহ এবং শরীয়তের ইলম থেকে দূরে থাকার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারিসংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

উম্মতের কারও খাব্-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি দলিল হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও আয়িম্মায়ে দ্বীনের খাব্-কাশ্ফ-ইল্হামই দলিল হত, কিন্তু তাঁদের কেউ কখনও দ্বীনী মাসআলার ব্যাপারে এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং এর ভিত্তিতে দ্বীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধান থেকেও বিমুখ হননি। তাঁদের সামনে যখন শরীয়তের কোন দলিল তুলে ধরা হত তখন তাঁরা কখনও একথা বলতেন না যে, আমি তো কাশ্ফ, ইল্হাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে এর বিপরীত জানতে পেরেছি।

এই হল শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইল্হামের অবস্থান। যদি এটি ভালোভাবে বুঝে এসে থাকে, তাহলে কোন দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের মতো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ এগুলো প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কথা কল্পনাই করতে পারবে না।

বিশেষত স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইল্হামের ভিত্তিতে হাদীসের শুদ্ধতা যাচাই করা এ জন্যও নাজায়েয যে, তা হাদীস ও রেওয়ায়েত যাচাই সম্পর্কিত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিধিবিধান পরিপন্থী। কেননা :

ক. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে রেওয়ায়েতের মান নির্ণয়ের ভিত্তি হল রাবী তথা বর্ণনাকারীর অবস্থা, স্বপ্ন কাশ্ফ বা ইল্হাম নয়।

খ. রেওয়ায়েত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নতে নববীর নির্দেশ হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া, স্বপ্ন কাশ্ফ বা ইল্হামওয়ালার কাছে যাওয়া নয়।

গ. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও গোটা উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য বাহ্যিক রেওয়ায়েত ও নির্ভরযোগ্য সনদ থাকা একান্ত জরুরি। এ ব্যাপারে স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইল্হাম ধর্তব্য নয়।

ঘ. এ ব্যাপারে সকল ইমামের ইজমা রয়েছে যে, হাদীস জানার জন্য হাদীসগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি এবং হাদীস যাচাইয়ের জন্য হাদীস বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া অপরিহার্য। এ সম্পর্কে কাশ্ফওয়ালা বুযুর্গের কাশফভিত্তিক রায় ধর্তব্য নয়।

ঙ. বিশেষত হক্কানি সুফিয়ায়ে কেরাম হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়াকে জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। কোন হক্কানি সুফী দ্বীনী মাসআলা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকেননি। তাঁরা কখনও স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হামকে ফয়সালার মাপকাঠি বানাননি এবং এ কথা বলেননি যে, 'শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে যদিও হাদীস জাল, কিন্তু আমি বাতেনি নূরের মাধ্যমে তা সঠিক বলে জানতে পেরেছি।'

চ. এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ তথা মান নির্ণয়ের ভিত্তি যদি স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হাম হত, তাহলে উসূলে হাদীসসংক্রান্ত ইলমের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না উসূলে ফিকহের সুন্নত অধ্যায়ের এবং রিজাল-শাস্ত্র-জ্ঞানের এবং জাল, দুর্বল ও মাতরূক রেওয়ায়েত সম্পর্কিত শাস্ত্রসমূহের। তাবেঈদের স্বর্ণযুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোর শত শত নয়, বরং হাজারও এমন কিতাব রচিত হয়েছে, যেগুলো ইজমার ভিত্তিতে উক্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং ফয়সালার ভিত্তির মান রাখে। যদি এর ভিত্তি স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হাম হত, তাহলে হাদীস যাচাই ও শুদ্ধতা নির্ণয়ের কাজ মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের হাতে থাকত না, মাশায়েখের হাতেই থাকত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হামের ভিত্তিতে ফয়সালা করত। বলাবাহুল্য, যদি ব্যাপারটি এমনই হত তাহলে এর চেয়ে বল্‌গাহীনতা আর কিছুই হত না! [১]

আলোচনা দীর্ঘ না করে এ পর্যায়ে দু'একজন সুফিয়ায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি।

---

[১] أَدِلَّةُ هٰذِهِ النِّقَاطِ السِّتَّةِ وَاضِحَةٌ لِلْغَايَةِ عِنْدَ مَنْ تَأَمَّلَهَا مَعَ الرُّجُوْعِ إِلٰى كُتُبِ الْفَنِّ، وَلَا حَاجَةَ إِلٰى بَسْطِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنِّي أُنَبِّهُ عَلٰى أَمْرٍ، هُوَ أَنَّكَ تَجِدُ فِيْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمُحَقِّقِيْنَ، فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ذِكْرَ الْإِلْهَامِ فِيْ مَجَالِ التَّصْحِيْحِ، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ فِيْمَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الرِّوَايَةُ وَاهِيَةً أَوْ بَاطِلَةً، بَلْ ضَعِيْفَةً تَأَيَّدَتْ بِالْقَرَائِنِ فَكَانَ ذِكْرُ الْإِلْهَامِ هُنَاكَ لِمُجَرَّدِ التَّأْيِيْدِ، وَقَدْ يَذْكُرُوْنَ ذٰلِكَ اِسْتِطْرَادًا لَا احْتِجَاجًا حَاشَا وَكَلَّا، كَمَا يَذْكُرُوْنَ الرُّؤْيَا فِي الْمَجَالِ الْعِلْمِيِّ لِهٰذَا الْغَرَضِ فَقَطْ، فَلَا تَغْتَرَنَّ بِذٰلِكَ. وَأَمَّا مَنِ احْتَجَّ بِمُجَرَّدِ الْإِلْهَامِ فَهُوَ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ مَأْزُوْرٌ، أَوْ لِجَهْلِهِ مَعْذُوْرٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَاقِطَانِ عَنْ مَوْضِعِ الْقُدْوَةِ. فَافْهَمْ ذٰلِكَ جَيِّدًا. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْعَ اللهِ أَحَقُّ بِالْغَيْرَةِ مِنَ الْغَيْرَةِ عَلٰى آحَادِ الرِّجَالِ، الَّذِيْنَ لَمْ تُكْتَبْ لَهُمُ الْعِصْمَةُ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

'রিয়াযুস সালেহীন' প্রণেতা ইমাম নববী (রহ.) তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন–

لَا تَبْطُلُ بِسَبَبِ الْمَنَامِ سُنَّةٌ ثَبَتَتْ، وَلَاتَثْبُتُ بِهِ سُنَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ، هٰذَا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.

'স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন প্রমাণিত হাদীস বাতিল হতে পারে না এবং কোন অপ্রমাণিত হাদীস স্বপ্নের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।' –শরহু সহীহে মুসলিম ১/১৮

সুফী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (রহ.) 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক'-এ তাঁর শায়েখ আবু ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন–

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ الْأَحَادِيْثَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْأَسَانِيْدِ، لَا بِنَحْوِ الْكَشْفِ وَأَنْوَارِ الْقَلْبِ ...، وَالْوَلَايَةُ وَالْكَرَامَاتُ لَا دَخَلَ لَهَا هُنَا، إِنَّمَا الْمَرْجِعُ لِلْحُفَّاظِ الْعَارِفِيْنَ بِهٰذَا الشَّأْنِ.

'এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হাদীস সনদের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়; কাশ্‌ফ, বাতেনি নূর ইত্যাদির মাধ্যমে নয়। এ ক্ষেত্রে বুযুর্গি বা কারামতের সমান্যতম দখল নেই; বরং এ শাস্ত্রে পারদর্শী হাদীস বিশেষজ্ঞগণই এর একমাত্র উৎস।' –ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক ১/৪৫, আলমাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ ২১৬ (টীকা)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন!

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে যে, কতক লোক (তাদের ধারণা মতে) স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-যোগে-প্রাপ্ত রেওয়ায়েত খুব বয়ান করতে থাকে। আর এগুলো 'স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-যোগে-প্রাপ্ত' এটুকু বলে দেওয়াই নিজেদের দায়িত্বমুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। তারা এ বিষয়টি খেয়াল করে না যে, এভাবে মানুষের মাঝে অবচেতনভাবে এই প্রভাব পড়বে যে, স্বপ্ন ও কাশ্‌ফও মনে হয় হাদীসে নববীর একটি উৎস। তাছাড়া এ ধরনের স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-যোগে পাওয়া রেওয়ায়েতে অনেক সময় অতিরঞ্জন ও মুনকার বিষয়াবলি থাকে, এমনিতেও যা প্রচার করা সঙ্গত নয়। তাই আহলে ইলম উলামায়ে কেরামের কর্তব্য, এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা এবং 'স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-যোগে-প্রাপ্ত' শুধু এতটুকু বলে দেওয়াকেই নিজের দায়িত্বমুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে না করা।

কোন কোন বুযুর্গের বাণী বা লিখনীতে ভিত্তিহীন বর্ণনা কীভাবে এল

এ ব্যাপারে কোন কোন তালেবে ইলমেরও সংশয় হতে পারে যে, এমন কিছু রেওয়ায়েত আছে যা সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে জাল; কিন্তু এমন বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাবে তা স্থান পেয়েছে, যাঁরা আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র। হাদীসের তাহকীক ও যাচাই কাজে যদিও তাদের তেমন উঁচু মরতবা ছিল না, তবে জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের ইমাম ছিলেন। 'যদি এসব রেওয়ায়েত জালই হত, তাহলে এই বুযুর্গগণ কীভাবে তাদের কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।'

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ প্রশ্ন যথার্থ নয়। আসল কথা হল, আল্লাহ তাআলা সাধারণত এক ব্যক্তির মধ্যে সকল বিদ্যার যোগ্যতা ও পূর্ণতা দান করেন না। তাই এও সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি বুযুর্গি, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধিতে উৎকর্ষের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গেছেন, কিন্তু রেওয়ায়েত যাচাই-কাজে সময় ব্যয় করার এবং এই বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই কোন এক কিতাবে কোন হাদীস বর্ণিত দেখে অথবা কারও কাছে শুনে সুধারণার কারণে একে সহীহ মনে করেছেন আর যাচাই করার খেয়াল হয়নি। এসব কারণে উক্ত বুযুর্গদের কিতাবে কিছু জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত এসে গেছে। জেনে-শুনে তাঁদের থেকে এ ধরনের কাজের কল্পনাও করা যায় না।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 'আত্তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ'-এ সহীহ বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ.

'এটা বড় জঘন্য মিথ্যাচার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এমন কথা বলা হবে, যা তিনি বলেননি।' –সহীহ বুখারী ১/৪৯৮, হাদীস ৩৫০৯

এরপর হযরত থানভী (রহ.) লেখেন, 'যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারীরা ভুল বর্ণনা করেছেন, তাহলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের ক্ষেত্রে এরূপই ঘটেছে। এভাবেই তাঁদের বাণী ও লিখনীতে কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ

ঘটেছে। তবে যদি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কেউ ওই ধরনের হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জ্ঞানপাপীদের অভ্যাস, তাহলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন অবকাশ নেই।' –আত্তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ৪০৩, হাদীস ২৬৩

বর্ণনাকারীদের প্রতি প্রবল সুধারণার কারণে যেসব বুযুর্গের গ্রন্থাবলিতে তাঁদের অজান্তে জাল বর্ণনা এসেছে বলে থানভী (রহ.) ইঙ্গিত করেছেন, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী সেসব বুযুর্গের মধ্যে শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এবং ইমাম গাযযালী (রহ.)ও রয়েছেন।

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) রচিত 'গুন্য়াতুত তালেবীন' সম্পর্কে 'নিবরাস' কিতাবের স্বনামধন্য গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল আযীয ফারহারভী (রহ.) বলেন– اَلْأَحَادِيْثُ الْمَوْضُوْعَةُ فِيْ غُنْيَةِ الطَّالِبِيْنَ وَافِرَةٌ.

'গুন্য়াতুত তালেবীন কিতাবে অনেক মওযূ হাদীস রয়েছে।' –নিবরাস ৪৭৫

শাইখুল হাদীস আল্লামা সরফরায খান সফদর 'ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাওযীহিল বয়ান' গ্রন্থে বলেন, 'নিঃসন্দেহে হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর যুগের বড় বুযুর্গ, কারামতবিশিষ্ট ওলী, ইসলাহের পাঠদানকারী এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। তবে তিনি রিজালশাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না। হাদীসের সহীহ-যয়ীফকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন না। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সুফিয়ায়ে কেরাম স্বভাব-সরলতার কারণে মানুষের প্রতি অত্যধিক সুধারণা পোষণ করে থাকেন। নিজেদের পবিত্র ও নির্মল অন্তঃকরণের মতো অন্যদের ব্যাপারেও এ ধারণা করেন যে, সকল বর্ণনাকারীও তেমনিই হবেন। এ জন্য তাদের ব্যাপারে তলিয়ে দেখতে যান না।' –ইতমামুল বুরহান ২৮১

ইমাম গাযযালী (রহ.) নিজেই তাঁর 'কানূনুত তাবীল' কিতাবে বলেছেন–

بِضَاعَتِيْ فِي الْحَدِيْثِ مُزْجَاةٌ.

'ইলমে হাদীসে আমার পুঁজি অতিসামান্য।' –পৃষ্ঠা ১৬

উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীনসহ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে বেশ কিছু জাল হাদীস রয়েছে।

এ ব্যাপারে ইমাম মাযারী, ইমাম আবু বকর তুরতুশী, ইমাম যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা সুয়ূতী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যাবীদী, আল্লামা লাখনোভী (রহ.) প্রমুখ সতর্ক

করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/৩৩০, ৩৩২, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১০/৫৫২, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ১/২৮, আলআজবিবাতুল ফাযিলা ৩৫, আত্তা'লীকাতুল হাফিলা ১১৮-১২০, মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তালীম ৪৮-৫৩)

যেহেতু ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবে সহীহ্ হাদীসের সঙ্গে বাতিল, মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতও রয়েছে, যার সংখ্যা একেবারে কম নয়, তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম ভিন্ন কিতাব রচনা করে সেগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন, একটি কিতাব 'ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন'-এর আরবী পাঠের টীকায় ছাপানো আছে, যার নাম 'আলমুগনী আন হামলিল আস্ফার ফিল আস্ফার বিতাখরীজি মা ফিল ইহ্য়াই মিনাল আহাদীসি ওয়াল-আখবার।'

যারা বাংলা বা অন্য ভাষায় ইহ্য়াউল উলূমের অনুবাদ করেছেন তাদের উচিত ছিল মুহাদ্দিসীনে কেরামের সেসব কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে সেসব বাতিল, মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত তরজমা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া (এবং অনুবাদকের ভূমিকায় বিষয়টি উল্লেখ করে দেওয়া) অথবা টীকার মধ্যে সেসব রেওয়ায়েত চিহ্নিত করে দেওয়া। কিন্তু আফসোস! তাঁরা তা করেননি। যা হোক, উপরোক্ত গ্রন্থাবলিতে লেখকের অজান্তে জাল বর্ণনা প্রবেশ করায় গ্রন্থকারের মর্যাদাহানী হবে না এবং গ্রন্থও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতা হারাবে না। তবে উক্ত কিতাবগুলোতে কোন হাদীস আছে বলেই চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যাবে না, বরং হাদীসের আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে। থানভী (রহ.) 'তালীমুদ্দীন'-এ হাদীস বর্ণনায় অসতর্কতার নিন্দা করতে গিয়ে বলেন- 'একটি ত্রুটি এই যে, হাদীস বয়ান করতে গিয়ে নেহায়েত অসতর্কতা অবলম্বন করা হয়। হাদীসের যাচাই-বাছাই মুহাদ্দিসীনের নিকট করা উচিত। উর্দু, ফারসি বা আরবী অনির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে হাদীসের নাম পেয়ে তা দিয়েই দলিল-প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই, কিন্তু লোকমুখে সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। যেমন-[১] أَنَا عَرَبٌ بِلَا عَيْنٍ

---

[১] অর্থাৎ আমি عين বিহীন আরব (عرب) যার অর্থ দাঁড়ায় আমি رب (প্রভু)। এই হল মিথ্যুক, দাজ্জাল ও ধর্মদ্রোহীদের অবস্থা, যারা রাসূলেরই ভাষায় রাসূলকে প্রভু প্রমাণ করছে। কোন কোন নাস্তিক ও বেদ্বীন এরূপ জাল বর্ণনাও বানিয়েছে- أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِيْمٍ অর্থাৎ আমি মীমবিহীন আহমাদ, যার মানে হয় আমি أَحَدٌ (একক প্রভু)। ওদের ওপর আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হোক!

এ ধরনের আরও বহু উক্তি আছে, যেগুলোর শব্দ ও অর্থগত কোন ভিত্তিই নেই। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে—

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

–তালীমুদ্দীন–ইসলাহী নেসাব ৩০৪-৩০৫

হাদীস যাচাইয়ের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে, এটি এমন এক বিষয় যে ব্যাপারে পুরো উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। হক্কানি সুফিয়ায়ে কেরামও উক্ত ইজমার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কুরআন হাদীসের নির্দেশও তা-ই যে, প্রত্যেক মাসআলায় সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।

শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ শারানী (রহ. মৃত্যু ৯৭৩ হি.) 'উহুদে কুবরা' গ্রন্থে বলেন—

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের সবার ব্যাপক অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, আমরা হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যেন দুঃসাহসিকতার পরিচয় না দিই, বরং তাঁর থেকে বর্ণিত সব হাদীসের ব্যাপারে যেন সতর্কতা অবলম্বন করি এবং তাঁর নামে একমাত্র প্রমাণিত হাদীসগুলোই যেন বর্ণনা করি।'

তিনি আরও বলেন— 'হে আমার প্রিয় ভাই, ভালোভাবে জেনে রাখুন, হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেওয়া উক্ত অঙ্গীকার সবচেয়ে বেশি খেলাপ হয়েছে তাসাওউফ সংশ্লিষ্টদের দ্বারা।

এ ব্যাপারে তাদের বিবেচনাবোধ না থাকায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও অন্যদের উক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে না পারায় তাঁর নামে এমন কথাও বর্ণনা করেছে যা তাঁর বাণী নয়।' –কাওয়াইদুদ তাহদীস ১৬৪

গত শতাব্দীর অন্যতম সুফী ও চার তরীকার সোহবত ও ইজাযতপ্রাপ্ত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) বুযুর্গদের প্রণীত বলে কথিত কিছু কিতাব চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, এসব কিতাবের যেসব রেওয়ায়েত কোন হাদীসগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে পাওয়া যায় না, সেগুলো হাদীস মনে করে রেওয়ায়েত করা বৈধ নয়। এক পর্যায়ে 'যাদুল লাবীব', আনীসুল ওয়ায়েযীন', 'আওরাদু রাহাতিল আবেদীন' ও 'মিফ্তাহুল জিনান' ইত্যাদি পুস্তকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে,'হাদীস উল্লেখকারী ব্যক্তি বুযুর্গ হওয়াই হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্য

যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তা কোন নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হবে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়েত যাচাই করে নেওয়া জরুরি।'[১]

জনৈক ব্যক্তি 'ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন'-এর একটি ভিত্তিহীন হাদীস দেখে এই বলে আশ্চর্য প্রকাশ করল যে, তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেম হয়ে এই ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত কীভাবে উল্লেখ করলেন? এ সম্পর্কে তাকে হযরত থানভী (রহ.) লেখেন–

'ইমাম গাযযালী (রহ.) বিশেষ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, হাদীস শাস্ত্রে নয়।'

তিনি আরও বলেন, **'বর্ণনানির্ভর বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বর্ণনা না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। 'হতে পারে কোথাও এর সনদ থেকে থাকবে' শরীয়তে এ কথার কোন মূল্য নেই।** (বরং সুনির্দিষ্টভাবে সনদ প্রমাণিত থাকতে হবে)।' –ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২০৩

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) স্বরচিত গ্রন্থ 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত'এ লেখেন–

'শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ. মৃত্যু ১০৫২ হি.)এর আগে হিন্দুস্তানে সহীহ হাদীসসম্বলিত কিতাব ব্যাপকতা লাভ করেনি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সঙ্গে মানুষের ব্যাপক পরিচিতি হয়নি। হাদীসশাস্ত্রে শুধু 'মাশারেকুল আনওয়ার' ও 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে ইলমের একমাত্র পুঁজি ও হাদীসের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কিতাব মনে করা হত।

---

[১] আলআজবিবাতুল ফাযিলা ২৯-৩৪, যাফারুল আমানী ৩৪১-৩৪৪, রাদউল ইখওয়ান আম্মা আহদাসূহু ফী আখিরী জুমুআতে রামাযান ৪০-৪৪–আত্তালীকাতুল হাফিলা ৩১-৩৪
وَفَهْمُ هٰذَا الْمَقَامِ سَهْلٌ جِدًّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوَجَّهُوْا، فَإِنَّ الْمُعَلَّقَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَرَاسِيْلِ وَالْمُنْقَطِعَاتِ، بَلِ الْحُكْمُ فِيْهَا أَنْ يُفَتَّشَ عَنْهَا، فَإِذَا وُجِدَتْ أَسَانِيْدُهَا، فَحُكْمُهَا حُكْمُ أَسَانِيْدِهَا، وَإِذَا لَمْ تُوْجَدْ وَحَكَمَ حَافِظٌ مُطَّلِعٌ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ الْمَوْضُوْعِ، وَإِنْ لَمْ نَجِدْ حُكْمًا عَنِ الْحُفَّاظِ وَلَمْ نَجِدْ أَيْضًا أَسَانِيْدَهَا فَالْحُكْمُ فِيْهَا التَّوَقُّفُ. هٰذَا أَمْرٌ مَفْرُوْغٌ عَنْهُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْأُصُوْلِيِّيْنَ جَمِيْعًا، وَتَجِدُ ذِكْرَ نُصُوْصِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ ذٰلِكَ، فِي «النُّكَتِ» لِابْنِ حَجَرٍ ١ : ٨٤٧، وَمُقَدِّمَةِ «تَنْزِيْهِ الشَّرِيْعَةِ» ١ : ٧-٨، وَمُقَدِّمَةِ «الْمَصْنُوْعِ فِيْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ» لِعَلِيٍّ الْقَارِيْ، بِقَلَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى، ص٢٦، وَ«لَمَحَاتٍ مِنْ تَارِيْخِ السُّنَّةِ وَعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ» ص٢٤٢-٢٤٣، وَ«الْمَدْخَلِ إِلٰى عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ» ص ١٠٥-١١٦.

সুফিয়ায়ে কেরামের মুখে এবং বুযুর্গদের বাণীসমূহেও জাল ও দুর্বল রেওয়ায়েত অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। হাদীস যাচাই এবং জাল রেওয়ায়েতসমূহের ইলম মুহাম্মদ তাহের পাট্টনী (রহ. মৃত্যু ৯৮৬ হি.)এর আগে খুব একটা দেখা যায় না।' –তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ৩/১২৭
হযরত মাওলানা আলী মিয়া (রহ.) আরও বলেন, 'এ অঞ্চলে সহীহ হাদীসসম্বলিত কিতাবসমূহ এবং হাদীস ও সনদ-যাচাই-শাস্ত্র ব্যাপকতা লাভ না করার কারণে খানকাসমূহে দিন ও মাসের এমন বহু ফযীলত প্রসিদ্ধ ছিল এবং পীর-মাশায়েখের বাণীসমূহেও নির্দ্বিধায় বর্ণনা করা হত, যেগুলোর কোন অস্তিত্ব হাদীসের নির্ভরযোগ্য উৎস ও গ্রন্থসমূহে ছিল না। মুহাদ্দিসীনে কেরাম সেগুলো সম্পর্কে কঠোর উক্তি করেছেন। এসবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এবং সেসব মুখলেসীন ও নিষ্ঠাবানদের প্রচেষ্টার মূল্য অনুমিত হয়, যাঁরা হিন্দুস্তানে হাদীসশাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সহীহ-যয়ীফ চিহ্নিত করে দিয়েছেন।' –তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ৩/১২৮
যা হোক, উল্লিখিত কারণে তাঁরা অপারগ ছিলেন। কাজেই তাঁদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দ্বারা অন্যদের বাহানা বের করার কোন অবকাশ নেই। বিষয়টির মূলতত্ত্ব অবহিত হওয়ার পর এ নিয়ে অতিরঞ্জনকারী বা বুযুর্গদের একটি দুর্বল দিক দ্বারা দলিল প্রদানকারী কিছুতেই নির্দোষ সাব্যস্ত হবে না।

একটি জরুরি সতর্কীকরণ

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতকে বিভিন্ন বাহানায় হাদীসে রাসূল হিসেবে চালানোর অপচেষ্টা করা যেমন ঘৃণিত কাজ, তেমনি নানা বাহানা ও ছল-চাতুরি করে 'আকল ও বিবেক পরিপন্থী'র অভিযোগ এনে, সনদের সামান্য সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে কিংবা আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং বহু হাদীস বিশেষজ্ঞের মতের বিপরীতে শুধু দু'একজনের উক্তির কারণে উম্মতের মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সুপ্রমাণিত আমলসিদ্ধ হাদীস ও আসার প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলোকে যয়ীফ, মুনকার, বাতিল বা ভিত্তিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করাও একটি ভয়ানক ফেতনা। এ ফেতনা প্রথমোক্ত ফেতনা থেকে কোন অংশে কম নয়।
আফসোস! এই দ্বিতীয়োক্ত ফেতনাতেও কোন কোন শ্রেণির লোকজন ফেঁসে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এবং পুরো উম্মতকে সকল ফেতনা থেকে হেফাযত করুন। এ ব্যাপারে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশা-আল্লাহ।

এখানে আমি শুধু একটি কথার প্রতি ইঙ্গিত করছি। আজকাল আপনি ইংরেজি শিক্ষিত এমন বহু লোককে দেখবেন, যাদের তাওফীক হয়নি দ্বীনী ইলম দ্বীনী ভাষায় দ্বীনদারদের রচিত সঠিক উৎস থেকে পড়ার ও বুঝার, বরং বাংলা বা ইংরেজি কিছু অনুবাদ, অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) বা ওদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারও কিতাব থেকে দু'এক হরফ শিখে তারা হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং মুজতাহিদ বনে গেছেন! অথচ তাদের জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত (?!) যে, তাদের নিজেদের অজ্ঞতার অনুভূতি পর্যন্ত নেই। তারা আকল ও বিবেকের (পাশ্চাত্য ইবলীসী বিবেক) বিরোধিতার অভিযোগ এনে সুপ্রমাণিত হাদীসসমূহে আঘাত হানছে। দ্বীনের ইজমাসম্পন্ন এবং অকাট্য মাসআলাসমূহকে তথাকথিত গবেষণার নামে বাতিল রসম-রেওয়াজের অন্তর্ভুক্ত করছে। তাদের গবেষণার শুরুই হল নিজের রায়ের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতা। গবেষণার উদ্দেশ্য হল কুরআন সুন্নাহর বিকৃতি সাধন করা এবং হাদীস অস্বীকার করা। আর গবেষণার ফলাফল হল শরয়ী বিধানাবলি প্রত্যাখ্যান করা এবং সে স্থলে বর্জিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ তাআলা তাদের ফেতনা থেকে উম্মতকে হেফাযত করুন এবং তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করুন, আমীন।

ইসলামী হুকুমতে তাদের ন্যূনতম শাস্তি হচ্ছে যা হযরত উমর (রা.) সাবীগে ইরাকীকে দিয়েছিলেন। সাবীগের ঘটনা বহু কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সুনানে দারেমীর রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করছি—

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ صَبِيْغًا الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى قَدِمَ مِصْرَ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُوْلُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ، قَالَ عُمَرُ: أَبْصِرْ أَنْ يَكُوْنَ ذَهَبَ فَتُصِيْبَكَ مِنِّيْ بِهِ الْعُقُوْبَةُ الْمُوجِعَةُ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْأَلُ مُحْدَثَةً، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلٰى رَطَائِبَ مِنْ جَرِيْدٍ، فَضَرَبَهُ بِهَا حَتّٰى تَرَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتّٰى بَرِأَ، ثُمَّ عَادَ لَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتّٰى بَرِأَ، فَدَعَا بِهِ لِيَعُوْدَ لَهُ، قَالَ: فقالَ صَبِيْغٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ قَتْلِيْ، فَاقْتُلْنِيْ قَتْلًا جَمِيْلًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُدَاوِيَنِيْ، فَقَدْ وَاللهِ بَرِأْتُ، فَأَذِنَ لَهُ إِلٰى أَرْضِهِ، وَكَتَبَ إِلٰى أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَا يُجَالِسَهُ

أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسٰى إِلٰى عُمَرَ: أَنْ قَدْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ ائْذَنْ لِلنَّاسِ بِمُجَالَسَتِهِ».

হযরত নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, সাবীগে ইরাকী মুসলিম সৈন্যদেরকে কুরআন মাজীদ (-এর আয়াতে মুতাশাবিহাত) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করত। মিসর আসার পর আমর ইবনুল আস (রা.) তাকে (দূত মারফত) হযরত উমর (রা.)এর নিকট পাঠিয়ে দেন। দূত পত্র নিয়ে খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি তা পাঠ করেন এবং বলেন, লোকটি কোথায়? উত্তরে দূত বলল, উটের হাওদায় আছে। হযরত উমর (রা.) বললেন– দেখ, সে চলে গেল কি না। তাকে উপস্থিত করতে না পারলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

তাকে উপস্থিত করা হলে উমর (রা.) বলেন, তুমি নাকি নতুন নতুন (বিভ্রান্তিকর) প্রশ্ন কর? এরপর তিনি খেজুরের কাঁচা ডাল আনালেন এবং তাকে এত প্রহার করলেন যে, পিঠে ফোস্কা পড়ে গেল। তারপর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বিরতি দিয়ে পুনরায় অনুরূপ প্রহার করেন। এরপর সাবীগ বলল, আপনি যদি আমাকে জীবনে শেষ করতে চান, তাহলে একবারে (বারবার কষ্ট না দিয়ে) মেরে ফেলুন। আর যদি আমার সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কসম! আমার উচিত শিক্ষা হয়ে গেছে। এরপর সে স্বদেশে (ইরাকে) ফেরার অনুমতি লাভ করল। হযরত উমর (রা.) এ মর্মে ইরাকের গভর্নর আবু মূসা আশআরী (রা.)কে লিখে পাঠালেন, কোন মুসলমান যেন তার সঙ্গে ওঠা-বসা না করে। এটা সাবীগের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে পুনরায় আবু মূসা আশআরী (রা.) উমর (রা.)কে লিখে জানান, তার তওবা খালেস প্রমাণিত হয়েছে। ফলে হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে তার সঙ্গে ওঠা-বসার অনুমতি প্রদান করেন। –সুনানে দারেমী ২/১২৫, হাদীস ১৫০

এসব গবেষক ছাড়া আপনি এমন আরেক দল লোকও পাবেন, যারা কোন বেনামাযীকে নামাযের দাওয়াত দেবে না এবং কোন হাদীস অস্বীকারকারীকে হাদীসের প্রতি ঈমান স্থাপনের দাওয়াত দেবে না, বরং তারা নামাযীদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলবে যে, তোমার নামায হয়নি। কেননা তুমি ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়নি বা তুমি রফয়ে য়াদাইন করনি অথবা বলবে, তুমি মুসলমানই নও। কেননা তুমি কালেমা এভাবে পড়ে থাক–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

তাদের কাজ হল সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবের হাদীস মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যে, এটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে নেই।[১]

অথচ নির্ভরযোগ্য সনদে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে এ কথা প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন–

لَمْ أُخْرِجْ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ إِلَّا صَحِيْحًا وَمَا تَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ أَكْثَرُ.

'আমি এ কিতাবে (সহীহ বুখারীতে) সহীহ হাদীসই উল্লেখ করেছি, তবে যেসব সহীহ হাদীস এখানে আনা হয়নি সেগুলো সংখ্যায় আরও বেশি।' –শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা ১৬০, আরও দ্রষ্টব্য, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/২৮৩, তারীখে বাগদাদ ২/৯, তাহযীবুল কামাল ১৬/৯১

এ কথাও সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)এর কিতাব তাঁরই উস্তাদ ইমাম আবু যুরআ রাযী এবং ইবনে ওয়ারা (রহ.)এর হাতে পৌঁছালে তাঁরা বলেছিলেন– 'তুমি সহীহ নামে কিতাব লিখে বেদআতিদের পথ খুলে দিয়েছ। তাদের সামনে কোন সহীহ্ হাদীস পেশ করা হলে, তারা এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো সহীহ্ মুসলিমে নেই।'

ইমাম মুসলিম (রহ.) তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন– হযরত, আমি তো এ কিতাবে আমার ও আমার কাছে যারা হাদীস শিক্ষা করতে আসবে তাদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস একত্র করে রেখেছি। আমি তো এ কথা বলিনি, এ সমষ্টির বাইরের সব হাদীস যয়ীফ; বরং বলেছি, এ হাদীসগুলো সহীহ।' –তারীখে বাগদাদ ৪/২৭৪, শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা ১৮৮-১৮৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৩৮৭

আপনি ইমাম আবু যুরআ রাযী ও ইবনে ওয়ারা (রহ.)এর দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করুন! আজ কীভাবে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন এবং উম্মতকে স্বতঃসিদ্ধ ও সুপ্রমাণিত বিষয় অস্বীকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন!

অবশেষে আমি এ বইয়ের লেখক ভাই মাওলানা মুতীউর রহমানের শোকর আদায় করছি, তিনি এ কিতাব সংকলনে অনেক শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ

---

[১] পক্ষান্তরে কোন হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হলেও তাদের মতের বিরোধী হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে!!

তাআলা তাঁকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, রুসূখ ফিল ইলম এবং ইস্তেকামাত ফিদ্দীনের নেয়ামত দান করুন। আরও যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ কিতাব রচনা, সম্পাদনা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এবং একে জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের শোকর আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। একে আমাদের নাজাতের এবং 'মারকাযুদ দাওয়া'র মাকবুলিয়াতের উসীলা বানান, আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুত তাসনীফ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
৮ রমযানুল মুবারক, ১৪২১ হি.
নযরে সানী : ২৪ যিলহজ ১৪৩৫ হি.

ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ

خُطْبَةٌ مَأْثُوْرَةٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

[اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.]

আল্লাহ্ তাআলা ছিলেন গুপ্তভাণ্ডার

١– كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১] আমি ছিলাম গুপ্তভাণ্ডার, আমার ইচ্ছে হল পরিচিত হওয়ার। তাই আমি জগৎ সৃষ্টি করলাম, যেন (সৃষ্টিজগতের মাঝে) পরিচিত হই।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শায়েখ ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যারকাশী, সাখাবী, আজলূনী ও ইবনে আররাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই মত পোষণ করেছেন। প্রখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ 'রূহুল মাআনী' প্রণেতা আল্লামা আলূসী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَنَدٌ صَحِيْحٌ وَلَا ضَعِيْفٌ. وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمَا، وَمَنْ يَرْوِيْهِ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ مُعْتَرِفٌ بِعَدَمِ ثُبُوْتِهِ نَقْلًا لٰكِنْ يَقُوْلُ: إِنَّهُ ثَابِتٌ كَشْفًا،... وَالتَّصْحِيْحُ الْكَشْفِيُّ شِنْشِنَةٌ لَهُمْ.

"ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সহীহ্ কিংবা যয়ীফ কোন ধরনের সূত্রই এর নেই। আল্লামা যারকাশী, হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) প্রমুখ একই মত ব্যক্ত করেছেন। আর সুফীদের যারা এটা বর্ণনা করে থাকেন, তারা একথা স্বীকার করেন যে, এটা সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, কাশফের মাধ্যমে প্রাপ্ত (বাণী)। ... আর 'তাসহীহে কাশফী' তথা কাশফের মাধ্যমে হাদীসের মান-যাচাই-প্রক্রিয়া (কতক) সুফীর চিরাচরিত খাছলত।" –তাফসীরে রূহুল মাআনী ২৭/২১-২২

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) সংকলিত 'ইমদাদুল আহকাম'-এ উক্ত রেওয়ায়েতের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে-

فِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ ١٥٣: كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا ...، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَنَدٌ صَحِيْحٌ وَلَا ضَعِيْفٌ. وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَشَيْخُنَا. اِنْتَهٰى. وَفِي الدُّرَرِ الْمُنْتَثِرَةِ لِلسُّيُوْطِيِّ: لَا أَصْلَ لَهُ. اَلْفَتَاوٰى الْحَدِيْثِيَّةُ ص ١٨٧.

অর্থাৎ 'আলমাকাসিদুল হাসানা'-এ আছে, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সহীহ বা যয়ীফ কোন সূত্রই এর নেই। আল্লামা যারকাশী (রহ.) এবং আমাদের শায়েখও (ইবনে হাজার আসকালানী রহ.) তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। সুয়ূতী (রহ.) রচিত 'আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা'-এ আছে যে, এর কোন ভিত্তি নেই। -ইমদাদুল আহকাম ১/২৯৪

সামান্য শব্দের ব্যবধানে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতেও উক্ত আলোচনা রয়েছে-
আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৮৬, আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ১৫৪, তানযীহুশ শরীয়া ১/১৪৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১, আলমাসনূ ১৪১, আলমাওযূআতুল কুবরা ৯৩, কাশফুল খাফা ২/১৩২, আললু'লুউল মারসূ ৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১/৭৭-৭৮, ১২/৬৯ [১]

---

[১] কেউ কেউ এ বর্ণনাটি সঠিক প্রমাণের জন্য কাশফের আশ্রয় নেন, অথচ কাশফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। শরীয়তের কোন হুকুম-আহকামের ব্যাপারেও কাশফ, স্বপ্ন বা ইলহামের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। (তাবসিরাতুল আদিল্লা ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল-কাশফি ওয়ার-রু'য়া ২০-১৩৬, শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা ৫৭, নিবরাস ১০৫-১০৬)

এমনকি দুনিয়ার কোন আদালতেও এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কোন চোর বা ডাকাতের বিরুদ্ধে বাদীর এ ধরনের বক্তব্য আদালত কবুল করে না যে, আমি কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, সে আমার মাল চুরি করেছে বা ডাকাতি করেছে ইত্যাদি। দুনিয়ার ছোট-খাট ব্যাপারেও যখন এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, সেখানে দ্বীনের ব্যাপারে তা কীভাবে গৃহীত হতে পারে?

মোটকথা শরীয়তের অন্যতম উৎস- হাদীসের ব্যাপারেও তা গ্রহণ করা যাবে না। কোন যুগেই হাদীস যাচাইয়ের পদ্ধতি কাশফ ছিল না। সর্বযুগেই মানুষ হাদীস পরখের জন্য হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের শরণাপন্ন হত, কারও কাশফের আশ্রয় নিত না। কাশফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের অসারতা বিস্তারিত জানার জন্য ভূমিকার ৪৯-৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

আহমদে বে-মীম

٢- أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِيْمٍ، وَأَنَا الْعَرَبُ بِلَا عَيْنٍ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-২] আমি 'মীম'বিহীন আহমাদ এবং 'আইন'বিহীন আরব।

আহমাদ (أَحْمَدُ) শব্দ থেকে মীম বর্ণটি বাদ দিলে বাকি থাকে আহাদ (أَحَد) আহাদ আরবী শব্দ, আল্লাহ্ তাআলার নাম। এর অর্থ এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ তিনি আল্লাহ।

আর আরব (عرب) শব্দ থেকে 'আইন' বাদ দিলে বাকি থাকে রব (رب)। রব শব্দও আরবী, এর অর্থ হল প্রতিপালক। মোটকথা 'আইন'বিহীন 'আরব' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় তিনি প্রতিপালক তথা আল্লাহ। এখন অর্থ দাঁড়াল– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে আহাদ ও রব তথা আল্লাহ হওয়ার দাবি করেছেন, নাউযুবিল্লাহ!

অর্থ দেখেই পাঠক বুঝতে পারছেন যে, এটা জাল বর্ণনা; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতেই পারে না। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। দ্রষ্টব্য, খাইরুল ফাতাওয়া ১/২৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২৪২, তালীমুদ্দীন-ইসলাহী নেসাব ৩০৪-৩০৫

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে

٣- لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩] তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন।

যারা ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ও পানি পড়া ইত্যাদি প্রদানে অভ্যস্ত, তাদের অনেকে গ্রাহকদের আস্থা কুড়ানোর জন্য এসব সস্তা-বুলি আওড়ে থাকেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) উক্তিটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

هُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِيْنَ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ.

'এটা মূর্তিপূজারী মুশরেকদের জালকৃত।' –আলমানারুল মুনীফ ফিস সহীহ ওয়ায-যায়ীফ ১৩৯

হাফেয সাখাবী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: إِنَّهُ كَذِبٌ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا: إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.

'ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, এটা মিথ্যা কথা। আমাদের শায়েখ (ইবনে হাজার আসকালানীও) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ৪০২

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইসমাঈল আজলূনী, শায়েখ কাউক্জী (রহ.) প্রমুখ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। –তাযকিরাতুল মাওযূআত ২৮, আলমাসনূ ১৪৮, আলমাওযূআতুল কুবরা ৯৮, কাশফুল খাফা ২/১৩৮, আললু'লুউল মারসূ ৬৫

মেরাজের নব্বই হাজার কালাম

[জাল বর্ণনা-৪] মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরি, যেগুলো উলামায়ে কেরাম জানেন। আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে একমাত্র হযরত আলী (রা.)কে বলে গেছেন। তাঁর থেকে সিনা পরম্পরায় পরবর্তী সুফী, ফকির ও দরবেশদের নিকট তা পৌঁছেছে। ফকির-দরবেশদের নিকট গচ্ছিত বাতেনি এই ষাট হাজার কালাম উলামায়ে কেরাম না-জানার কারণে তারা ফকির-দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের ওপর আপত্তি করে বসেন।

এটা বানোয়াট ও উদ্ভট। কেননা প্রথমত, এতে আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দু'ধরনের শরীয়ত প্রদান করেছেন। একটি ত্রিশ হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত, আরেকটি ষাট হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত এবং উভয় শরীয়ত পরস্পর বিরোধী। এক শরীয়তে একটি বস্তু হালাল হলে অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম। এরূপ পরস্পর বিরোধপূর্ণ কাজ কোন সৃষ্টির পক্ষেও নিন্দনীয়। অথচ দাজ্জালরা এটাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার শানে চালিয়ে দিয়েছে!

দ্বিতীয়ত, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও এ অপবাদ আসে যে, তিনি দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা– যা সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা জরুরি ছিল, তা তিনি তাদের কাছে পৌঁছাননি। শুধু একজনকে গোপনে বলে গেছেন আর অন্যদেরকে তার বিপরীত কথা বলে গেছেন। নবীজী সম্পর্কে যে ব্যক্তির এমন ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে দ্বীনের বিশেষ বিশেষ এমন অনেক কথা বলেছেন, যা অন্যদেরকে বলেননি– এ আকীদা মূলত সাবাঈ চক্রের ছিল। (যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে উম্মত একমত।)

সাবাঈ চক্র এ আকীদা হযরত আলী (রা.)এর যুগেই রটিয়েছিল। আর হযরত আলী (রা.) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। দেখুন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُوْنَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

[সহীহ হাদীস] "আমের ইবনে ওয়াসেলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি লোকের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন? এ কথা শুনে ক্রোধে হযরত আলী (রা.)এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অগোচরে আমাকে কিছু বলে যাননি, তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমরা ছিলাম ঘরের ভেতর। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পিতাকে লানত করে, আল্লাহ তাআলা তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর লানত করেন। যে ব্যক্তি কোন বেদআতিকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তার ওপর লানত করেন। যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন (সীমানা) এদিক-সেদিক করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর লানত করেন।" –সুনানে নাসায়ী ২/১৮৩-১৮৪, হাদীস ৪৪২২

সুতরাং এ ধরনের উক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম লাভ করেছিলেন ... সেগুলো একমাত্র হযরত আলী রা.কে গোপনে বলে গেছেন...) কুফুরি কালাম এবং একে হাদীস মনে

করা আরও বড় কুফুরি, যা উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তাই এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করা অপরিহার্য।

আপদ-বিপদে কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও

٥– إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَصْحَابِ الْقُبُوْرِ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫] যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান হও, তখন কবরবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা কর।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এটা হাদীস নয়।

কবরপূজারীদের তরফদার কোন কোন বেদআতি এ উক্তি দ্বারা কবরবাসীদের কাছে সাহায্য কামনার (যা স্পষ্ট শিরক) স্বপক্ষে দলিল পেশ করে থাকে। আর শিরকপন্থীদের কাছে দলিল দেওয়ার জন্য ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। –মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১/১৩৮, ফাতাওয়া আযীযিয়া ১৭৯, ১৮০, ইত্‌মামুল বুরহান ১/১০৪

মান নাগুনজম দর যমীন ও আসমাঁ ...

٦–مَا وَسِعَنِيْ أَرْضِيْ وَلَاسَمَائِيْ، وَلٰكِنْ وَسِعَنِيْ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬] আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করে না, কিন্তু আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাক্যটিও লোকমুখে প্রসিদ্ধ–

٧– اَلْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭] কলব আল্লাহ তাআলার ঘর।

এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) উভয়টিকে জাল বলেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ২০৩–আলমাসনূ ১৬৪ (টীকা)

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইবনে আররাক এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যে একমত পোষণ করেছেন। –তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩০, আলমাসনূ ১৬৪, তানযীহুশ শরীয়া ১/৪৮, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ২০৩–আলমাসনূ ১৬৪ (টীকা)

আরও দ্রষ্টব্য, ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৭/২৩৪, আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৬৫, ৪৩৮, কাশফুল খাফা ২/৯৯, ১৯৫, আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ১৫০, আললু'লুউল মারসূ ৫৭, আত্‌তাযকিরা ১৩৫, ১৩৬

আল্লাহ তাআলা অসীম। তিনি স্থান-কাল-দিক সব কিছুর উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলার সত্তা নয়, বরং তাঁর প্রতি ঈমান, মহব্বত, মারেফত প্রভৃতি মুমিনের অন্তরে স্থান পায়।

কলবুল মুমিনি আরশুল্লাহ

৮– قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৮] মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্ তাআলার আরশ।

উপরোক্ত উক্তি-দুটির মতো এটাও জাল এবং ওই জাল বর্ণনারই আরেকটি রূপমাত্র। আল্লামা সাগানী (রহ.) একে জাল আখ্যা দিয়েছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ৭

আল্লামা আজলূনী (রহ.)ও সাগানী (রহ.)-এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। –কাশফুল খাফা ২/১০০

আমি ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গী

৯– أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ لِأَجْلِيْ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৯] আমার (আল্লাহ তাআলার) জন্য যাদের হৃদয় ব্যথিত, আমি তাদের সঙ্গে আছি।

সাধারণত এটাকে হাদীসে কুদসী মনে করা হয়, বাস্তবে তা নয়। মোল্লা আলী কারী (রহ.) এবং আল্লামা কাউক্‌জী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'হাদীস হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই।' –আলমাওযূআতুল কুবরা ৪০, আললু'লুউল মারসূ ২৪, কাশফুল খাফা ১/২০৩

আল্লামা মুরতাজা যাবীদী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'এটা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।' –ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/২৯০

মূলত এটা একটা ইসরাঈলী বর্ণনা। –হিল্‌য়াতুল আউলিয়া ৪/৩৫, ২/৪১৩, ৬/১৯১

মুসলিম মিল্লাতের সকল মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হল, কোন ইসরাঈলী কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে বর্ণিত না হলে তাকে হাদীস বলার অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, এ বাক্যের মূল মর্ম হল সবর ও তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার রহমত রয়েছে। এ বিষয়টি অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং কুরআন সুন্নাহর অনেক দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর

١٠– اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১০] দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর।

ইসলামে ইলমে দ্বীন অন্বেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে ইলম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সামনে ৮২-৮৩, ৮৬-৮৯ পৃষ্ঠায় ইলম অন্বেষণের ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হবে।

ইলমের যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি তা শিক্ষা করার জন্য কোন সময়ও নির্দিষ্ট নেই। শৈশব থেকে আমরণ ইলম অর্জন করে যেতে হবে। এটিই ইসলামের দাবি। তবে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর' কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; যদিও অনেকের কাছে তা হাদীস হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

لَيْسَ بِحَدِيْثٍ نَبَوِيٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، فَلَا تَجُوْزُ إِضَافَتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَتَنَاقَلُهُ بَعْضُهُمْ، إِذْ لَا يُنْسَبُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّهُ.

وَكَوْنُ هٰذَا الْكَلَامِ صَحِيْحَ الْمَعْنٰى فِيْ ذَاتِهِ وَحَقًّا فِيْ دَعْوَتِهِ: لَا يُسَوِّغُ نِسْبَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْحَلَبِيُّ الْمِزِّيُّ: «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسُبَ حَرْفًا يَسْتَحْسِنُهُ مِنَ الْكَلَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ فِيْ نَفْسِهِ حَقًّا، فَإِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

اِنْتَهٰى مِنْ كِتَابِ «ذَيْلِ الْمَوْضُوْعَاتِ» لِلْحَافِظِ السُّيُوْطِيِّ ص٢٠٢ .

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ: (أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ) مَشْهُوْرٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثِيْرًا، وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمُؤَلَّفَةَ فِي (الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ) لَمْ تَذْكُرْهُ.

অর্থাৎ এটা হাদীসে নববী নয়, বরং কারও উক্তি মাত্র। একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করা মোটেও বৈধ হবে না। (যেমন কেউ কেউ করে থাকে।) কেননা, তাঁর প্রতি শুধু তা-ই সম্বন্ধ করা যায়, যা তিনি বলেছেন, করেছেন বা সমর্থন জানিয়েছেন।

ইমাম আবুল হাজ্জাজ মিযযী (রহ.) বলেন, যেকোন কথা ভালো মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বলা জায়েয হবে না, যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নববী নয়। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা উচিত। –কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা ৩০ (টীকা)

ইলম অন্বেষণে সত্তর নবীর সওয়াব

١١- مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيُعَلِّمَهُ النَّاسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-১১] যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের কিছু অংশ শিক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সত্তরজন নবীর সওয়াব দান করবেন।

এটা বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা। হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহ.) এটাকে জাল সাব্যস্ত করেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ৩৭, তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ১/২৭৫

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী (রহ.) বলেন, 'এর সনদে দুইজন কাযযাব তথা মিথ্যাবাদী রয়েছে।' –ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ১/১০৬

আরও দ্রষ্টব্য, তাযকিরাতুল মাওযূআত (আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী রহ.) ১৮, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৬৪

তবে হ্যাঁ, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। যেমন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّي جِئْتُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، مَا جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَحَسَّنَهُ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ١: ١٩٣.

[সহীহ হাদীস] "কাসীর ইবনে কায়েস (রহ.) বলেন, আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত আবুদ দারদা (রা.)এর মজলিসে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল– হে আবুদ দারদা, আমি রাসূলের শহর (মদীনা) থেকে আপনার কাছে এসেছি; অন্য কোন প্রয়োজনে নয়, শুধু একটি হাদীসের জন্য। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন বলে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শেখার জন্য কোন পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন। ফেরেশতারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। একজন আলেমের জন্য আসমান ও দুনিয়াবাসী, এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত মাগফেরাতের দুআ করতে থাকে। আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপর তেমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকার ওপর।

আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী। নবীগণ দেরহাম দিনারের মীরাস রেখে যাননি, বরং তাঁরা শুধু ইলমের মীরাস রেখে গেছেন। যে ব্যক্তি এই ইলম গ্রহণ করল, সে বিরাট অংশই গ্রহণ করল।" –সুনানে আবু দাউদ ৫১৩, হাদীস ৩৬৪১, জামে তিরমিযী ২/৯৭-৯৮, হাদীস ২৬৮২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণের কথা শিখতে বা শেখাতে সকালে মসজিদে যাবে, সে একটি পরিপূর্ণ হজের সওয়াব পাবে।" –তবারানী কাবীর ৮/৯৪, হাদীস ৭৪৭৩, মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৯১, হাদীস ৩১১

এ ছাড়াও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে দ্বীন যিন্দা রাখার জন্য ইলম শেখা এবং শেখানো খুবই ফযীলতের কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সত্তরজন নবীর সওয়াবের বিষয়টি সম্পূর্ণই বাতিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ইরশাদ করেননি।

আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সওয়াব

১২– نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا. [مَوْضُوعٌ]

[জাল বর্ণনা-১২] আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আল্লাহ তাআলার কাছে ষাট বছরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম।

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়া দ্বীনদার হক্কানি উলামায়ে কেরামের সোহবত ও সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে অপরিসীম। কিন্তু উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সামআন ইবনে মাহদির নামে জালকৃত পুস্তক ছাড়া কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায় না।

–আলমাকাসিদুল হাসানা ৫২২, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৩২, কাশফুল খাফা ২/৩১৮, আললু'লুউল মারসূ ৯৬; সামআনের নামে এ জালকৃত পুস্তিকাটার জন্য আরও দ্রষ্টব্য, মীযানুল ইতিদাল ২/২৩৪, লিসানুল মীযান ৩/১১৪, আলমাসনূ ২৪৭

আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার সওয়াব

১৩– مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ، وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِيْ، وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِيْ، وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِي الدُّنْيَا أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفِيْ لَفْظٍ: أَجْلَسَهُ رَبِّيْ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [مَوْضُوعٌ]

[জাল বর্ণনা-১৩] যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, সে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে ওঠাবসা করল, সে যেন আমার সঙ্গে ওঠাবসা করল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সঙ্গে ওঠাবসা করবে অর্থাৎ সংশ্রব অবলম্বন করবে, তাকে কেয়ামতের দিন আমার নিকট বসানো হবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– কেয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক তাকে আমার সঙ্গে জান্নাতে বসাবেন।

অনেকে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে খুব আগ্রহের সঙ্গে এবং হাদীসে রাসূল মনে করে এটাকে বর্ণনা করে থাকে, কিন্তু এটা হাদীসে রাসূল নয়। এর সনদে হাফস ইবনে উমর আদানী নামক একজন মিথ্যুক বিদ্যমান রয়েছে। তাই হাফেয সুয়ূতী (রহ.) একে জাল সাব্যস্ত করেছেন।

মোল্লা আলী কারী, ইবনে আররাক, আজলূনী, আল্লামা তাহের পাট্টনী এবং আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামও তাদের কিতাবে এটাকে জাল বলেছেন।

একই বক্তব্যের আরও কিছু জাল বর্ণনা

[জাল বর্ণনা-১৪] যে ব্যক্তি আলেমদের নিকট দুই মুহূর্ত বসবে, তাঁর সঙ্গে দুই লোকমা খানা খাবে, তাঁর নিকট দু'টি কথা শুনবে অথবা তাঁর সঙ্গে দুই কদম হাঁটবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন দু'টি জান্নাত দান করবেন যার প্রতিটি দুই দুনিয়ার সমান।[১]

---

(١) يَقْتَرِبُ مَتْنُ هٰذَا الْخَبَرِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ هُنَا بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ مَتْنِ خَبَرٍ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي «الْجَوَاهِرِ الْمُضِيَّةِ» لِلْقُرَشِيِّ ج٢ص٦٤ فِيْ تَرْجَمَةِ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ حَبِيْبٍ، جَدِّ صَاحِبِ «الْهِدَايَةِ» مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ. نَقَلَ الْقُرَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ «الْهِدَايَةِ» أَنَّهُ قَالَ: «الْقَنِيْ (يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ حَبِيْبٍ) حَدِيْثًا، وَأَنَا صَغِيْرٌ، فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، مَا نَسِيْتُهُ، ذَكَرَهُ عَنِ الْإِمَامِ الْقَاضِيْ النَّاطِفِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ، أَنَّهُ رَوٰى بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَشٰى إِلٰى عَالِمٍ خُطْوَتَيْنِ، وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَتَيْنِ، وَسَمِعَ مِنْهُ كَلِمَتَيْنِ، وَجَبَتْ لَهُ جَنَّتَانِ، عَمِلَ بِهِمَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ».

قَالَ صَاحِبُ «الْهِدَايَةِ» فِيْ «مَشْيَخَتِهِ» لَمَّا ذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ: «شَرْطُ جَوَازِ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، أَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يَنْسَ الْحَدِيْثَ مِنْ حِيْنِ حِفْظِهِ إِلٰى وَقْتِ الرِّوَايَةِ. فَعَلٰى هٰذَا يَجُوْزُ لِيْ رِوَايَةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ». اِنْتَهٰى عَنِ «الْجَوَاهِرِ». =

[জাল বর্ণনা-১৫] আলেমগণের সংশ্রবে এক মুহূর্ত বসা আল্লাহ তাআলার নিকট হাজার হাজার বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

[জাল বর্ণনা-১৬] আল্লাহ তাআলা আরশে মুআল্লার নিচে একটা শহর তৈরি করেছেন, যার দরজায় লেখা আছে, যে আলেমগণের সাক্ষাৎ লাভ করল, সে যেন নবীগণের সাক্ষাৎ লাভ করল।

এগুলো সবই ভিত্তিহীন এবং পূর্বোক্ত জাল বর্ণনারই বিভিন্ন রূপ।

দ্রষ্টব্য, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ৩৫, আলমাওযূআতুল কুবরা ১২০, কাশফুল খাফা ১/২৫১, আলমাসনূ ১৮৩-১৮৪, তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ১/২৭২, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৬৫, যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা ও যাইলু তানযীহিশ শরীয়া

= وَمِنَ الْمُحْتَمِلِ أَنْ يَغْتَرَّ بَعْضُ الطُّلَّابِ بِذٰلِكَ فَيَعُدَّهُ حَدِيثًا صَحِيحًا لِسُكُوتِ صَاحِبِ «الْجَوَاهِرِ» عَلَيْهِ، وَلِرِوَايَةِ صَاحِبِ «الْهِدَايَةِ» إِيَّاهُ بِأُسْلُوبٍ قَدْ يُخَيِّلُ لِلْمَرْءِ أَنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُ، وَلٰكِنْ لَا وَجْهَ لِلاغْتِرَارِ هُنَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ كِتَابَ «الْجَوَاهِرِ» لَيْسَ كِتَابًا حَدِيثِيًّا، إِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ لِتَرَاجِمَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ صَاحِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَسْكُتُ إِلَّا عَلٰى صَحِيحٍ عِنْدَهُ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ صَاحِبَ «الْهِدَايَةِ» إِنَّمَا ذَكَرَ هٰذَا الْخَبَرَ لِأَنَّهُ كَانَ تَلَقَّنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَحَفِظَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ نِسْيَانٌ، فَذَكَرَ مَأْثُرَةً لَهُ حَصَّلَهَا فِيْ صِغَرِهِ، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ هٰذَا الْخَبَرِ مِنْ نَاحِيَةِ حِفْظِهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِصَدَدِ تَصْحِيحِ الْخَبَرِ، وَإِلَّا فَمَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَوَّلَ شَرْطٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ هُوَ صِحَّةُ إِسْنَادِهِ، وَهُنَا فَالْإِسْنَادُ مَجْهُولٌ، لَمْ يَذْكُرْهُ النَّاطِفِيُّ أَوْ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَبِيبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّاطِفِيَّ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُمَا مَجْهُولَةٌ، وَالْمُرْسَلُ بَعْدَ عَصْرِ التَّدْوِينِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْحُكْمُ أَنْ يُبْحَثَ عَنْ مِثْلِ هٰذَا الْخَبَرِ فِي الدَّوَاوِيْنِ الْحَدِيثِيَّةِ، فَإِنْ عُرِفَ الْإِسْنَادُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ إِسْنَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِسْنَادُهُ لَزِمَ التَّوَقُّفُ، إِلَّا إِذَا نَفٰى حَافِظٌ مُطَّلِعٌ فَيُعْتَمَدُ نَفْيُهُ، وَيُقَالُ حِينَئِذٍ: لَا أَصْلَ لَهُ، أَوْ لَا يُوْجَدُ أَصْلٌ، وَإِلَّا إِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَبَرِ نَكَارَةٌ صَارِخَةٌ فَيُحْكَمُ بِطَرْحِهِ وَتَرْكِهِ عَلَى الْأَقَلِّ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّوَقُّفِ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْحَالِ، كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ مِنْ صَنِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَتَصْرِيحَاتِهِمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

وَكَوْنُ النَّاطِفِيِّ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا يُوْجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِصِحَّةِ خَبَرٍ عَزَاهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ إِسْنَادُهُ، وَلَا الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ، فَكُتُبُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْكِبَارِ مَلِيئَةٌ بِالْمَوْضُوْعَاتِ وَالْمَنَاكِيْرِ، فَكَيْفَ بِالنَّاطِفِيِّ؟! وَالْمَدَارُ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمُعْتَبَرِ، أَوِ التَّلَقِّي=

হক্কানি উলামায়ে কেরামের সোহবত ও সংশ্রবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শরীয়তে মুত্তাকী, আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের সোহবত ও সংশ্রব অবলম্বনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিচে সৎলোকের সংশ্রবের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও গুরুত্বের কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হল–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ أَبِيْ مُوسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيْرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً».

[সহীহ হাদীস] "হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গী যথাক্রমে মেশকবহনকারী আর হাপর ফুঁৎকারকারী কামারের মতো। মেশকবহনকারী হয়ত তোমাকে তা প্রদান করবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে ক্রয় করবে কিংবা অন্তত সুঘ্রাণ তুমি অবশ্যই পাবে। আর হাপর ফুঁৎকারকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালাবে, নয়ত দুর্গন্ধ তুমি অবশ্যই পাবে।" –সহীহ বুখারী ২/৮৩০, হাদীস ৫৫৩৪

= الْمُعْتَبَرِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْفَنِّ، أَوِ التَّصْحِيحِ الْمُعْتَبَرِ مِنْ قِبَلِ إِمَامٍ فَقِيْهٍ، جَامِعٍ بَيْنَ عِلْمَيِ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ إِمَامٍ حَافِظٍ مُطَّلِعٍ عَلٰى عِلَلِ الْأَخْبَارِ وَآفَاتِ الرُّوَاةِ.

وَأَنّٰى هٰذَا الْمِعْيَارُ هُنَا؟ فَالْخَبَرُ الْمَذْكُوْرُ فِي «الْجَوَاهِرِ» وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمُتَوَقَّفِ فِيْهِ لِخَفَاءِ نَكَارَتِهِ عَلٰى عَامَّةِ الطُّلَّابِ، وَلٰكِنْ لَا مَجَالَ لِعَدِّ الْخَبَرِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْكِتَابِ هُنَا بِرَقْمِ ١٤ مُتَوَقَّفًا فِيْهِ، فَإِنَّهُ وَاضِحُ النَّكَارَةِ، وَإِنِ اقْتَرَبَ ظَاهِرُ مَتْنِهِ مَتْنَ الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ فِي «الْجَوَاهِرِ»، فَافْهَمْ ذٰلِكَ جَيِّدًا، وَلَا تَعُدَّ مُجَرَّدَ ذِكْرِ أَحَدٍ لِخَبَرٍ مِعْيَارًا لِصِحَّتِهِ فَتَفْتَحُ الْبَابَ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ، لِيَسْتَدِلُّوْا عَلٰى بِدَعِهِمْ بِالْأَخْبَارِ الْمُعْضَلَةِ الْعَارِيَةِ عَنِ الْأَسَانِيْدِ، مِمَّا يَجِدُوْنَهَا فِيْ كُتُبِ مَشَايِخِهِمُ الَّذِيْنَ هُمْ أَكَابِرُ عِنْدَهُمْ. هَدَاكَ اللهُ تَعَالٰى وَسَدَّدَ خُطَاكَ.

وَأَمَّا مَقَامُ صَاحِبِ «الْهِدَايَةِ» وَالنَّاطِفِيِّ فَمَحْفُوْظٌ، وَاقْرَأْ لِزَامًا مَا ذَكَرْتُهُ بِهٰذَا الصَّدَدِ فِيْ حَاشِيَةِ كِتَابِيْ «الْمَدْخَلِ إِلٰى عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ» ص ١٠٧-١٠٩، تَصُنْ مِنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِالْأَعْلَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

অন্য হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ، وَمَثَلُ الْجَلِيْسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ شَرَارِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গীর উপমা হল মেশকবহনকারীর মতো, মেশক যদি নাও পাও, সুঘ্রাণ অবশ্যই পাবে। অসৎসঙ্গীর উপমা হল হাপরধারীর মতো, তার স্ফুলিঙ্গ তোমার ক্ষতি না করলেও, তার ধোঁয়া অবশ্যই তোমাকে স্পর্শ করবে।" –সুনানে আবু দাউদ ২/৬৬৪ হাদীস ৪৮১৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ جُلَسَائِكُمْ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ يَعْلَى فِيْ مُسْنَدَيْهِمَا، قَالَ الْبُوْصِيْرِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، كَمَا فِيْ «إِتْحَافِ الْخِيَرَةِ» بِذَيْلِ «الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ» ٨: ١٦٣.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী সে, যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বৃদ্ধি পায় এবং যার আমল তথা কাজ-কর্ম তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" –মুসনাদে আব্দুবনু হুমাইদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা–ইত্হাফুল খিয়ারা ৮/১৬৩

এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো দ্বারা দ্বীনদার সৎলোকের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। আর হক্কানি উলামায়ে কেরাম হলেন শ্রেষ্ঠ সৎলোক। তা ছাড়া উলামায়ে কেরামের সঙ্গে জনসাধারণের দ্বীন শেখার বিষয়টিও জড়িত। তারা পদে পদে উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা অতি জরুরি। উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মহব্বত রাখা মূলত দ্বীনের সঙ্গে মহব্বত রাখা। তাই কুরআন মাজীদে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও বিজ্ঞ আলেম এবং আল্লাহর পথের পথিকদের সঙ্গী হওয়ার এবং তাঁদের

অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নাহ্ল, আয়াত ৪৩, আম্বিয়া, আয়াত ৭, ফাতেহা, আয়াত ৬-৭, সঙ্গে সূরা নিসা, আয়াত ৬৯, লোকমান, আয়াত ১৫ থেকে উৎসারিত)

দ্বীনী ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। হাদীস শরীফে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالُوْا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذٰلِكَ، فَقَالَ: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَّا سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ.

[সহীহ্ হাদীস] "হযরত জাবের (রা.) বলেন, এক সফরে আমাদের একজনের মাথায় পাথর লেগে জখম হল। পরে তার ওপর গোসল ফরয হয়। তখন তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার জন্য এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ মনে কর? তারা বললেন, আমরা তা মনে করি না। কেননা, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। তখন তিনি গোসল করলেন আর মারা গেলেন।

জাবের (রা.) বলেন, সফর থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয়। তিনি ইরশাদ করেন, তারা তাকে (না জেনে মাসআলা দিয়ে) কতল করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কতল করুন! তাদের যখন জানা ছিল না, তখন তারা কেন (যারা জানে তাদেরকে) জিজ্ঞেস করল না। বস্তুত, অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৬

আরেক হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

[সহীহ হাদীস] "আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে এই ইলম এক সাথে ছিনিয়ে নেবেন না; বরং উলামায়ে কেরাম উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ তাআলা একজন আলেমও অবশিষ্ট রাখবেন না। তখন লোকেরা জাহেলদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে মুরুব্বি বানাবে। লোকেরা তাদেরকে দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে আর তারা না-জেনে ফতোয়া দেবে। পরিণামে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।" –সহীহ বুখারী ১/২০, হাদীস ১০০, সহীহ মুসলিম ২/৩৪০, হাদীস ২৬৭৩

সুতরাং উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া, তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসা করা, সুসম্পর্ক রাখা, সর্বোপরি তাঁদেরকে মহব্বত করা আবশ্যক।

আলেমের মজলিস হাজার রাকাত নফলের চেয়েও উত্তম

١٧– حُضُوْرُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ، وَعِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيْضٍ، وَشُهُوْدِ أَلْفِ جَنَازَةٍ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْعِلْمِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-১৭] কোন আলেমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকাত নামায, এক হাজার রোগী দেখা-শোনা এবং এক হাজার জানাযায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কুরআন তেলাওয়াতের চেয়েও? উত্তরে তিনি বললেন, ইলম ছাড়া কি কুরআন উপকারী হতে পারে?

প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শেখা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হওয়াও দ্বীন অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। সে হিসেবে তাঁদের মজলিসে অংশগ্রহণ করাও সওয়াবের কাজ নিঃসন্দেহে। তবে পূর্বোক্ত বক্তব্যটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের হাদীস নয়। হাফেয ইরাকী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'এটা জাল।' –তাখরীজে ইহ্‌ইয়া–ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ১/৯৯

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)ও একই কথা বলেছেন। –কিতাবুল মাওযূআত ১/১৬১

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা মুরতাযা যাবীদী,

আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁর রায়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন। দেখুন, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২০, আলমাওযূআতুল কুবরা ৬২, আলমাসনূ ৯৫, ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৫/১৭৩, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৫৭, আললু'লুউল মারসূ ৩৪, আত্‌তালীকাতুল হাফিলা ১১৯

একজন আলেমকে সম্মান করা সত্তরজন নবীকে সম্মান করার সমান

١٨–مَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا، وَمَنْ أَكْرَمَ مُتَعَلِّمًا فَقَدْ أَكْرَمَ سَبْعِيْنَ شَهِيْدًا، وَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ أَيَّامَ حَيَاتِهِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-১৮] যে ব্যক্তি কোন আলেমকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন নবীকে সম্মান করল। যে ব্যক্তি কোন তালেবে ইলমকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন শহীদকে সম্মান করল। আর যে ব্যক্তি ইলম ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মহব্বত রাখবে, যিন্দেগিতে তার কোন গোনাহ লেখা হবে না।

এটাও ইলম, তালেবে ইলম ও উলামায়ে কেরামের ফযীলতসম্বলিত একটি প্রসিদ্ধ উক্তি, যা লোক-সমাজে হাদীসে রাসূলরূপে পরিচিত, অথচ হাদীসের কোন কিতাবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং একে হাদীসে রাসূল বলা যায় না। হাফেয যাহাবী (রহ.)এর মতে এটা আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলবাল্‌খী নামক একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারীর জালকৃত।

আল্লামা ইবনে আররাক (রহ.)ও হাফেয যাহাবী (রহ.)কে সমর্থন করেছেন।
–তালখীসুল ওয়াহিয়াত–তানযীহুশ শরীয়া ১/২৭৯-২৮০, মীযানুল ইতিদাল ২/৫৮৭

আলেমের পেছনে নামায যেন নবীর পেছনে নামায

١٩–مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১৯] যে ব্যক্তি একজন খোদাভীরু আলেমের পেছনে নামায পড়ল, সে যেন একজন নবীর পেছনে নামায পড়ল।

শরীয়তে দ্বীনদার আলেমের পেছনে নামায আদায়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে পূর্বোক্ত উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর কোন সনদই খুঁজে পাননি।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'এর কোন ভিত্তিই নেই।'

–আলমাসনূ ১৮৬, আলমাওযূআতুল কুবরা ১২১, আরও দেখুন, আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৬০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৪০, কাশফুল খাফা ২/২৫৭

চার হাজার চার শ চুয়াল্লিশ নামায

٢٠– اَلصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ صَلَاةً. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-২০] একজন আলেমের পেছনে নামায পড়া চার হাজার চার শ চুয়াল্লিশ গুণ অধিক সওয়াব।

সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে এটাকে বাতিল ও জাল বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেয সাখাবী, আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা শাওকানী এবং আল্লামা কাউক্জী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখুন, আলমাকাসিদুল হাসানা ৩১৬, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২০, আলমাওযূআতুল কুবরা ৭৮, আলমাসনূ ১১৯, কাশফুল খাফা ২/২৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৬৮, আললু'লুউল মারসূ ৪৮

এ উম্মতের আলেম বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য

٢١– عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-২১] আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য।

উলামায়ে কেরামের ফযীলত ও দায়িত্ব বয়ান করতে গিয়ে হাদীসে নববী হিসেবে অনেককেই এ বাক্য বলতে শোনা যায়। অথচ হাদীসের ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে হাদীস হিসেবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস হল–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

[সহীহ হাদীস] 'আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস।'

তাই উলূমে নবুওয়তের হেফাযত ও সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার এবং এর হেদায়েত ও নির্দেশনা অনুযায়ী হকের লালন এবং বাতিলের দমনের দায়িত্ব তাঁদের ওপরই বর্তায়। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ

الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ. رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِطُرُقٍ كَثِيْرَةٍ، مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيْ مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيْدِ١ : ٥٩، قَالَ الْعَلَائِيُّ فِيْ «بُغْيَةِ الْمُلْتَمِسِ» ص ٣٤: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

[সহীহ হাদীস] অর্থাৎ ইলমে নবুওয়তের ধারক-বাহক হল প্রতি যুগের স্থলাভিষিক্ত আদেল, মুত্তাকী ও আমানতদার ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা রোধ করবে অতিরঞ্জনকারীদের তাহরীফ ও বিকৃতি, জাহেলদের অপব্যাখ্যা এবং রুখবে বাতিলপন্থীদের যত মিথ্যাচার ও ছলচাতুরি। –আত্তামহীদ ১/৫৯

যা হোক, এ ধরনের সহীহ হাদীস লেখায় ও কথায় স্থান পাওয়া উচিত। আর আলোচ্য উক্তি (আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য) ভিত্তিহীন। বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরাম একে ভিত্তিহীন বলেছেন। তাঁদের মধ্যে যারকাশী, দামীরী, ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী এবং শাওকানী (রহ.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

---

[١] يَسْتَهِيْنُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ حُكْمِ الْجَهَابِذَةِ عَلٰى هٰذَا الْخَبَرِ بِكَوْنِهٖ لَا أَصْلَ لَهُ، قَائِلِيْنَ إِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيْثَيْنِ :

اَلْأَوَّلُ: حَدِيْثُ الصَّحِيْحَيْنِ: «كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُوْنَ، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». (اَلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

اَلثَّانِيْ: حَدِيْثُ: «اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» الْمَذْكُوْرُ.

وَعَلَيْهِمْ فِيْ هٰذَا الصَّنِيْعِ مَآخِذُ أَذْكُرُ بَعْضَهَا:

أ- إِذَا أَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ بِأَنَّ هٰذَا اللَّفْظَ لَا أَصْلَ لَهُ فَكَيْفَ تَرْوُوْنَ هٰذَا الْخَبَرَ بِلَفْظِ: «عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ...»، أَلَيْسَ ذٰلِكَ تَصْرِيْحًا مِنْكُمْ أَنَّكُمْ تَنْسِبُوْنَ إِلَيْهِ ﷺ هٰذَا اللَّفْظَ بِعَيْنِهٖ، وَقَدِ اعْتَرَفْتُمْ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.

ب- لَوْ أَنَّ الْحَدِيْثَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ يُفِيْدَانِ مَا يُفِيْدُهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُوْرُ فَهَلَّا اكْتَفَيْتُمْ بِهِمَا.

ج- أَهَمُّ مَا فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُوْرِ تَشْبِيْهُ عُلَمَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَالْحَدِيْثَانِ الْمَذْكُوْرَانِ لَا يَدُلَّانِ -لَا مِنْ قَرِيْبٍ وَلَا مِنْ بَعِيْدٍ- عَلٰى سَوَاغِيَةِ التَّشْبِيْهِ الْمَذْكُوْرِ، وَهٰذَا التَّشْبِيْهُ هُوَ مَقْصُوْدُكُمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْاِسْتِشْهَادِ بِهٰذَا الْخَبَرِ. وَمُطْلَقُ الْاِشْتِرَاكِ لَا يُجَوِّزُ تَشْبِيْهَ الْعُلَمَاءِ بِالْأَنْبِيَاءِ لَا سِيَّمَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُوْرِ الَّذِيْ يُوْحِيْ -بَادِيَ ذِيْ بَدْءٍ- بِالْإِقْلَالِ مِنْ شَأْنِ أُولٰئِكَ الْأَنْبِيَاءِ عِبَادِ اللهِ الْمُصْطَفَيْنَ، عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. =

দেখুন, আততাযকিরা ১৬৭, আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৪০, আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ১৪৩, তায্‌কিরাতুল মাওযূআত ২০, আলমাওযূআতুল কুবরা ৮২, আলমাসনূ ১২৩, কাশফুল খাফা ২/৬৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৬৮, আললু'লুউল মারসূ ৫১

আলেম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ

٢٢–إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا عَلٰى قَرْيَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. [لَا أَصْلَ لَهٗ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-২২] যখন আলেম বা তালেবে ইলম কোন জনপদ অতিক্রম করে তখন আল্লাহ তাআলা (তাদের বরকতে) চল্লিশ দিনের জন্য সে জনপদের কবরস্তানের আযাব মাফ করে দেন।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা কাউক্‌জী (রহ.) বলেন– لَا أَصْلَ لَهٗ 'এর কোন ভিত্তিই নেই।' –আলমাসনূ ৬৫, কাশফুল খাফা ১/২২১, আল-মাওযূআতুল কুবরা ৪২, আললু'লুউল মারসূ ২৬

জান্নাতীরাও আলেমের মুখাপেক্ষী

٢٣– إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ يَزُوْرُوْنَ اللهَ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَيَقُوْلُ: تَمَنَّوْا عَلَيَّ مَا شِئْتُمْ، فَيَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ، فَيَقُوْلُوْنَ: مَاذَا نَتَمَنّٰى عَلٰى رَبِّنَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَمَنَّوْا كَذَا كَذَا، فَهُمْ مُحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ. [مَوْضُوْعٌ]

জাল বর্ণনা-২৩] জান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের প্রয়োজন অনুভব করবে। তা এইভাবে যে, প্রতি শুক্রবার জান্নাতীরা যখন আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মনে যা চায় আমার নিকট কামনা কর। জান্নাতীরা তখন উলামায়ে

= وَالْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ يُشِيْرُ –بِظَاهِرِهٖ، وَلَيْسَ مُرَادًا– إِلٰى تَشْبِيْهِ خُلَفَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَهَلْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «خُلَفَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ»!! فَهَلِ الْخُلَفَاءُ، وَفِيْهِمْ خُلَفَاءُ بَنِيْ أُمَيَّةَ وَبَنِي الْعَبَّاسِ، كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟!!
د– سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»، فَكَيْفَ تَسْتَدْرِكُوْنَ عَلَيْهِ فَتَقُوْلُوْنَ: «اَلْعُلَمَاءُ كَالْأَنْبِيَاءِ»؟!! مَا هُوَ الَّذِيْ أَلْجَأَكُمْ إِلٰى ذٰلِكَ؟ (عَبْدُ الْمَالِكِ)

কেরামের দিকে তাকিয়ে বলবে (আমাদের বলে দিন) আমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে কী কী কামনা করব? তারা বলবেন, তোমরা (আল্লাহ্ তাআলার কাছে) অমুক অমুক বস্তু কামনা কর। সুতরাং তারা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী থাকবে।

উলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনের ধারক-বাহক, নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীর অবর্তমানে উম্মতের সঠিক পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত। কুরআন মাজীদে এবং সহীহ হাদীসে উলামায়ে কেরামের ফযীলত, গুরুত্ব এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তার কথা এসেছে। ৮৬-৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তবে ওপরের বক্তব্য হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন, 'এটা জাল।' –মীযানুল ইতিদাল ৩/৪৩৬-৪৩৭

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, ইমাম সুয়ূতী, ইবনে আররাক, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখও একই কথা বলেছেন।

–তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৮, যাইলুল মাওযূআত ৪০, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৭৬, আলমাসনূ ৬৪-৬৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৬৫

শবে বরাতের গোসল

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-২৪] যে ব্যক্তি বরাতের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করবে, তার গোসলের প্রতি ফোঁটা পানির পরিবর্তে তার আমলনামায় ৭০০ (সাত শ) রাকাত নফল নামাযের সওয়াব লেখা হবে।

শবে বরাত বা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাত একটি বরকতময় রাত। এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলিতে দেখা যেতে পারে। (যেমন, লাতায়েফুল মাআরেফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ, ইবনে রজব হাম্বলী রহ. ১৫১-১৫৭)

উল্লেখ্য, শবে বরাতের আমল সম্পর্কে অনেকেই চরম বাড়াবাড়ি কিংবা শিথিলতার শিকার। কেউ তো শবে বরাতে শরীয়তের স্বীকৃত আমলকে অস্বীকার করছে। আবার কেউ কেউ স্বীকৃত নয় এমন অনেক কিছুকেই নিজেদের পক্ষ থেকে পালন করে যাচ্ছে। এমনকি সেগুলো প্রচলনের জন্য জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। শবে বরাতে গোসলের ফযীলত-সম্বলিত এ বক্তব্যও অনুরূপ একটা জাল বর্ণনা। এর কোনই ভিত্তি নেই। (যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা (মাখতূত) যাইলু তানযীহিশ শরীয়া (মাখতূত))

শবে কদরের গোসল

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-২৫] যারা শবে কদরে ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করবে, তাদের পা ধোয়া শেষ হতেই আগের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

শরীয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তাই পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য অথবা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যেকোন সময় গোসল করতে কোন বাধা নেই। অবশ্য শরীয়ত যেমন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল ফরয করেছে, তেমনি সম্মিলিত ইবাদতের সময় গোসল করাকে এমনকি সুগন্ধি ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব বলেছে। যেমন, জুমা ও দুই ঈদের দিনে। আর যেখানে সম্মিলিত ইবাদতের বিধান নেই, সেখানে গোসলেরও নির্দেশ নেই। শবে কদরে শরীয়তের পক্ষ থেকে সম্মিলিত কোন ইবাদতের বিধান নেই। আর এ রাতে গোসলের ফযীলত সম্পর্কে আলোচিত বর্ণনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দেখুন, যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা (মাখতূত) যাইলু তানযীহিশ শরীয়া (মাখতূত) হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাল মারাকী ২২৯, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৪২৭, আলবাহরুর রায়িক ২/৫২

অবশ্য শবে কদরের ফযীলত এবং এ রাতে ইবাদতের গুরুত্ব একটি সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত বিষয়।

শবে কদরের ফযীলত

শবে কদরের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে-

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝ [القدر : ١-٥]

"আমি একে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি শবে কদরে। আপনি কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) আপন প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (আর এ রাত) আগা-গোড়া শান্তি, যা সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" -সূরা কদর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ ইবাদত করবে, তার পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" -সহীহ বুখারী ১/২৭০, হাদীস ২০১৪

লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত কোন্‌টি এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" –সহীহ বুখারী ১/২৭০, হাদীস ২০১৭

আরও ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক মাস উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন এক রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল। আর একমাত্র বঞ্চিত ব্যক্তিই সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।" –সুনানে ইবনে মাজা ১/১১৯, হাদীস ১৬৪৪

ত্রিশ তারাবীর ত্রিশ ফযীলতসম্বলিত জাল বর্ণনা[১]

[জাল বর্ণনা-২৬] একদিন আলী (রা.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারাবীর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

"১. যে ব্যক্তি রমযানের প্রথম রাতের তারাবীর নামায় আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার পাপসমূহ এমনভাবে মুছে দেবেন, যেন সে সদ্যপ্রসূত শিশু।

২. যে ব্যক্তি রমযানের দ্বিতীয় রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার মুসলমান পিতা-মাতাকেও ক্ষমা করে দেবেন।

---

[১] উক্ত জাল বর্ণানাটা বহুল প্রচলিত একটি লিফলেট থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ জাল বর্ণনাটা 'দুররাতুস সালেহীন' ৮৭-৮৮ (বাংলা), 'দুররাতুন নাসেহীন'-এর উর্দু অনুবাদ 'কুররাতুল ওয়ায়েযীন' ১/৩১-৩৪ প্রভৃতি কিসসা-কাহিনীর অনির্ভরযোগ্য পুস্তকেও রয়েছে।

৩. যে ব্যক্তি রমযানের তৃতীয় রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহর আরশ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকবে, তোমার অতীতের সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি নতুন করে কাজ আরম্ভ কর।

৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্থ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, তাকে আসমানী চার কিতাব– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন তেলাওয়াত করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।

৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, তার আমলনামায় মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসায় নামায পড়ার পরিমাণ সওয়াব লেখা হবে।

৬. যে ব্যক্তি রমযানের ষষ্ঠ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে ফেরেশতাদের কেবলা বাইতুল মামুর তওয়াফ করার সওয়াব পাবে এবং সমস্ত পাথর তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করতে থাকবে।

৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে ওই ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে, যে ফেরাউন ও হামানের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর যুদ্ধ দেখেছে এবং হযরত মূসা (আ.)কে সাহায্য করেছে।

৮. যে ব্যক্তি রমযানের অষ্টম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো রহমত বর্ষণ করবেন।

৯. যে ব্যক্তি রমযানের নবম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন।

১০. যে ব্যক্তি রমযানের দশম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত বর্ষণ করবেন।

১১. যে ব্যক্তি রমযানের একাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, দুনিয়া থেকে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে আখেরাতে যাবে, যেন সে সদ্যপ্রসূত শিশু।

১২ যে ব্যক্তি রমযানের দ্বাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, কেয়ামতের ময়দানে তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে।

১৩. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রয়োদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, কেয়ামতের ময়দানে সে সকল অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে এবং মুসীবত তার কাছেও আসবে না।

১৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্দশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, ফেরেশতারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, সে তারাবীর নামায আদায় করেছে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

১৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলার আরশ ও কুরসী বহনকারী ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করবে।

১৬. যে ব্যক্তি রমযানের ষষ্ঠদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির ফরমান লিখে দেবেন।

১৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে নবীদের সমান সওয়াব দান করবেন।

১৮. যে ব্যক্তি রমযানের অষ্টাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, পুরস্কারস্বরূপ একজন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, তার ও তার পিতা-মাতার সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা থাকবেন।

১৯. যে ব্যক্তি রমযানের উনবিংশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

২০. যে ব্যক্তি রমযানের বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে শহীদ ও সালেকীনের সওয়াব দান করবেন।

২১. যে ব্যক্তি রমযানের একুশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি নূরের বালাখানা তৈরি করবেন।

২২. যে ব্যক্তি রমযানের বাইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের ময়দানে তাকে এমনভাবে ওঠাবেন যে, তার কোন দুশ্চিন্তা ও ভয় থাকবে না।

২৩. যে ব্যক্তি রমযানের তেইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করবেন।

২৪. যে ব্যক্তি রমযানের চব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার চব্বিশটি দুআ কবুল করবেন।

২৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঁচিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার কবরের আযাব দূর করে দেবেন।

২৬. যে ব্যক্তি রমযানের ছাব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে,

আল্লাহ তাআলা চল্লিশ বছরের ইবাদতের সওয়াব দ্বারা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

২৭. যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে আলোর গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

২৮. যে ব্যক্তি রমযানের আটাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার মর্যাদাকে এক হাজার গুণ বৃদ্ধি করবেন।

২৯. যে ব্যক্তি রমযানের উনত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক হাজার কবুল হজের সওয়াব দান করবেন।

৩০. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সর্বপ্রকার ফল খেতে হুকুম করবেন, সালসাবীল নদীতে গোসল করতে বলবেন এবং হাউজে কাউসারের পানি পান করতে বলবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সম্বোধন করবেন যে, আমি তোমার প্রভু এবং তুমি আমার বান্দা।

বহু পাঠক এ দীর্ঘ রেওয়ায়েতটা দেখামাত্রই এর অসারতা বুঝতে পেরেছেন, তবুও নিচে বিষয়টির আরও সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হল।

আমরা যাকে 'তারাবীর নামায' বলে থাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকে 'কিয়ামে রমযান' বলা হত। পরবর্তী সময়ে তারাবীহ নামকরণ করা হয়। 'তারাবীহ' শব্দটি 'তারবীহাতুন'এর বহুবচন।

হযরত উমর (রা.)এর যুগে যখন সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিতে নিয়মিতভাবে একই জামাতে তারাবীর নামায শুরু হল, তখন তিনিই ইমাম সাহেবকে (হাফেয সাহেবকে) প্রতি চার রাকাত অন্তর আরামের জন্য বিরতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই বিরতিকেই 'তারবীহা' বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে এ নামাযে কয়েকটি তারবীহা থাকায় এর নাম তারাবীহ হয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তাকে 'কিয়ামে রমযান' বলা হত। তাই কোন সহীহ হাদীসে 'তারাবীহ' শব্দ পাওয়া যায় না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূরণে সওয়াবের আশায় রমযানে রাত জেগে নামায আদায় করবে, তার আগের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" –সহীহ বুখারী ১/২৬৯, হাদীস ২০০৯

অন্য হাদীসে এই ইরশাদও রয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূরণে সওয়াবের আশায় শবে কদরে নামায আদায় করবে, তার আগের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" –সহীহ বুখারী ১/২৭০, হাদীস ২০১৪

উভয় হাদীসে 'কিয়াম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত জেগে নামায এবং নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকা। যদিও তাতে শব্দের ব্যাপকতায় অন্যান্য নফল ইবাদতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।

পাঠক যখন অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রমযান মাসের রাতের নামাযের নাম তারাবীহ ছিল না এবং কোন সহীহ হাদীসেও এ শব্দ নেই, তখন আপনি আশা করি সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, আলোচ্য রেওয়ায়েত (যা আজকাল হ্যান্ডবিল ইত্যাদির মাধ্যমে খুব প্রচার করা হচ্ছে তা) সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়েত।

'যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা' 'যাইলু তানযীহিশ শরীয়াতিল মারফূআ' ইত্যাদি কিতাবে উক্ত রেওয়ায়েতের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে সারগর্ভ দলিলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ পাঠকও এর অসারতা ও জাল হওয়ার বিষয় অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা তাতে বহু কথা এমন রয়েছে, যা সুস্পষ্ট বাতিল। একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে, এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হতে পারে না। যেমন, নবম রাতে তারাবীর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি উক্ত রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন।'

কোন্ মুসলমান না জানে যে, সকল বুযুর্গ এবং সকল সাহাবীর সারা জীবনের ইবাদতও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের সমান হওয়া তো দূরের কথা, তার ধারে-কাছেও পৌঁছুতে পারবে না; কোন ব্যক্তির একটি

রাতের তারাবীর সওয়াব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের সমান হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

আরও মজার ব্যাপার হল! সতেরতম রাতের তারাবীর ফযীলতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নবীদের সমান সওয়াব দান করবেন।'

এর পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এক তারাবীহ দ্বারাই কোন ব্যক্তি সকল নবী থেকে উত্তম হয়ে যাবে। কেননা, সে একাই সকল নবীর সওয়াব পাবে আর প্রত্যেক নবীর কাছে তো শুধু তাঁর নিজের সওয়াবই আছে।

শবে কদরের ব্যাপারেও অসামঞ্জস্য কথা বলা হয়েছে। শবে কদর– যা রমযানের শেষ দশকের বে-জোড় রাতসমূহের কোন এক রাত, এ রাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ইরশাদ হয়েছে–

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

'হাজার মাস থেকেও উত্তম।'

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূরণে সওয়াবের আশায় শবে কদরে নামায আদায় করবে, তার আগের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" –সহীহ বুখারী ১/২৭০, হাদীস ২০১৪

কিন্তু আলোচ্য রেওয়ায়েতটির আবিষ্কারক শবে কদরে তারাবীর যে ফযীলত বর্ণনা করেছে, তা অন্যান্য রাতের তারাবীর তুলনায় অনেক কম। বস্তুত–

دروغ گورا حافظہ نباشد۔

'মিথ্যুকের স্মরণশক্তি থাকে না।'

তারাবীর ফযীলতসম্বলিত উক্ত সুদীর্ঘ রেওয়ায়েত জাল হওয়ার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, তার কোন সনদ নেই এবং হাদীসের কোন কিতাবেও তা বিদ্যমান নেই। উলামায়ে কেরাম বিশেষত আয়িম্মায়ে হাদীস এবং আয়িম্মায়ে ফিকহ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে–

مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي إِذَا فَتَّشَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَلَمْ يُظْفَرْ بِهِ فِي جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ، بَعْدَ اسْتِقْرَارِ السُّنَنِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ كَذِبُهُ، لِعِلْمِنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ دُوِّنَتْ، وَرِوَايَةُ الْخَبَرِ بَعْدَ مَا دُوِّنَتِ الْأَخْبَارُ هِيَ رِوَايَةٌ لِمَا دُوِّنَ.

وَنَنْظُرُ فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ عَلِمْنَا كَذِبَهُ، لِأَنَّا لَمْ نُشَاهِدْهُ كَمَا لَوْ قَالَ الرَّاوِيْ: (هٰذَا الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ)، فَلَا نُشَاهِدُهُ فِيْهِ.

قَالَهُ الْقَاضِيْ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٤٣٦هـ، فِيْ كِتَابِهِ «الْمُعْتَمَدِ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ» ٢:٧٩، كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ «لَمَحَاتٍ مِنْ تَارِيْخِ السُّنَّةِ وَعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ» ص ٢٤٣ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى.

অর্থাৎ জাল বর্ণনার একটি আলামত হল হাদীসের কিতাবসমূহে অনুসন্ধান করে মুহাদ্দিসীনে কেরামের তা না পাওয়া। যেহেতু সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে, আর সে সংকলনগুলোই হাদীসের একমাত্র উৎস; তাই হাদীসের কিতাবসমূহে তালাশ করা হবে। না পাওয়া গেলে বুঝা যাবে তা মিথ্যা। কেননা আমরা দেখছি যে, হাদীসটি নেই। –আলমু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ ২/৭৯–লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাহ ২৪৩ (টীকা)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং জাল বর্ণনাসমূহ থেকে বিরত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক আমল করে তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।[১]

---

[1] قَالَ عَبْدُ الْمَالِكِ : هٰذِهِ نَكَارَاتٌ صَارِخَةٌ فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ آثَرَ الْمُؤَلِّفُ ذِكْرَهَا لِقُرْبِهَا إِلٰى أَذْهَانِ الْعَوَامِّ وَأَمَّا أَهْلُ الْفَهْمِ وَالْفِقْهِ فِي الدِّيْنِ مِمَّنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَيَعْلَمُوْنَ فِيْهَا نَكَارَاتٍ أَشَدَّ وَأَشْنَعَ مِنْ تِلْكَ النَّكَارَاتِ الَّتِيْ هِيَ فِي الظَّاهِرِ أَبْشَعُ وَأَنْكَرُ.

فَمِنْ ذٰلِكَ رِكَّةُ أَلْفَاظِهِ، وَرِكَّةُ مَعْنَاهَا، وَمُبَايَنَتُهُ مِزَاجَ النُّبُوَّةِ، وَمُفَارَقَتُهَا الْأُسْلُوْبَ النَّبَوِيَّ فِيْ أَحَادِيْثِ الْفَضَائِلِ الَّتِيْ صَحَّتْ عَنْهُ ﷺ وَثَبَتَتْ. وَهٰذِهِ أُمُوْرٌ يُدْرِكُهَا أَهْلُ الْفَنِّ مِمَّنْ كَثُرَتْ مُزَاوَلَتُهُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالْأَحَادِيْثِ الثَّابِتَةِ، وَطَالَتْ مُمَارَسَتُهُ وَصُحْبَتُهُ بِهَا، فَيَمِيْزُ مَا نَاسَبَ شَأْنَ النُّبُوَّةِ وَمَنْهَجَهَا مِمَّا لَا يُنَاسِبُهُمَا.

فَمِثْلُ هٰذِهِ النَّكَارَةِ الَّتِيْ يُدْرِكُهَا أَصْحَابُ الذَّوْقِ وَالْوِجْدَانِ الصَّحِيْحَيْنِ الْمُسَلَّمَيْنِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ: لَنَكَارَةٌ قَطْعِيَّةُ النَّكَارَةِ، حَاكِمَةٌ بِقَطْعِيَّةِ عَدَمِ ثُبُوْتِ نِسْبَتِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَتَبْيِيْنُ مِثْلِ هٰذِهِ النَّكَارَةِ بِالْأَلْفَاظِ تَهْوِيْنٌ مِنْ أَمْرِهَا وَتَخْفِيْفٌ مِنْ شَأْنِهَا فِيْ أَنْظَارِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُدْرِكُوْا مَا أَدْرَكَهُ أُولٰئِكَ. وَلَا يُمْكِنُ التَّوَسُّعُ فِيْ ذٰلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فِيْ مِثْلِ هٰذِهِ الْمُنَاسَبَةِ.

বিদায়ি জুমায় উমরি কাযার সওয়াব

২৭– مَنْ قَضٰى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذٰلِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِيْ عُمُرِهِ إِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةً. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-২৭] যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমায় ফরযের কোন একটি কাযা নামায আদায় করবে, সেটি তার জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমনিতেই রমযান মাস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এই মাসের শেষ দশকের গুরুত্ব আরও বেশি। তার ওপর আবার শুক্রবার। সব মিলে রমযানের এই শেষ জুমার দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই দিন সম্পর্কে মনগড়া কোন ইবাদত, নামায ইত্যাদি প্রবর্তন করা যাবে, নিজ থেকে কোন ফযীলত আবিষ্কার করা যাবে।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই দিনটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে অনেক রসম-রেওয়াজ ও জাল বর্ণনা সৃষ্টি হয়েছে। রমযান মাসের এই শেষ জুমার ফযীলত সম্পর্কে আজগুবি অনেক কিছুরই জনশ্রুতি আছে।[১]

ওইগুলোর মধ্যে উপরোক্ত জাল বর্ণনাটি অন্যতম। অনেকের কাছে তা 'উমরি কাযার হাদীস' নামেও প্রসিদ্ধ। মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلٰى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَقُوْمُ مَقَامَ فَائِتَةٍ سَنَوَاتٍ.

"এটা নিশ্চিত বাতিল কথা। কেননা এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, কোন একটি ইবাদত বহু বছরের অনাদায় ইবাদতের বদল হতে পারে না।" –আলমাসনূ ১৯১, আলমাওযূআতুল কুবরা ১২৫

এই উমরি কাযার বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন–

---

[১] জুমুআতুল ওয়াদার (জুমাতুল বিদার) আজগুবি বিষয়াবলি বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন–

رَدْعُ الْإِخْوَانِ عَنْ مُحْدَثَاتِ آخِرِ جُمُعَةِ رَمَضَانَ

(রদউল ইখওয়ান আন মুহদাসাতি আখিরি জুমুআতি রামাযান)

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) এ কিতাবে 'যাদুল লাবীব' 'আনীসুল ওয়ায়েযীন' 'আওরাদু রাহাতিল আবেদীন' এবং 'মিফতাহুল জিনান' নামক অনির্ভরযোগ্য কয়েকটি পুস্তিকার কিছু জাল বর্ণনা উল্লেখ করে সেগুলোর অসারতা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন।

هٰذَا مَوْضُوْعٌ بِلَا شَكٍّ

'এটা নিঃসন্দেহে জাল।' -আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ৫৪, আলআসারুল মারফূআ ৮৫

আল্লামা আজলূনী এবং আল্লামা কাউক্জী (রহ.)ও একে জাল ও ভিত্তিহীন বলেছেন। -কাশফুল খাফা ২/২৭২, আললু'লুউল মারসূ ৯১, আরও দেখুন, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২৪২, উজালায়ে নাফেয়া ২৪

রমযানের শেষ জুমার নামায সম্পর্কে আরও দু'টি জাল বর্ণনা

٢٨- مَنْ صَلّٰى فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِفَوَائِتِ عُمْرِهِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-২৮] যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমার যোহরের আগে চার রাকাত নামায পড়বে, এটা তার সারাজীবনের কাযা নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে।

এ বর্ণনাটাও জাল। -রদউল ইখওয়ান ৪১-৪৪-আত্তালীকাতুল হাফিলা আলাল আজবিবাতিল ফাযিলা ৩২

٢٩- مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ وَلَا يَدْرِيْ عَدَدَهَا فَلْيُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَفْلًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، وَيَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتُ سَبْعِ مِئَةِ سَنَةٍ كَانَتْ هٰذِهِ الصَّلَاةُ كَفَّارَةً لَهَا»، قَالَتِ الصَّحَابَةُ: إِنَّمَا عُمْرُ الْإِنْسَانِ -أَيْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ- سَبْعُوْنَ سَنَةً أَوْ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَاتَهُ وَمَا فَاتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَلِفَوَائِتِ أَوْلَادِهِ ...». [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-২৯] যার এত অধিক নামায কাযা হয়েছে যে, তার রাকাত-সংখ্যা জানা নেই, সে যেন জুমার দিনে এক সালামে চার রাকাত নফল নামায পড়ে নেয়, যার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ৭ বার আয়াতুল কুরসী, ১৫ বার সূরা কাউসার পড়বে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, সাত শ' বছরের নামায কাযা হয়ে থাকলেও উক্ত

নামায তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, মানুষ তো সত্তর-আশি বছরের হায়াত পেয়ে থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তার নিজের, পিতা-মাতার ও সন্তানদের কাযা নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে।

এটা যে একটা জাল রেওয়ায়েত তা সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন লোকের কাছেও অস্পষ্ট নয়। তথাপি বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে– রদ্দউল ইখওয়ান ৪০-৪৪–আত্‌তালীকাতুল হাফিলা আলাল আজবিবাতিল ফাযিলা ৩১-৩২

আযান ও ইকামতের শব্দসমূহের শেষ হরফ সাকিন হবে

ফিকহ ও তাজবীদের মাসআলা হিসেবে কথাটি সঠিক। এখানে আলোচনা এক তাবেঈর একটি উক্তি নিয়ে, যাকে ভুলবশত সরাসরি মারফূ হাদীস মনে করা হয় এবং তার অর্থও ভুল মনে করা হয়। উক্তিটি এই–

٣٠– اَلْأَذَانُ جَزْمٌ وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ. [لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوْعًا]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৩০] আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে।

আযান, ইকামত ও তাকবীরের বাক্যের শেষ হরফটিতে জযম হওয়ার পক্ষে অনেকে উক্তিটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তারা একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবেই উপস্থাপন করে থাকেন। বাস্তবে এটা হাদীস নয়; বরং প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী (রহ. মৃত্যু ৯৫ হিজরী)এর উক্তি।

আল্লামা সাখাবী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوْعِ ... إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ.

"মারফূ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। ... বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)এর উক্তি।"–আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯৩

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা লাখনোভী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম একই মত পোষণ করেছেন।

মোটকথা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় এবং বাক্যটির যে অর্থ করা হয় তাও সঠিক নয়। কেননা, সাধারণত মনে করা হয় এখানে 'জযম' শব্দটি সাকিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উক্তিটির এরূপ

অর্থ করা হয় যে, 'আযান, ইকামত ও তাকবীরের শেষ হরফ সাকিন করে পড়তে হবে।' অথচ জযম শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এই অর্থে ব্যবহৃত হত না; বরং এ স্থলে জযম-এর এক অর্থ হল তারতীল, অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ তারতীলের সাথে আদায় করা। আরেক অর্থ হল অস্থানে মদ না করা। অর্থাৎ আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোতে যেখানে মদ বা টান নেই সেখানে টেনে না পড়া এবং যেখানে টান আছে সেখানে অতিরঞ্জন না করা। অবশ্য একথা ঠিক যে, আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোর শেষ বর্ণ সাকিন হবে। তবে এ মাসআলাটির দলিল ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)এর উপরোক্ত উক্তিটি নয়, বরং মাসআলাটির ভিন্ন দলিল রয়েছে, যা মাআরেফুস সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

দেখুন, আততালখীসুল হাবীর ১/২২৫, আলহাভী লিল-ফাতাভী ২/৭১, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৮, আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ১০৪, আলমাসনূ ৮৩, মাওযূআতুল কুবরা ৫৬, আসসিআয়া ২/১৪৯, ফাতাওয়া শামী ১/৩৮৬, ৪১৮

আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে

٣١– مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيْمَانِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩১] যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আযানের সময় নিয়ম হল আযানের জবাব দেওয়া। মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে, শ্রোতারাও সে শব্দগুলোই বলবে। তবে 'হায়্যা আলাস সালাহ' এবং 'হায়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়বে। তারপর আযান শেষে যেকোন দরূদ পাঠ করবে। সবশেষে আযানের এ দুআ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ. [دُعَاءٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ]

এ সবই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে 'আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে' এ কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা সাগানী (রহ.) একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ১২, কাশফুল খাফা ২/২২৬, ২৪০

আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকি নষ্ট হয়ে যায়

কোন কোন এলাকায় একথাও প্রসিদ্ধ আছে যে–

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৩২] আযান দেওয়ার সময় এবং আযান শোনার সময় দুনিয়াবি কোন কথা বললে চল্লিশ বছরের নেকি নষ্ট হয়ে যায়।

এ কথাও ঠিক নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। –যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা (মাখতূত)

সহীহ হাদীসের আলোকে আযানের সময় শ্রোতার দায়িত্ব আগেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক আমলেই যত্নবান হওয়া উচিত।

[জাল বর্ণনা-৩৩] আযান বা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া ...

আযান বা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এলে কোন কোন লোককে তর্জনী আঙ্গুল দুটিতে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলাতে দেখা যায়।

তাদের এই আমলটি মূলত 'মুসনাদে দায়লামী' (যাতে প্রচুর পরিমাণে বাতিল ও মওযূ রেওয়ায়েত রয়েছে)-এর নিম্নোক্ত জাল রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভরশীল–

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، قَالَهُ، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَنْمِلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: مَنْ فَعَلَ فِعْلَ خَلِيْلِيْ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ. [حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা] "হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন মুআযযিনকে 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে শুনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দুটিতে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে দিলেন। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার দোস্তের মতো আমল করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত।"

হাফেয সাখাবী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'এটা প্রমাণিত নয়।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৫০-৪৫১

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন–

اَلْأَحَادِيْثُ الَّتِيْ رُوِيَتْ فِيْ تَقْبِيْلِ الْأَنَامِلِ وَجَعْلِهَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ ﷺ عَنِ الْمُؤَذِّنِ فِيْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ كُلُّهَا مَوْضُوْعَاتٌ.

"মুআযযিনের শাহাদাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া এবং তা চোখে মুছে দেওয়ার ব্যাপারে যতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই জাল ও বানোয়াট।" –তাইসীরুল মাকাল, ইমাদুদ্দীন ১২৩, প্রকাশকাল ২১-১৯৭৮–রাহে সুন্নত ২৪৩

এটা শুধু জাল বর্ণনাই নয়, বরং এ ব্যাপারে কোন সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ থেকেও কিছু বর্ণিত নেই।

আল্লামা লাখনোভী (রহ.) এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন–

وَالْحَقُّ أَنَّ تَقْبِيْلَ الظُّفْرَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْإِقَامَةِ وَغَيْرِهَا كُلَّمَا ذُكِرَ اسْمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا لَمْ يُرْوَ فِيْهِ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ، وَمَنْ قَالَ بِهِ فَهُوَ الْمُفْتَرِي الْأَكْبَرُ، فَهُوَ بِدْعَةٌ شَنِيْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا فِيْ كُتُبِ الشَّرِيْعَةِ، وَمَنِ ادَّعٰى فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَلَا يَنْفَعُ الْجِدَالُ الْمُوْرِثُ إِلَى الْخُسْرَانِ.

অর্থাৎ সত্য কথা হল, ইকামত কিংবা অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে নখে চুমো খাওয়া (এবং তা চোখে বুলিয়ে দেওয়া) সম্পর্কে কোন হাদীস বা সাহাবীর কোন আসার বা আমল বর্ণিত হয়নি। যে ব্যক্তি তা দাবি করবে সে চরম মিথ্যাবাদী এবং এটা একটা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বেদআত, শরীয়তের কিতাবসমূহে যার কোন ভিত্তিই নেই ...। –আস্‌সিআয়া ২/৪৬

মোল্লা আলী কারী, আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী এবং আল্লামা আজলূনী (রহ.) প্রমুখও হাফেয সাখাবী (রহ.)এর মত উল্লেখপূর্বক একই মত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আরও জানার জন্য ২১৫-২৩৯ পৃষ্ঠায় 'প্রমাণিত হাদীসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' : একটি চিঠি ও তার উত্তর' প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে। –আলমাসনূ ১৬৮-১৭০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৩৯, কাশফুল খাফা ২/২০৬-২০৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-মাওযূআ ১/১৭৩; আরও দেখুন, আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীস ৫৩ [১]

---

[১] যে ভাইদের মধ্যে এ আমলটি প্রচলিত তারা একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আন্তরিকভাবে ভেবে দেখুন। যদি এ আমলটি হাদীস বা সাহাবী কর্তৃক আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বা সহীহ আসার (সাহাবীদের উক্তি) বর্ণিত নেই, সবই জাল ও বানোয়াট। তাই এ আমল তরক করে মাসনূন আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।=

= যেমন– আযানের জবাব দেওয়া, আযান শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা। এরপর আযানের দুআ পড়া।

আর যদি তারা এ আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ করে থাকেন, তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদনের আদব মোতাবেক হতে হবে। আর তাঁর প্রতি মহব্বতের আদব আমাদেরকে তাঁরই শরীয়ত থেকে শিখতে হবে। নতুবা নিজের মনচাহি পদ্ধতিতে যদি মহব্বত নিবেদন শুরু করা হয়, তাহলে সুন্নতের বিপরীত কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিকৃষ্টতম কাজ– বেদআতের শিকার হতে হবে।

আর যদি অনুমানভিত্তিক (এবং মহব্বত প্রকাশের দাবিতেই) এ আমল করা হয়, তাহলে কেউ এমনও বলতে পারে যে, নামাযের তাশাহ্হুদ ও দরূদের যে যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুন্নত বা মুস্তাহাব হবে? তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময়ও সরাসরি বা ইঙ্গিতে যে যে স্থানে তাঁর নাম মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুন্নত বা মুস্তাহাব হবে?

কেউ এ কথাও বলতে পারে যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারকের মহব্বতের ভিত্তিতেই এ আমল করা হয়ে থাকে (এবং প্রত্যেক মুসলমানের ভেতর রাসূলের মহব্বত থাকা জরুরি এবং আছেও) তাহলে মুআযযিনের মুখে চুমো খাওয়া উচিত, যার ঠোঁট ও মুখ থেকে এ মুবারক নাম উচ্চারিত হয়েছে। আপন তর্জনী আঙুল থেকে তো তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হয়নি বা তাতে লেখাও নেই, এতে কেন চুমো খাও?

মোটকথা, শুধু অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। ইবাদত শুধু শরীয়তদাতার শিক্ষা ও হেদায়েতের আলোকেই সাব্যস্ত হতে পারে। তাই এ আমলের ব্যাপারে যখন জাল রেওয়ায়েত ছাড়া কোন সহীহ হাদীস এবং কোন সাহাবীর 'আসার'ও নেই, তারপরও এ আমলকে সুন্নত মনে করা বা এ কাজে সওয়াবের আশা করা কোন আশেকে রাসূল বা আশেকে সুন্নতের পক্ষ থেকে হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ ও জ্ঞান দান করুন এবং নবীর মহব্বত ও ইশকের অসার দাবি নয়, বরং নবীর মহব্বত ও ইশকের হাকীকত দান করুন এবং সুন্নতের অনুসরণের নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুন, আমীন।

وَقَدْ وَقَعَ هُنَا عَنِ الْمُلَّا عَلِيِّ الْقَارِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فِيْ كِتَابِهِ «الْمَوْضُوْعَاتِ الْكُبْرٰى» - دُوْنَ «الْمَصْنُوْعِ»- أَمْرٌ اِقْتَضَى التَّنْبِيْهَ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا الْحَدِيْثَ الْمَبْحُوْثَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: «ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ السَّخَاوِيُّ: لَا يَصِحُّ، وَأَوْرَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الرَّدَّادُ فِيْ كِتَابِهِ «مُوْجِبَاتِ الرَّحْمَةِ» بِسَنَدٍ فِيْهِ مَجَاهِيْلُ، مَعَ انْقِطَاعٍ، عَنِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكُلُّ مَا يُرْوٰى فِيْ هٰذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ الْبَتَّةَ». ثُمَّ عَقَّبَهُ الْقَارِيْ قَائِلًا: «وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصِّدِّيْقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ». =

= وَفِيْ هٰذَا ذُهُوْلٌ شَدِيْدٌ مِنَ الْقَارِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى، فَإِنَّ الرِّوَايَةَ لِلْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ وَاحِدَةٌ، مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْقِسْمِ الْمَرْفُوْعِ وَالْقِسْمِ الْمَوْقُوْفِ مَعًا، وَلَمْ يُرْوَ فِيْهِ عَمَلُ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ غَيْرِ سَنَدِ الدَّيْلَمِيِّ الْمَذْكُوْرِ الَّذِيْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيْثُ، اَلْقِسْمُ الْمَرْفُوْعُ مِنْهُ وَالْمَوْقُوْفُ، وَالَّذِيْ قَالَ فِيْهِ السَّخَاوِيُّ: لَا يَصِحُّ، يَعْنِيْ أَنَّهُ مَوْضُوْعٌ أَوْ مَطْرُوْحٌ، كَمَا هُوَ الْمَفْهُوْمُ مِنْ هٰذَا الْإِطْلَاقِ فِيْ كُتُبِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَوْضُوْعَاتِ.

وَإِذَا كَانَ عَمَلُ الصِّدِّيْقِ لَمْ يُرْوَ إِلَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ الْمَوْضُوْعِ فَمِنْ أَيْنَ يَتَأَتّٰى لِلْقَارِيْ أَنْ يَقُوْلَ: «وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصِّدِّيْقِ...»!!، ثُمَّ بَعْدَ ثُبُوْتِ الرِّوَايَةِ عَنِ الصِّدِّيْقِ –كَمَا يَزْعُمُهُ الْقَارِيْ– كَيْفَ تَكُوْنُ مَوْضُوْعَةً؟!!

وَلَا عُذْرَ لَهُ فِيْ قَوْلِ السَّخَاوِيِّ فِيْ آخِرِ الْبَحْثِ: «وَكُلُّ مَا يُرْوٰى فِيْ هٰذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ الْبَتَّةَ»، فَإِنَّ السَّخَاوِيَّ إِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ أَوْرَدَ فِيْ أَثْنَاءِ بَحْثِهِ عَنِ الْحَدِيْثِ رِوَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الصُّوْفِيَّةِ وَأَشْبَاهِهِمْ أَنَّ التَّقْبِيْلَ الْمَذْكُوْرَ كَانَ مِنْ عَمَلِهِمْ، وَكَانَ ذٰلِكَ ثَابِتًا عَنْهُمْ، فَلِأَجْلِ هٰذَا قَيَّدَ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ: (رَفْعُهُ)، وَلَا يَعْنِيْ بِذٰلِكَ أَنَّ رِوَايَةَ الدَّيْلَمِيِّ الْمَذْكُوْرَةَ صَحِيْحَةٌ مَوْقُوْفَةً، كَيْفَ وَإِنَّهَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ مَوْضُوْعَةٌ، لَا رِوَايَتَانِ، أَحَدُهُمَا مَرْفُوْعَةٌ، وَهِيَ مَوْضُوْعَةٌ، وَالْأُخْرٰى مَوْقُوْفَةٌ، وَهِيَ صَحِيْحَةٌ!!، وَلِذَا قَالَ السَّخَاوِيُّ عِنْدَ مَا تَكَلَّمَ عَلٰى رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ: «لَا يَصِحُّ»، وَأَطْلَقَ ذٰلِكَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَوْلِهِ: (رَفْعُهُ).

وَلَمَّا نَقَلَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى فِيْ حَاشِيَةِ «الْمَصْنُوْعِ» لِعَلِيٍّ الْقَارِيْ ص ١٦٩–١٧٠، قَوْلَهُ الْمَذْكُوْرَ عَنْ «الْمَوْضُوْعَاتِ الْكُبْرٰى» لَهُ، عَقَّبَهُ قَائِلًا:

«فَكَانَ تَعَقُّبُهُ لَا مَعْنٰى لَهُ إِلَّا الْخَطَأَ، إِذْ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ، ثُمَّ هُوَ مَرْفُوْعٌ كَمَا سَبَقَ نَصُّهُ فِي التَّعْلِيْقَةِ السَّابِقَةِ، وَالْمُؤَلِّفُ يَطِيْبُ لَهُ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ التَّعَقُّبَاتِ حُبُّ الْاِسْتِدْرَاكِ وَلَوْ بِتَأْوِيْلٍ بَعِيْدٍ لَا يَقُوْمُ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ.

وَلَا تَغْتَرَّ بِقَوْلِ الطَّحْطَاوِيِّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلٰى «مَرَاقِي الْفَلَاحِ» آخِرَ (بَابِ الْأَذَانِ) بَعْدَ ذِكْرِهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ: «وَكَذَا رُوِيَ عَنِ الْخَضِرِ، وَبِمِثْلِهِ يُعْمَلُ فِيْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ»، فَهُوَ كَلَامٌ مَرْدُوْدٌ بِمَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَابِدِيْنَ فِيْ «رَدِّ الْمُحْتَارِ» ١: ٢٦٧ بُطْلَانَ هٰذَا الْحَدِيْثِ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِيْ «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» ٣: ١٧: «إِنَّ كِتَابَ الْفِرْدَوْسِ فِيْهِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ مَا شَاءَ اللهُ!...». اِنْتَهٰى مَا نَقَلْتُهُ مِنْ حَاشِيَةِ «الْمَصْنُوْعِ».

هٰذَا، وَإِنَّ الْعَجْلُوْنِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى –كَعَادَتِهِ– قَدْ تَبِعَ ذُهُوْلَ الْقَارِيْ الْمَذْكُوْرَ، فَنَقَلَهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ، فَلَا يَنْبَغِي الْاِغْتِرَارُ بِذٰلِكَ، وَرَاجِعْ إِنْ شِئْتَ كِتَابَ «الْمِنْهَاجِ الْوَاضِحِ» (راه سنت) لِمَوْلَانَا الشَّيْخِ سَرْفَرَازْ خَانْ صَفْدَرْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى ص ٢٤٠.

মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা

٣٤- مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩৪] যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলবে আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ করে দেবেন।

আল্লামা সাগানী (রহ.) 'রিসালাতুল মাওযূআত' পৃষ্ঠা ৫-এ এবং আল্লামা কাউক্‌জী (রহ.) 'আললু'লুউল মারসূ' পৃষ্ঠা ৭৮-এ একে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী (রহ.) আল্লামা আজলূনী (রহ.) এবং আল্লামা শাওকানী (রহ.) সাগানী (রহ.)এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। –আলমাসনূ ১৮২, আলমাওযূআতুল কুবরা ১১৭, কাশফুল খাফা ২/২৪০, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৪৪

এ বিষয়ের আরেকটা জাল বর্ণনা

٣٥- اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩৫] মসজিদে (দুনিয়াবি) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন পশু ঘাস খেয়ে খতম করে ফেলে।

এটাও একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি। –গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ২/২৫৭–আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

কাশফুল খাফা ১/৩৫৪, আলমাওযূআতুল কুবরা ৬২, আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফিল আসফার–ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন ১/২২৩, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৪৪ ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩১ ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত জাল বর্ণনাটা এভাবেও বলা হয়–

٣٦- اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩৬] মসজিদে (দুনিয়াবি) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে।

এটাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। –গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ২/২৫৭ –আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

আল্লাহর ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হল নামাযের জন্য এবং যিকির, তালীম ও অন্যান্য দ্বীনী আমলের জন্য। একে দুনিয়াবি কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া নাজায়েয। তবে কোন দ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে অথবা উযরবশত আরামের জন্য মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবি কোন বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। তার বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কারও নামায বা ইবাদতে যেন কোন সমস্যা না হয়। দ্রষ্টব্য, সহীহ বুখারী ১/৬৩, ৬৪, ৬৫, মুসাফফা–রদ্দুল মুহতার (শামী) ১/৬৬২, আললু'লুউল মারসূ ৭৮

আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত

৩৭– صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ خَاتَمٍ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩৭] আংটি পরে এক রাকাত নামায আংটিবিহীন সত্তর রাকাতের সমান সওয়াব।

এটা হাদীস নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহ.) একে জাল বলেছেন। –আলমাকাসিদুল হাসানা ৩১, আলমাসনূ ১১৮, আলমাওযূআতুল কুবরা ৭৮, কাশফুল খাফা ২/২৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/২৪২, আললু'লুউল মারসূ ৪৭

পাঁচওয়াক্ত জামাতের পাঁচ প্রকার সওয়াব

৩৮– مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ آدَمَ خَمْسِيْنَ حِجَّةً، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ نُوْحٍ أَرْبَعِيْنَ حِجَّةً أَوْ ثَلَاثِيْنَ حِجَّةً...

[জাল বর্ণনা-৩৮] যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন হযরত আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে ৫০বার হজ করল। আর যে ব্যক্তি যোহরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন হযরত নূহ (আ.)এর সঙ্গে ৩০/৪০ বার হজ করল ...।

আল্লামা সাগানী (রহ.) একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ৬, কাশফুল খাফা ২/২৫৭-২৫৮

মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী এবং আল্লামা শাওকানী (রহ.)ও একে জাল বলেছেন। –তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৫৫

জামাতের সঙ্গে নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে।জাল বর্ণনার পরিবর্তে সেগুলোর প্রচার-প্রসার করা কর্তব্য।

পাগড়িসহ দু'রাকাতে ৭০ রাকাত

٣٩– رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ مِنْ غَيْرِهَا. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৩৯] পাগড়িবিশিষ্ট দু'রাকাত নামায পাগড়িবিহীন ৭০ রাকাতের চেয়েও উত্তম।

পাগড়ি আরবের একটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক। ইসলামপূর্ব আরবেও পাগড়ির ব্যবহার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি ব্যবহার করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগেও পাগড়ির ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

তাঁরা বিশেষত কোন মজলিস বা অনুষ্ঠানে যেতে পাগড়ির প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এমনিভাবে নামাযেও তাঁরা পাগড়ি পরতেন। এমন নয় যে, শুধু নামাযেই পরতেন অথবা কেবল ফরয নামাযে। পাগড়িকে নামাযের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা শুধু নামাযের আমল মনে করা মূলত পাগড়ির মাসনূন ব্যবহাররীতির পরিপন্থী। –ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২৫৭, নফউল মুফতী ওয়াসসায়েল ২৪৪-২৪৬

তাআমুলে সলফ ও ফিক্‌হ-ফতোয়ার কিতাবে যা পাওয়া যায় তা থেকে কখনও এটা প্রমাণিত হয় না যে, পাগড়ি নামাযের খাছ আমল। যদিও কিছু মুনকার রেওয়ায়েতকে সহীহ বা আমলযোগ্য যয়ীফ মনে করার কারণে কেউ কেউ দাবি করেছেন, পাগড়ি নামাযের সুন্নত। এমনকি কেউ কেউ এ ধারণাও করে থাকেন যে, পাগড়ি ছাড়া নামাযে ইমামতি করা মাকরূহ।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) এ ধারণার খণ্ডন করেছেন। ওইসব মুনকার বর্ণনার একটি হল–

'পাগড়িবিশিষ্ট দু'রাকাত নামায পাগড়িবিহীন পঁচিশ রাকাতের সমান।'

'পাগড়িবিশিষ্ট একটি জুমা পাগড়িবিহীন সত্তর জুমার সমান।'

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) 'লিসানুল মীযান' ৩/২৪৪-এ একে মওযূ বলেছেন এবং হাফেয সুয়ূতী (রহ.) 'যাইলুল লাআলিল মাসনূআ' ১/৪২৭ (বর্ণনা নং ৫০৭)-এ ইবনে হাজার (রহ.)এর কথা উদ্ধৃত করেছেন।
আরেকটি মুনকার বর্ণনা হল–
'পাগড়িবিশিষ্ট নামায দশ হাজার নেকির সমান।'
এটাকেও শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ.) এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) মওযূ বলেছেন। –আলমাকাসিদুল হাসানা ৩১৩, সালাতুন বি-খাতামিন-এর আলোচনায়, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৪২৯ (বর্ণনা নং ৫০৯)

এ বিষয়ে অধিক প্রসিদ্ধ মুনকার রেওয়ায়েত হল সেটা যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি– 'পাগড়িবিশিষ্ট দু'রাকাত নামায পাগড়িবিহীন সত্তর রাকাতের চেয়েও উত্তম।' এটাও এক রাকাতে পঁচিশ রাকাতের বর্ণনার মতোই একটা বাতিল বর্ণনা। শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ.) বলেছেন, এটা প্রমাণিত নয়। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) স্পষ্টভাষায় বলেছেন, এটা বাতিল। –শরহু জামিয়িত তিরমিযী, ইমাম ইবনে রজব ৮৩/২ (পাণ্ডুলিপি)[১] আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৪৬ (আল-আমাইমু তীজানুল আরব-এর অধীন)

উল্লেখ্য, এই মুনকার বর্ণনাগুলোর সম্পর্ক পাগড়িসহ নামাযের বিশেষ সওয়াব ও ফযীলতের সঙ্গে। এগুলো বাতিল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, পাগড়ি শরয়ী লেবাস হওয়ার কোন দলিল নেই বা নামাযে পাগড়ি পরা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমন ভুল বুঝার কোন অবকাশ নেই। আগেই বলা হয়েছে,

---

(١) نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْجُزْءِ الْمَحْفُوْظِ إِلَى الْآنِ مِنْ مَخْطُوْطَةِ شَرْحِهٖ عَلَى جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ، اَلشَّيْخُ اَلْأَلْبَانِيُّ فِيْ سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ بِرَقْمِ ١٢٨، وَنَصُّهٗ: «سُئِلَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِيْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ- عَنْ شَيْخٍ نَصِيْبِيٍّ يُقَالُ لَهٗ: مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قِيْلَ لَهٗ: رَوٰى شَيْئًا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ؟ قَالَ: هٰذَا كَذَّابٌ، هٰذَا بَاطِلٌ». وَهٰذَا حُكْمٌ مِنَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِبُطْلَانِ الْمَتْنِ، وَلَيْسَ حُكْمًا فَقَطْ بِوَضْعِ هٰذَا الْإِسْنَادِ الْخَاصِّ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ عِبَارَتِهٖ، فَافْهَمْ، ثُمَّ إِنَّهٗ لَا عِبْرَةَ بِإِيْرَادِ السُّيُوْطِيِّ إِيَّاهُ فِي «الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ» فَإِنَّ مَتْنَهٗ مُنْكَرٌ، وَحَالُ إِسْنَادِهٖ أَوْهٰى وَأَنْكَرُ، فَإِنَّ فِيْ إِسْنَادِهٖ مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، رَاجِعْ سِيَاقَ السَّنَدِ وَالْكَلَامَ عَلَيْهِ فِيْ «سِلْسِلَةِ الضَّعِيْفَةِ» أَيْضًا بِرَقْمِ ٥٦٩٩ ج١٢/١ص ٤٤٦

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি পরতেন এবং খাইরুল কুরূনে পাগড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল, যার ধারাবাহিকতা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এখনও বিদ্যমান। হাদীস ও আসার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত, খাইরুল কুরূনে নামাযের মধ্যেও পাগড়ির 'তাআমুল' ছিল। মুহাদ্দিসগণ যা খণ্ডন করেছেন তা হল 'এক রাকাতে সত্তর রাকাত বা পঁচিশ রাকাত'-এর বিষয়টি। তা না হলে পাগড়িকে কে অস্বীকার করেছে? আর এর অবকাশই বা কোথায়!

কিতাবুল জিহাদ, ইবনে আবি আছেম-এ যুবায়ের ইবনে 'জাওয়ান' থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আনসারী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করল, পাগড়ি কি সুন্নত? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ (সুন্নত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী ২১/৩০৭, কিতাবুল লিবাস, বাবুল আমাইম)

বাকি থাকল এটি কি সুন্নতে মাকসূদা, না সুন্নতে আদিয়া? হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর কথা থেকে বুঝা যায়, তিনি একে সুন্নতে আদিয়া মনে করতেন। অন্য কোন আলেমের এখানে ভিন্ন মতও থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হলেও আমাদের দ্বীনদার হালকায় এখন পাগড়ির সুন্নতটি যথেষ্ট অবহেলার শিকার।

পাগড়ি বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দু'টি কিতাব দেখা যেতে পারে– (১) আদদিআমা ফী আহকামি সুন্নাতিল ইমামা, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর কাত্তানী। (২) আদদিআমা ফিল বাহসি আন আহাদীসি ওয়া-আসারিল ইমামা, মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাতে ৭০ রাকাত

٤٠- رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْأَعْزَبِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৪০] বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাতের চেয়েও উত্তম।

কুরআন মাজীদে এবং নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসে বিয়ের অনেক ফযীলত এসেছে। তবে বিয়ের ফযীলতসম্বলিত উপরোক্ত কথা হাদীস নয়। ইমাম ইবনুল জাওযী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা কাউকজী (রহ.) প্রমুখ একে জাল বলেছেন। –কিতাবুল মাওযূআত ২/১৬৪, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১২৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/২০৫, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৫৬, আললু'লুউল মারসূ ৩৯

একই বিষয়ের আরও জাল বর্ণনা

٤١- رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ.[مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৪১] বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি রাকাতের চেয়েও উত্তম।

ইবনুল জাওযী, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম একে বাতিল ও জাল বলেছেন।

–আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৫৬, মীযানুল ইতিদাল ৪/১০০, লিসানুল মীযান ৬/২৭; আরও দ্রষ্টব্য, ফয়যুল কাদীর ৪/৩৮, তানযীহুশ শরীয়া ২/২০৫

প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ পালন

٤٢- إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَ هٰذَا الْبَيْتَ أَنْ يَحُجَّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ سِتُّ مِئَةِ أَلْفٍ، فَإِنْ نَقَصُوْا أَكْمَلَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ، وَإِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوْسِ الْمَزْفُوْفَةِ وَكُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتّٰى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُوْنَ مَعَهَا. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৪২] আল্লাহ তাআলা কাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতি বছর ৬ লাখ হাজী হজ পালন করবে। হাজীর সংখ্যা কম হলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কাবা শরীফকে হাশরের ময়দানে নববধূর সাজে উপস্থিত করা হবে। আর যারা হজ পালন করেছে তারা কাবার আঁচল ধরে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। এরপর কাবা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তারাও কাবার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কাবার বহু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই এবং তা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী (রহ.) বলেন–

لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

'আমি এর কোন ভিত্তিই পাইনি।' –তাখরীজে ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৫২ (ইহ্য়াসহ)

মোল্লা আলী কারী, আল্লামা কাউক্জী, মুরতাজা যাবীদী এবং আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখ ইরাকী (রহ.)এর কথা সমর্থন করেছেন। –আলমাসনূ ৬৩, আললু'লুউল মারসূ ২৭, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৪/২৭৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৪২

সপ্তাহের রাতদিনের নফল নামায

ভূমিকা : নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। সর্বাধিক পালনীয় ইবাদতসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল নামায। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পাশাপাশি অনেক নফল নামাযও রয়েছে এবং সেগুলোরও বহু ফযীলত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাও।' –সূরা বাকারা ১৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, যখন কোন বিপদ দেখা দিত নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

হযরত হুযায়ফাতুব্‌নুল ইয়ামান (রা.) বলেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

[সহীহ হাদীস] 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে পেরেশান হলেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।' –সুনানে আবু দাউদ ১/১৮৭, হাদীস ১৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৩৭, হাদীস ২২৭৮৮

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণও বিভিন্ন সমস্যায় নফল নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করতেন। এ ছাড়াও নফল নামাযের যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে এবং ফরযে ঘাটতি দেখা দিলে নফল নামায দ্বারা তা পূরণ করা হবে, ফরযের পরিপূরক হিসেবে তা গণ্য হবে।

ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ».

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন বান্দার

আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। তা যথাযথ হলে সে কামিয়াব ও সফলকাম হবে। নামাযের হিসাব যথাযথ না হলে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফরয নামাযে কোন ঘাটতি দেখা দিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না? এরপর নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অনুরূপ নিয়মে তার সকল আমলের হিসাব নেওয়া হবে।" –জামে তিরমিযী ১/৯৪, হাদীস ৪১৩, সুনানে নাসায়ী ১/৫৪-৫৫, হাদীস ৪৬৫

অন্যত্র এই নফল নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আরও ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ.

[সহীহ হাদীস] "বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি কাউকে ভালোবাসলে আমি তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে। (যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকাশ পায়, তাই এ কথা বলা হয়েছে যে, আমিই যেন তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা, যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে না, তাঁর বিধানের খেলাফ হাত-পা নাড়ে না, বরং যা কিছু করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও হুকুমের আওতায় থেকে করে, তখন আর চোখ, কান, হাত ও পা নিজের থাকল না, কার্যত সবই আল্লাহ তাআলার হয়ে গেল।) যদি সে আমার কছে চায়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই দান করব, যদি সে আমার আশ্রয় কামনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেব।" –সহীহ বুখারী ২/৯৬৩

এই ফযীলত সব নফল নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও প্রত্যেক নফল নামাযের পৃথক পৃথক বহু ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যা একত্র করতে হলে বিরাট কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হবে।

আমরা এখানে (নির্ভরযোগ্য-সূত্রে-বর্ণিত) হাদীসের আলোকে প্রমাণিত কিছু নফল নামাযের নাম উল্লেখ করছি। (এগুলোর পৃথক পৃথক ফযীলত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।)

১-তাহাজ্জুদ, ২-তাহিয়্যাতুল ওযূ, ৩-ইশরাক ও চাশত, ৪-তাহিয়্যাতুল মসজিদ, ৫-সালাতুল হাজত, ৬-ইস্তেখারার নামায, ৭-তওবার নামায, ৮-মুসীবতের নামায, ৯-সূর্যগ্রহণের নামায, ১০-ইস্তেসকা তথা বৃষ্টি কামনার নামায, ১১-সালাতুল আওয়াবীন ইত্যাদি।

হাদীসের আলোকে প্রমাণিত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন নফল নামায থেকে উম্মতকে মাহরূম করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ের বিশেষ পদ্ধতির নফল নামাযের আবিষ্কার হয়েছে অসংখ্য এবং এসব বানোয়াট নফল নামাযের জন্য জাল করা হয়েছে অনেক অনেক ফযীলতসম্বলিত বর্ণনা। এই ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু অতিপ্রসিদ্ধ নামায সম্পর্কীয় জাল বর্ণনার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কিছু মতামত উল্লেখ করা হল।

সপ্তাহের সকল দিনরাতে বিশেষ পদ্ধতির বিশেষ ফযীলতপূর্ণ বহু নামাযই আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন–

[জাল বর্ণনা-৪৩] যে ব্যক্তি শনিবার দিন প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসি দিয়ে ৪ রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতি হরফের বিনিময়ে হজ ও ওমরার সওয়াব দান করবেন। প্রতি হরফের বিনিময়ে এক বছর দিনে রোযা এবং রাতে নামায আদায়ের নেকি দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের সওয়াব দান করবেন এবং সে ব্যক্তি নবী ও শহীদদের সঙ্গে আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবে।

শনিবার রাতেরও এ ধরনের একাধিক নামায রয়েছে। এমনিভাবে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ও রাতে এ ধরনের বহু নামাযের কথা পাওয়া যায়, যার অনেকগুলোই সমাজে প্রচলিত। এ প্রকার নামায সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহ.) দিনরাতের বিভিন্ন নামাযের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন–

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِيْ أَيَّامِ الْأُسْبُوْعِ وَلَيَالِيْهِ شَيْئٌ.

'সপ্তাহের দিনরাতের নামায সম্পর্কীয় কোন বর্ণনাই প্রমাণিত নয়।' –তাখরীজে ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৯২, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩৮১, আলআসারুল মারফূআ ৫৬

আল্লামা মাজ্দুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব ফিরোযাবাদী (রহ.)ও বলেছেন–

لَا يَصِحُّ فِيْ صَلَاةِ الْأُسْبُوْعِ شَيْءٌ.

'সপ্তাহের নামায সম্পর্কে কোন বর্ণনাই সঠিক নয়। অর্থাৎ এ নামায সম্পর্কীয় সবগুলো বর্ণনাই জাল।' –আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৭২, তাযকিরাতুল মাওযূআত (পাট্টনী রহ.) ৪১

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) সপ্তাহের দিনরাতের এ জাতীয় কয়েকটি নামায সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর বলেন, 'একইভাবে রবিবার দিন, রবিবার রাত, সোমবার দিন, সোমবার রাত, মঙ্গলবার দিন, মঙ্গলবার রাত এবং অনুরূপভাবে সপ্তাহের অবশিষ্ট দিন ও রাতের (নামাযের) হাদীসগুলো জাল করা হয়েছে।' –আলমানারুল মুনীফ ৫০, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৫৪, আলআসারুল মারফূআ ৫৭

অন্যত্র তিনি আরও বলেন–

أَحَادِيْثُ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيْ، كَصَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ، وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ، وَيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، وَلَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ، إِلَى آخِرِ الْأُسْبُوْعِ، كُلُّ أَحَادِيْثِهَا كَذِبٌ.

"দিনরাতের নফল নামায-বিষয়ক বর্ণনাসমূহ– যেমন রবিবার দিনের নামায, রবিবার রাতের নামায, সোমবার দিনের নামায, সোমবার রাতের নামায, সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সবকটি দিনের সবগুলো বর্ণনা মিথ্যা ও জাল।" –আলমানারুল মুনীফ ৯৫, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৬৪, আলআসারুল মারফূআ ৫৮

এ ছাড়াও বহু মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ ধরনের নামায হাদীসসিদ্ধ নয় বলে জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো জাল হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী, ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়া, হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী, মোল্লা আলী কারী, মুরতাযা যাবীদী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী এবং কামালুদ্দীন কাউক্জী (রহ.) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য, আলমানারুল মুনীফ ৪৮-৫০, তাখরীজে ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৮৮-২৯২, আললাআলিল মাসনূআ ২/৪৮-৫২, তানযীহুশ শরীয়া ২/৮৪-৮৭, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৪১-৪৩, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৫৪-১৫৫, ১৬৪-১৬৫, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩৭২-৩৮২, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৬৯-৭২, আলআসারুল মারফূআ ৪৭-৫৮, আললু'লুউল মারসূ ৪৭

তাহলে বুঝা গেল, দিনের নামায ফজর, যোহর (জুমার দিন জুমা) ও আসর আর রাতের নামায মাগরিব ও ইশা– এগুলো হল ফরয নামায। রাতের

নামাযের মধ্যে রয়েছে বিতর, যা ওয়াজিব। এছাড়া প্রমাণিত অন্যান্য নফল নামাযের আলোচনা আগে করা হয়েছে। মনগড়া বানানো নামাযসমূহ বাদ দিয়ে জামাতের সঙ্গে ফরয নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি এবং যথাসাধ্য প্রমাণিত নফল নামাযগুলো পড়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বছরের অন্যান্য সময়ের নামায

সপ্তাহের দিনরাতের মতো বছরের অন্যান্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাস, দিন ও রাতে আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট ফযীলতসম্পন্ন বহু নামায আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে এসব নামায ও হাদীস সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ফযীলতের মাস, দিন বা রাতের ইবাদতের ব্যাপারে একটি মৌলিক বিধান জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিধানটি হল, কোন মাস, দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা এ বিষয় অনিবার্য হয়ে যায় না যে, উক্ত সময়ে কোন বিশেষ ধরনের ইবাদতও থাকবে, বরং কোন বিশেষ ইবাদতকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলতে হলে স্বতন্ত্র দলিল থাকা জরুরি। কে না জানে জুমার রাতের কত ফযীলত! তবে যেহেতু এতে কোন সুনির্দিষ্ট ইবাদত নেই, তাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ.

[সহীহ হাদীস] 'তোমরা (সপ্তাহের) অন্যান্য রাত বাদ দিয়ে শুধু জুমার রাতকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করো না।' –সহীহ মুসলিম ১/৩৬১, হাদীস ১১৪৪

বুঝা গেল, কোন দিন বা রাতের ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা সে দিন বা রাতের বিশেষ কোন ইবাদত প্রমাণিত হয়ে যায় না। নতুবা জুমার রাতের ইবাদত এবং জুমার দিনের রোযার বিশেষত্বকে হাদীস শরীফে অস্বীকার করা হত না। –হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ২/৫৩, ফাতহুল মুলহিম ৩/১৫৬

তেমনিভাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণভাবে নামায পড়ার কথা প্রমাণিত হলে এতে করে সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ পদ্ধতির স্বপক্ষে কোন স্বতন্ত্র দলিল না থাকবে। কারণ ইবাদতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাওকীফী তথা ওহী-নির্ভর, কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা কোন ইবাদত বা তার ধরন নির্ধারণ করার

অবকাশ শরীয়তে নেই। -আলই'তিসাম ১/৪৪৫-৫১৪, ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম ১০৯-১২৭, ঈযাহুল হাককিস সারীহ

আফসোসের বিষয় যে, এই মূলনীতি উপেক্ষা করে অনেকে ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোর বিশেষ পদ্ধতির নামায বা আমল আবিষ্কার করেছে। শবে বরাতের নামায, শবে কদরের নামায, শবে মেরাজের নামায এবং লাইলাতুর রাগায়েবের নামায-এসব একই শ্রেণিভুক্ত। সবগুলো সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা তো মুশকিল এবং প্রয়োজনও নেই। অতি প্রসিদ্ধ ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি সময়ের নামায এবং জাল বর্ণনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

শবে মেরাজ

রজব মাসের ২৭ তারিখ শবে মেরাজ নামে প্রসিদ্ধ। শুধু এ তারিখই নয়, বরং রজবের প্রথম শুক্রবারকে কেন্দ্র করেও বিশেষ নামায উদ্ভাবিত হয়েছে, যাকে 'সালাতুর রাগায়েব' বলা হয়। অনুরূপ রজবের ১, ১০ ও ১৫ তারিখকে কেন্দ্র করেও বিশেষ পদ্ধতির নামায এবং এ-সংক্রান্ত হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলোর মান বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন-

لَمْ يَصِحَّ فِيْ شَهْرِ رَجَبَ صَلَاةٌ مَخْصُوْصَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ وَالْأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ فَضْلِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ فِيْ أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبَ كَذِبٌ وَبَاطِلٌ لَا تَصِحُّ، وَهٰذِهِ الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذٰلِكَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنَ الْحُفَّاظِ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ، وَأَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ. إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُتَقَدِّمُوْنَ لِأَنَّهَا أُحْدِثَتْ بَعْدَهُمْ. وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ، فَلِذٰلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمُتَقَدِّمُوْنَ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوْا فِيْهَا.

"মাহে রজবে বিশেষ কোন নামায প্রমাণসিদ্ধ নয়। রজবের প্রথম শুক্রবারে সালাতুর রাগায়েবের ফযীলত-বিষয়ক বর্ণনাসমূহ বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে এটা একটা নব আবিষ্কৃত নামায। পরবর্তী যুগের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম যারা এটাকে বেদআত আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু ইসমাঈল আনসারী, আবু বকর ইবনে সামআনী, আবুল ফযল ইবনে নাসের ও আবুল ফারায ইবনুল জাওযী (রহ.) প্রমুখ। পূর্ববর্তীরা এ নিয়ে আলোচনা করেননি। কেননা

তাঁদের (ইন্তেকালের বেশ) পরে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। চারশ হিজরীরও পরে এটার প্রকাশ ঘটে। তাই পূর্ববর্তীদের নিকট এটার পরিচয় ঘটেনি এবং তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি।" –লাতায়েফুল মাআরেফ ১৩১

আল্লামা নববী (রহ.)ও সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির নামাযকে বেদআত আখ্যা দেওয়ার পর বলেন–

وَلَا يَغْتَرَّ بِذِكْرِهِمَا فِيْ كِتَابِ «قُوْتِ الْقُلُوْبِ» وَ«إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ»، وَلَا بِالْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ فِيْهِمَا، فَإِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ بَاطِلٌ.

"আবু তালেব মক্কী (রহ.) কূতুল কুলূব-এ এবং ইমাম গাযযালী (রহ.) ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে এ নামায দু'টি এবং এ-সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার কারণে ধোঁকায় পড়বেন না। কেননা, সবগুলোই বাতিল ও ভিত্তিহীন।" –আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ৩/৫৪৯

আল্লামা লাখনোভী (রহ.) বলেন–

وَلَا اعْتِبَارَ لِوُقُوْعِ حَدِيْثِهَا فِي الْغُنْيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الصُّوْفِيَّةِ، فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيْ بَابِ ثُبُوْتِ الْحَدِيْثِ هُوَ نَقْدُ الرِّجَالِ لَا كَشْفُ الرِّجَالِ.

'গুন্য়াতুত তালেবীন প্রভৃতি কিতাবে সালাতুর রাগায়েবের বর্ণনাটি উল্লিখিত হওয়ার কোন মূল্য নেই। কারণ হাদীস প্রমাণের ভিত্তি সনদ, কাশ্ফ নয়।' –আলআসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ ৭৬

মাহে রজব ও শবে মেরাজের নামায ও জাল বর্ণনাসমূহের অসারতা আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে– ইবনে দেহইয়া (রহ.) কর্তৃক প্রণীত 'আদাউ মা ওয়াজাব', হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) কৃত 'তাবয়ীনুল আজব', আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর 'মা সাবাতা বিস-সুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ'।

আরও দেখুন, আলমাওযূআত ২/৪৬-৪৯, আলমানারুল মুনীফ ৯৫-৯৭, তাখরীজে ইহ্য়া–ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৯৬, আললাআলিল মাসনূআ ২/৫৫-৫৯, তানযীহুশ শরীয়া ২/৮৯-৯০, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৪২২-৪২৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৭৩-৭৫, আলআসারুল মারফূআ ৫৮-৭০

শবে বরাত

বছরের ফযীলতপূর্ণ সময়ের মধ্যে শবে বরাত অন্যতম। শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখের দিনগত রাতই হল শবে বরাত। নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসের

আলোকে এ রাতের ফযীলত সুপ্রমাণিত। তাই এ রাতে বিশেষভাবে তেলাওয়াত, নামায, যিকির-আযকার, ইস্তেগফার, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদতে মনোনিবেশ করা উচিত। তবে এ রাতে বিশেষ ফযীলতবিশিষ্ট নির্দিষ্ট পদ্ধতির কোন নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। এসংক্রান্ত যেসব বর্ণনা কোন কোন অনির্ভরযোগ্য পুস্তকে পাওয়া যায় তার সবগুলোই জাল। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) শবে বরাতের প্রমাণিত দিকটির আলোচনা শেষে এ প্রকৃতির নামায ও মনগড়া বর্ণনার অসারতা বয়ান করার এক পর্যায়ে বলেন–

قَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذِكْرِ أَمْثَالِ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ فِي الْإِحْيَاءِ، وَقُوْتِ الْقُلُوْبِ، وَالْغُنْيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الصُّوْفِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِيْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الْإِحْيَاءِ: «حَدِيْثُ صَلَاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ حَدِيْثٌ بَاطِلٌ».

"এ বিষয়টি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, কূতুল কুলূব, গুনয়াতুত তালেবীন ইত্যাদি গ্রন্থে এ ধরনের নামাযের যে উল্লেখ এসেছে এর কোন মূল্য নেই। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহ.) 'তাখরীজে ইহ্য়া'-এ শবে বরাতের নামাযের বর্ণনাটিকে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন।" –আলআসারুল মারফূআ ৯২

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– কিতাবুল মাওযূআত ২/৪৯-৫২, আলমানারুল মুনীফ ৯৮-৯৯, তাখরীজে ইহ্য়া–ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৯৬, আললাআলিল মাসনূআ ২/৫৯-৬০, তানযীহুশ শরীয়া ২/৯২-৯৪, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৬৫, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৪২৫-৪২৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৭৫-৭৬, আলআসারুল মারফূআ ৮২-৮৫

শবে মেরাজ ও শবে বরাত ছাড়াও বছরের অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ সময়– যেমন আশুরা তথা ১০ মহররম, শবে কদর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা পদ্ধতির নামায আবিষ্কৃত হয়েছে। ওইসবের খণ্ডনে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই, বরং শবে মেরাজ ও শবে বরাতের আলোচনা থেকেই আশা করি পাঠকমহল এসব ক্ষেত্রেও রাহনুমায়ি ও পথ-নির্দেশনা পাবেন।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে– কিতাবুল মাওযূআত ২/৪৫, ৫২-৫৬, আল্লাআলিল মাসনূআ ২/৫৪, ৬০-৬৩, তানযীহুশ শরীয়া ২/৮৯, ৯৪-৯৫, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৪৩, ৪৬, ৪৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৭৬-৭৯, আলআসারুল মারফূআ ৮৬-৯০

তবুও আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.)এর একটি উক্তি দ্বারা এ আলোচনার ইতি টানছি। তিনি আলআসারুল মারফূআ-এর ভূমিকায় বলেন–

قَدْ سَأَلَنِيْ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ صَلَاةِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَكَمِّيَّتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ثَوَابِهَا، فَأَجَبْتُ بِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ فِيْ رِوَايَةٍ مُعْتَبَرَةٍ صَلَاةٌ مُعَيَّنَةٌ كَمًّا وَكَيْفًا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ الْمُبَارَكَةِ. وَكُلُّ مَا ذَكَرُوْهُ فِيْهِ مَصْنُوْعٌ، مَوْضُوْعٌ لَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ اعْتِقَادِ ثُبُوْتِهِ وَالْاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ مَعَ اعْتِقَادِ تَرَتُّبِ أَجْرِهِ الْمَخْصُوْصِ عَلَيْهِ.

"আমাকে আশুরার নামাযের ধরন, রাকাতসংখ্যা ও সওয়াবের ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল। আমি জবাব দিলাম, আশুরা এবং বছরের অন্যান্য বরকতপূর্ণ দিনে নির্দিষ্ট রাকাতে বিশেষ নিয়মের কোন নামায নির্ভরযোগ্য কোন রেওয়ায়েতে আসেনি। এ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে সবই বানোয়াট ও জাল। এগুলোর ওপর আস্থা, সুনির্দিষ্ট সওয়াবের আকীদা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে–এ বিশ্বাসের সঙ্গে আমল করা যাবে না।" –আলআসারুল মারফূআ ৮

পরিশেষে আবারও বলছি, আমাদের আলোচনা সাধারণ নফল ইবাদত বা নফল নামাযের ব্যাপারে নয়। নফল নামাযের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন, নফল নামাযের সাধারণ নিয়মে যেকোন সূরা মিলিয়ে, যত রাকাত ইচ্ছে সে পড়তে পারে, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ফযীলতপূর্ণ মাস, দিন বা রাতের নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট সওয়াববিশিষ্ট কোন নামায শরীয়তে প্রমাণিত নেই এবং এ-সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা রয়েছে, সবগুলোই জাল। সর্বাবস্থায়ই তা পরিত্যাজ্য। তাই এসব ভিত্তিহীন বর্ণনায় বিবৃত নিয়ম ও সওয়াবের প্রতি লক্ষ না করে সাধারণভাবে ইবাদত করাই কাম্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং শরীয়তসিদ্ধ ইবাদত পালনে মনোনিবেশ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ

٤٤– حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৪৪] স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।

জন্মভূমির মহব্বত, জন্মভূমির প্রতি মনের টান, হৃদয়ের আকর্ষণ মানুষের

স্বভাবজাত বিষয়, একটি মহৎগুণ। অন্তরে জন্মভূমির ভালোবাসা, মায়া-মহব্বত ও মনের আগ্রহ থাকা ঈমান-পরিপন্থী কিছু নয়; কিন্তু ঈমান ও দেশের প্রশ্নে ঈমানকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তবে উপরোক্ত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী (রহ.) একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ৭

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ الْحُفَّاظِ.

'হাফেযে হাদীস মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই।' –আলমাসনূ ৯১

আরও দ্রষ্টব্য, আলমাকাসিদুল হাসানা ২১৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ১১০, মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৫, আলমাওযূআতুল কুবরা ৬১, আললু'লুউল মারসূ ৩৩

মুমিনের ঝুটা ওষুধ

٤٥– سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৪৫] মুমিনের ঝুটা ওষুধ।

মানুষের মুখে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুমিনের উচ্ছিষ্ট ওষুধ এবং তারা একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জ্ঞান করে থাকেন, অথচ এটা তাঁর হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন–

لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَرْفُوْعٌ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে তার কোন ভিত্তি নেই। –আলমাসনূ ১০৬

আল্লামা মুহাম্মাদ নাজমুদ্দীন গাযযী (রহ.)ও বলেছেন যে, এটা হাদীস নয়। –কাশফুল খাফা ১/৪৫৮

খাবার শেষে পাত্র পরিষ্কার না করা, একসঙ্গে খাওয়ার সময় অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার বা পানীয় ঘৃণা করা ইত্যাদি নিন্দনীয়। তাই খাবার শেষে পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং অন্যের উচ্ছিষ্টকে ঘৃণা না করা উচিত। এমনকি আল্লাহওয়ালাদের উচ্ছিষ্ট দ্বারা বরকত অর্জনের প্রমাণও পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَخَالِدٌ عَلٰى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِيْ:«اَلشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا»، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوْثِرُ عَلٰى سُؤْرِكَ أَحَدًا.

[সহীহ হাদীস] "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি আর খালেদ ইবনে ওলীদ মাইমূনা (রা.)এর কাছে গেলে তিনি পাত্রে করে আমাদের জন্য দুধ হাজির করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেন। আমি ছিলাম তাঁর ডান দিকে আর খালেদ বাম দিকে। তাই তিনি আমাকে বলেন, আগে পান করার হক তোমারই, তবে তুমি ইচ্ছে করলে খালেদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি (ইবনে আব্বাস) বললাম, আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৮৪

মুমিনের থুথু ওষুধ

٤٦– رِيْقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৪৬] মুমিনের থুথু ওষুধ।

অনেকে মনে করে মুখের লালা বা থুথু ওষুধ এবং তারা একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও মনে করে থাকে। বস্তুত 'মুমিনের থুথু ওষুধ' কথাটা হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَرْفُوْعٌ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। –আলমাসনূ ১০৬

আল্লামা আজলূনী (রহ.)ও বলেছেন, এটা হাদীস নয়। –কাশফুল খাফা ১/৪৩৬

থুথু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত যা পাওয়া যায় তা এই–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هٰكَذَا، -وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا- «بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفٰى بِهِ سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

[সহীহ হাদীস] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ কোন আঘাত বা রোগ-বালাইয়ের অভিযোগ করলে তিনি শাহাদাত আঙ্গুলে থুথু দিয়ে মাটিতে রাখতেন। এরপর উক্ত স্থানে থুথু ও ধূলিমাখা আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে বলতেন– بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا (আল্লাহর নামে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের জমির মাটি এবং আমাদের কারও থুথু দ্বারা আমাদের রোগী আরোগ্যলাভ করুক।) –সহীহ মুসলিম ২/২২৩, হাদীস ২১৯৪, সহীহ বুখারী ২/৮৫৫, হাদীস ৫৭৪৫

পাকস্থলি সকল রোগের কেন্দ্র

٤٧– اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৪৭] পাকস্থলি রোগকেন্দ্র এবং পরিহার করে চলা মহৌষধ।

অনেকেই একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মনে করে থাকে, মূলত এটা তাঁর বাণী নয়। এটা একটা ডাক্তারি উপদেশমূলক কথা। হারেস ইবনে কালাদা নামে একজন নামজাদা আরব্য ডাক্তার ছিলেন। তিনি এটা বলেছেন।

পাকস্থলি রোগের প্রধান কেন্দ্র। পাকস্থলি আক্রান্ত হলে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব পড়ে। সংযত থাকা, বেছে চলা এবং অখাদ্য-কুখাদ্য পরিহার করা– সবগুলো কথাই সঠিক এবং বাস্তবসম্মত। হাদীসেও বিভিন্নভাবে এর প্রমাণ রয়েছে। তাই বলে উক্তিটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি যা বলেছেন, করেছেন বা সমর্থন জানিয়েছেন শুধু সেগুলোকেই হাদীস বলা যাবে।

দ্রষ্টব্য, আলমাসনূ ১৭২, আলমাওযূআতুল কুবরা ১১০, আত্তাযকিরা ১৪৫, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৫৫, কাশফুল খাফা ২/২১৪, আললু'লুউল মারসূ ৭৩

লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ

٤٨– عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৪৮] তোমরা লবণ ব্যবহার কর। কেননা তা সত্তরটি রোগের ওষুধ।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। এটা একটা জাল বর্ণনা, যার পুরো বাক্যটি নিম্নরূপ–

إِذَا أَكَلْتَ فَابْدَأْ بِالْمِلْحِ، وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ، فَإِنَّ الْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً: اَلْجُنُوْنُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ... [مَوْضُوْعٌ]

লবণ দিয়ে খাবার শুরু এবং শেষ কর। কেননা লবণ সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা– পাগলামি, কুষ্ঠ, শ্বেত ...।

ইমাম বাইহাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কায়্যিম, হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহ.) প্রমুখ একে জাল বলেছেন। –দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ ৭/২২৯, আলমানারুল মুনীফ ৫৫, আললাআলিল মাসনূআ ২/৩৭৪-৩৭৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/২৪৩, ৩৩৯

এ সম্পর্কিত আরেকটি জাল হাদীস

٤٩– مَنْ أَكَلَ الْمِلْحَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ الطَّعَامِ، فَقَدْ أَمِنَ مِنْ ثَلَاثِ مِئَةٍ وَسِتِّيْنَ نَوْعًا مِنَ الدَّاءِ، أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৪৯] যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায়, সে তিন শ ষাটটি রোগ থেকে নিরাপদ থাকে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল।

হাফেয সুয়ূতী (রহ.) এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহ.) একে জাল বলেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১৪২, আলমাসনূ ৭৪ (টীকা), তানযীহুশ শরীয়া ২/২৬৬

নখ কাটার নিয়ম

٥٠– بَدَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِمُسَبِّحَتِهِ الْيُمْنٰى، وَخَتَمَ بِإِبْهَامِهِ الْيُمْنٰى، وَابْتَدَأَ فِي الْيُسْرٰى بِالْخِنْصَرِ إِلَى الْإِبْهَامِ. [لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতের তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন।

নখকাটার ধারাবাহিকতা ও নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রমাণস্বরূপ হাদীস হিসেবে একে উল্লেখ করে থাকেন, অথচ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। নখ কাটার নির্দিষ্ট নিয়ম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নেই। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফাতহুল বারী-এর ১০/৩৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন, 'নখ কাটার নিয়ম সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়।'

আল্লামা সাখাবী (রহ.) আলমাকাসিদুল হাসানা-এর ৩৬২ পৃষ্ঠায় বলেন, নখ কাটা সম্পর্কে নির্দিষ্ট দিন ও নিয়ম-সম্বলিত কোন হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)এর নামে যে পঙক্তিটি উল্লেখ করা হয়, তা সম্পূর্ণ বাতিল।

হাফেয ইরাকী (রহ.) তারহুত তাসরীব,শরহুত তাকরীব-এ বলেন, "নখ কাটা (-এর বিশেষ নিয়ম) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়।" –ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ২/৪১১

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সকল ভালো কাজে ডানকে প্রাধান্য দিতেন, তাই এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, ডানদিক থেকে নখ কাটা মুস্তাহাব। এছাড়া যেকোন নিয়মই নির্ধারণ করা হোক না কেন, তাকে সুন্নত বলার কোন অবকাশ নেই। বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–

তাখরীজে ইহ্য়া ১/১৪১, আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ১/৩৩৯, ফাতহুল বারী ১০/৩৫৭-৩৫৯, আলমাসনূ ১৩০, কাশফুল খাফা ২/৯৬, আললু'লুউল মারসূ ৫৬, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ২/৪১১

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, একটু আগে শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ.)এর যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দিনে নখ কাটা সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত আছে সেগুলো প্রমাণিত নয়; এর দ্বারা তিনি সেসব রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলোতে সপ্তাহের প্রতিটি দিনে নখ কাটার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো অবশ্যই অপ্রমাণিত। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি শুক্রবার নখ ও মোচ কাটতেন। –সুনানে কুবরা, বাইহাকী ৩/২৪৪

এ বিষয়টি কোন কোন 'মারফূ' হাদীসেও এসেছে, যদিও সনদ ও সূত্রের বিচারে সেগুলো যয়ীফ। –শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ১২/১১২-১১৪

উল্লিখিত 'আসার' এবং ওই হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কিছু ফকীহ বলেছেন, প্রতি শুক্রবার নখ কাটা মুস্তাহাব। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, যার নখ দ্রুত লম্বা হয় সে শুক্রবার আসার অপেক্ষায় থাকবে কিংবা কেউ শুক্রবার নখ কাটতে ভুলে গেল, সে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-এ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নখ কাট। উত্তরে লোকটি বলল, আগামীকাল শুক্রবার, তাই কাল কাটব। সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন,

এখনই কেটে নাও। সুন্নত আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক না।' –মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৯৬, জুমুআ অধ্যায়

যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান

٥١– مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ إِبْلِيْسُ.[لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫১] যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান।

যে ব্যক্তি তার মুরুব্বি তথা দ্বীনদার উস্তাদ, নেক পিতা-মাতা অথবা কোন হক্কানি বুযুর্গের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না, সে ব্যক্তি সাধারণত শয়তানের ফাঁদে পড়ে থাকে। এ জন্য হক্কানি উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং নেককারদের সোহবত অবলম্বন করার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে। তবে উল্লিখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়, কোন হক্কানি বুযুর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তিমাত্র।

খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.)-এর মালফূযাত তথা বাণীসংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'-এ আছে, "মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন–

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ إِبْلِيْسُ

(যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান) এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বলেন, না, এটা মাশায়েখের বাণী।" –ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ–আস্‌সুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়াতিল আলিয়্যা ৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৬১

অনেকে উপরোক্ত কথাটাকে হাদীস মনে করে নামমাত্র বাইআতকে (পীরের হাতে হাত দেওয়াকে) ফরযে আইন মনে করে থাকে, যা নিতান্তই ভুল। পক্ষান্তরে অনেকে হক্কানি উলামা মাশায়েখের সোহবত ও সংশ্রবের মোটেও প্রয়োজনবোধ করে না, যা আরও মারাত্মক ভুল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৩৬-২৩৮, তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ৭৩-৭৮

যে নিজেকে চিনল সে রবকে চিনল

٥٢– مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.[لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫২] যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে।

এটা হাদীস নয়, কোন বুযুর্গের বাণীমাত্র।
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) একে ভিত্তিহীন বলেছেন। তিনি বলেন-

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا هُوَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهٗ إِسْنَادٌ.

'এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, হাদীসের কোন কিতাবেও তা নেই এবং তার কোন সনদও নেই।' –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৬/৩৪৯
তা ছাড়া ইমাম নববী (রহ.)ও এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয় বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাদের কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকলেও হাদীস না হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। আবুল মুযাফফার ইবনে সামআনী (রহ.) এ সম্পর্কে তার অভিমত দিতে গিয়ে বলেছেন, এটা ইয়াহ্য়া ইবনে মুআয রাযীর উক্তি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।
দ্রষ্টব্য, আত্‌তাযকিরা ১২৯, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৯০-৪৯১, আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ১৭৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১, আলমাসনূ ১৮৯, আলমাওযূআতুল কুবরা ১২২, কাশফুল খাফা ২/২৬২, আললু'লুউল মারসূ ৮৬, রিসালাতুল মাওযূআত ৪

প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী

٥٣- مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيْهِمْ وَلِيُّ اللهِ، لَا هُمْ يَدْرُوْنَ بِهٖ، وَلَا هُوَ يَدْرِيْ بِنَفْسِهٖ.[لَا أَصْلَ لَهٗ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৩] সমবেত প্রতিটি জনসমষ্টিতেই আল্লাহর একজন ওলী থাকেন। তারাও জানে না সে কে, এমনকি সে নিজেও জানে না।
এ কথাটা নিম্নোক্ত শব্দে অধিক প্রসিদ্ধ–
[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৪] প্রতি চল্লিশ জনে একজন আল্লাহর ওলী থাকেন।
মুহাদ্দিস ইবনে আবিল ইয়য (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

لَا أَصْلَ لَهٗ، وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ قَدْ يَكُوْنُوْنَ كُفَّارًا، وَقَدْ يَكُوْنُوْنَ فُسَّاقًا يَمُوْتُوْنَ عَلَى الْفِسْقِ.

অর্থাৎ এটার কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটাও বাতিল। কেননা কখনও গোটা জামাতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক।

মোল্লা আলী কারী (রহ.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'এই বর্ণনাটা মিথ্যা, হাদীসগ্রন্থের কোথাও এর অস্তিত্ব নেই।' –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১১/৬০, শরহুল আকীদাতিত ত্বহাবিয়া ৩৪৭-৩৪৮, আলমাসনূ ১৬১, আলমাওযূআতুল কুবরা ১০৬, কাশফুল খাফা ২/১৯৪

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত

٥٥– لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.[لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৫] আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমার একটি সময় নির্ধারিত আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা নবীও আমার (কাছে আসার) সুযোগ পায় না।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী (রহ.) উক্তিটা উল্লেখ করার পর বলেন, 'এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।' –আলমাসনূ ১৫১, আলমাওযূআতুল কুবরা ১০২; আরও দেখুন, কাশফুল খাফা ২/১৭৩-১৭৪, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪২০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৯০

মরার আগে মর

٥٦– مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا.[لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৬] মরার আগে মর।

এটা একটা নসীহতমূলক কথা, হাদীস নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'হাদীস হিসেবে এটা প্রমাণিত নয়।' –আলমাসনূ ১৯৮, আলমাওযূআতুল কুবরা ১২৯, আলমাকাসিদুল হাসানা ৫১০, কাশফুল খাফা ২/২৯০

অবশ্য মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। উক্ত ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের পরিবর্তে সেগুলোই বর্ণনা করা উচিত। নিচে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হল–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ» فَقَالَ لِيْ اِبْنُ عُمَرَ: «إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ غَدًا».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

[সহীহ হাদীস] "মুজাহিদ (রহ.) হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে মুসাফির কিংবা পথিকের মতো বসবাস করবে এবং নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, এরপর ইবনে উমর (রা.) আমাকে লক্ষ করে বললেন, সকাল হলে তুমি সন্ধ্যার আশা করো না। অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। তেমনি সন্ধ্যা হলে সকালের আশা করো না। অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জান না আগামী কাল তোমার নাম কী হবে? (মৃত না জীবিত)।" –সহীহ বুখারী ২/৯৪৯, হাদীস ৬৪১৬, জামে তিরমিযী ২/৫৯, হাদীস ২৩৩৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ২/৪৭১-৪৭২, হাদীস ৬৯৮

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِيْ الْمَوْتَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অধিক পরিমাণে সকল স্বাদ বিনষ্টকারী অর্থাৎ মৃত্যুর কথা স্মরণ কর।" –জামে তিরমিযী ২/৫৭, হাদীস ২৩০৭, সুনানে নাসায়ী ১/২০২, হাদীস ১৮২৪

আন্না-সু কুল্লুহুম হালকা ...

٥٧– اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكٰى إِلَّا الْعَالِمُوْنَ، وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكٰى إِلَّا الْعَامِلُوْنَ، وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكٰى إِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ، وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ.
[لَاأَصْلَ لَهٗ]

[জাল বর্ণনা-৫৭] আলেমগণ ব্যতীত সবাই ধ্বংসের পথে, আবার আমলদার আলেমগণ ব্যতীত খোদ আলেমরাও ধ্বংসের পথে। আমলদার আলেমরাও ধ্বংসের পথে, তবে যারা ইখলাসওয়ালা; আর ইখলাসওয়ালারা আছেন ভীষণ ভয়ের মধ্যে। [১]

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। বরং সামান্য শব্দের ব্যবধানে শায়েখ সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তুস্তারী (রহ. মৃত্যু ২৮৩ হি.)-এর উক্তি। কথাটি তাৎপর্যবহ এবং উপদেশপূর্ণ। তার উদ্ধৃতি হিসেবে বা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী হিসেবে তা উল্লেখ করা যেতে পারে, হাদীস হিসেবে নয়। আল্লামা সাগানী (রহ.) প্রমুখ হাদীস বিশারদ একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ৫, কাশফুল খাফা ২/৩১২, ইক্তিযাউল ইলমিল আমালা ২৮-২৯

ইলম, আমল ও ইখলাসের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও নির্ভরযোগ্য-সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে, যা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেই যত্নবান হওয়া উচিত।

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৮] আযানের দুআয় 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি

আযানের জবাব শেষে যেকোন দরূদ পাঠ করে শ্রোতারা যে দুআ পাঠ করে থাকে, সে দুআয় অনেকে 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' অংশটুকু বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণত লোকেরা একে হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ মনে করে থাকে, অথচ তা হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'এই হাদীসের (আযানের দুআ সম্বলিত) কোন সনদসূত্রেই 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ'এর উল্লেখ নেই।' –আত্তালখীসুল হাবীর ১/২১০

আল্লামা সাখাবী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

لَمْ أَرَهُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ.

'এটা আমি কোন রেওয়ায়েতেই দেখিনি।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ২৫৪

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন–

وَزِيَادَةُ «وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ» وَخَتْمُهُ بِـ «يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، لَا أَصْلَ لَهُمَا.

---

[১] এ জাল বর্ণনাটা কোথাও هَلْكَى কোথাও مَوْتَى কোথাও غَرْقَى শব্দে বলা হয়ে থাকে।

'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি করা এবং 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' দ্বারা শেষ করা–এ দু'টির কোন ভিত্তিই নেই।

উল্লেখ্য, ইবনুস সুন্নী (রহ.) সংকলিত 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ'এর হায়দারাবাদের সংস্করণে যদিও 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' শব্দ দু'টির উল্লেখ আছে, কিন্তু এটা মূলত লিপিকর বা প্রকাশকের ভুল। পরবর্তী সময়ে এ কিতাবটির একাধিক তাহকীককৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোয় এ শব্দ দু'টি নেই। তাছাড়া ইবনুস সুন্নী (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী (রহ.)এর মাধ্যমে। আর ইমাম নাসায়ী (রহ.)এর 'সুনান' ও 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ' উভয় গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানেও শব্দ দু'টি নেই।

–শরহুল মিনহাজ ২/১১৪, রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৮, আসসিআয়া ২/৪৭, মিরকাতুল মাফাতীহ ২/১৬৩, কাশফুল খাফা ১/৪০২, মাআরেফুস সুনান ২/২৩৮-২৩৯, রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআহ শরহে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ৪/৩৬৫

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৯] আযানের দুআয় 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' বৃদ্ধি

আযানের দুআর শেষাংশে অনেকে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন'ও বৃদ্ধি করে থাকে এবং একে হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ মনে করে থাকে, অথচ এটাও হাদীসে বর্ণিত আযানের দুআর অংশ নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ মর্মে বলেন–

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ لَيْسَتْ أَيْضًا فِيْ شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ.

অর্থাৎ আযানের দুআসম্বলিত হাদীসের কোন সূত্রে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' অংশটুকুও নেই। –আত্‌তালখীসুল হাবীর ১/২১০

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)এর একটি উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন–

وَزِيَادَةُ «وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ» وَخَتْمُهُ بِـ «يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، لَا أَصْلَ لَهُمَا.

'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি করা এবং 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' দ্বারা শেষ করা, এ দু'টির কোন ভিত্তিই নেই। –শরহুল মিনহাজ ২/১১৪, রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৮, আসসিআয়া ২/৪৭

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

وَأَمَّا زِيَادَةُ «يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، فَلَا وُجُوْدَ لَهَا فِيْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ.

'হাদীস-বিষয়ক কোন গ্রন্থে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' অংশটুকুর কোন অস্তিত্বই নেই।' –মিরকাতুল মাফাতীহ ২/১৬৩, আরও দ্রষ্টব্য, মাআরেফুস সুনান ২/২৩৯

[ভিত্তিহীন বর্ণনা- ৬০] নামায শেষে 'হায়্যিনা রাব্বানা বিস্সালাম ...

আমরা নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত নিচের দুআটি পড়ে থাকি–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [دُعَاءٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ]

কিন্তু অনেকেই এ দুআর সঙ্গে আরও কিছু বাক্য বৃদ্ধি করে থাকে। তারা 'ওয়া-মিনকাস সালাম'-এর পর–

وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ. [لَا يُوْجَدُ فِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُوْرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ]

বাক্য বৃদ্ধি করে থাকে। এটা নামাযের পর বর্ণিত উক্ত দুআর অংশ হিসেবে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

وَأَمَّا مَا يُزَادُ بَعْدَ «مِنْكَ السَّلَامُ» مِنْ نَحْوِ «وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ ...». فَلَا أَصْلَ لَهُ، بَلْ مُخْتَلَقٌ بَعْضِ الْقُصَّاصِ.

'আর 'ওয়া-মিনকাস সালাম'-এর পর যে 'ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম ...' বৃদ্ধি করা হয়, এর কোন ভিত্তি নেই; বরং এগুলো কোন কিসসা-কাহিনীকারদের বানানো।' –মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৩৫৮, আসসিআয়া ২/২৫৮

উক্ত দুআয় কেউ কেউ আবার 'ওয়া-তাবারাক্তা'এর পর 'ওয়া-তাআলাইতা'ও বৃদ্ধি করে থাকে। এটাও উক্ত দুআর অংশ হিসেবে পাওয়া যায় না। –কাশফুল খাফা ১/১৮৬

উল্লেখ্য, فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ এ বাক্যটি অন্য আরেকটি দুআর অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) থেকে বর্ণিত, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখলে তিনি এ দুআ পড়তেন– اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ১৫৯৯৮, ১৬০০১

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং ১৬০০০ থেকে বুঝা যায় সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) এ দুআটি হযরত উমর (রা.) থেকে শিখেছেন।

একটি জরুরি সতর্কীকরণ

এখানে কোন কোন পাঠকের সংশয় হতে পারে– দুআ একটি ইবাদত, শরীয়ত দুআর ব্যাপারে এ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যে, দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে মানুষ দুআ করতে পারে। এরপরও এ তাহকীকের কী অর্থ যে, অমুক দুআর অমুক শব্দ কোন হাদীসে নেই?

এ সংশয়ের সমাধান এই যে, অবশ্যই এ কথা ঠিক যে, দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে মানুষ যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে দুআ করতে পারে, তবে দুআর মৌলিক নীতিমালায় নিচের তিনটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–

১. যেসব স্থানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সহীহ হাদীসে দুআ বর্ণিত আছে– যাকে 'দুআয়ে মা'ছুর' বা 'মা'ছুর দুআ' বলা হয়– সেখানে মা'ছুর দুআর প্রতি যত্নবান হওয়াই সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত দুআ পরিত্যাগ করে অন্যসব দুআ অবলম্বন করা আদৌ ঠিক নয়; বরং তা পরিত্যাজ্য। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/৫২৫, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৫/৫৭৮, মুনাজাতে মকবুল ৮৮-৮৯)

২. মা'ছুর দুআগুলো যে শব্দে বর্ণিত সেগুলোয় কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু সেভাবে রেখেই আমল করা শ্রেয়। নিজের পক্ষ থেকে যদিও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে, তবে এরূপ করা অনুত্তম। (ফাতহুল বারী ১১/১১৬, লামিউদ দারারী ৩/৩৫২, মুনাজাতে মকবুল ৮৮-৮৯)

৩. মা'ছুর দুআয় যদি কেউ কোন বাক্য বৃদ্ধি করে, তাহলে অতিরিক্ত বাক্যকে মা'ছুর দুআর অংশ মনে করা নাজায়েয। অর্থাৎ এরূপ মনে করা যে, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন এ অংশটুকু তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ অংশটুকু তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। তাই একে তাঁর তালীমের অংশ সাব্যস্ত করা কীভাবে সহীহ হবে?

ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে হবে। এক হল মা'ছুর দুআর মধ্যে কোন বাক্য বাড়িয়ে পড়ে নেওয়া, আরেক হল বর্ধিত অংশকে মা'ছুর দুআর অন্তর্ভুক্ত মনে করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দিয়েছেন বলে জ্ঞান করা– উভয়টি এক নয়। প্রথমটি যদিও অনুত্তম, তথাপি তা জায়েয; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা এতে নবীজীর ওপর মিথ্যারোপ করা হয়। এ জন্যই দেখা যায়, উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম আপন আপন রচনাবলিতে এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান যে, যেসব দুআ মা'ছুর নয় কিংবা কোন শব্দ বা বাক্য মা'ছুর তথা হাদীসে বর্ণিত নয়– সেগুলো মা'ছুর না হওয়া এবং নবীজী থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কথা প্রমাণভিত্তিক বিস্তারিত

আলোচনা করে থাকেন; যাতে দ্বীনের সবকিছুই হুবহু সে আঙ্গিকেই সংরক্ষিত থাকে যে আঙ্গিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন।

মায়্যিতের জন্য খতমে তাহলীল

٦١–مَنْ هَلَّلَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ يَكُوْنُ بَرَاءَةً لِلْمَيِّتِ مِنَ النَّارِ.
[لَا أَصْلَ لَهُ]

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৬১] ৭০ হাজার বার কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করলে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। ইবনে তাইমিয়া (রহ.)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

لَيْسَ هٰذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا، وَلَا ضَعِيْفًا.

'এটা সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন সনদেই বর্ণিত নয়।' –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/৩২৩

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কালেমা পাঠ করা একটি সওয়াবের কাজ। আর মৃত ব্যক্তির নামে ঈসালে সওয়াব করলে তা পৌঁছে থাকে। শরীয়তের অন্যান্য দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু এ নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং উক্ত সওয়াবের কথা কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও নয়। কাশফের ভিত্তিতে কোন বুযুর্গ এরূপ বলে থাকলেও তাকে হাদীস বলার কোন অবকাশ নেই।

ইবাদতে কোন বেদআত নেই

٦٢– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِلَّا بِدْعَةً فِي الْعِبَادَةِ [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬২] ইবাদত-সংক্রান্ত ছাড়া প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা।

শরীয়তপ্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আকীদা ও ইবাদতসংক্রান্ত বেদআতই হল নিকৃষ্টতম বেদআত। এ দু'টি বিষয়েই সবচেয়ে বেশি বেদআত সংঘটিত হয়েছে। তাই ইবাদতসংক্রান্ত বেদআতকে গোমরাহির আওতামুক্ত রাখা মূলত শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষায় বিকৃতি সাধন করা, যার উদ্দেশ্য শরীয়তে হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেকে এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে পেশ করে থাকে। বাস্তবে এটা তাঁর হাদীস নয়। কথাটার সনদে রয়েছে

একাধিক মিথ্যাবাদী। হাফেয সুয়ূতী, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী এবং মোল্লা আলী কারী (রহ.) প্রমুখ একে জাল বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। –যাইলুল লাআলী ৪৮, তানযীহুশ শরীয়া ১/৩২০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৬, আলমাওযূআতুল কুবরা ৯২, আলমাসনূ ১৩৫, কাশফুল খাফা ২/১২০, আললু'লুউল মারসূ ৬০

পৃথিবী ষাঁড়ের শিঙের ওপর

٦٣- إِنَّ الْأَرْضَ عَلٰى صَخْرَةٍ، وَالصَّخْرَةُ عَلٰى قَرْنِ ثَوْرٍ، فَإِذَا حَرَّكَ الثَّوْرُ قَرْنَهٗ تَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَتَحَرَّكَتِ الْأَرْضُ، وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬৩] পৃথিবী একটি পাথরের ওপর। পাথরটি একটি ষাঁড়ের শিঙের ওপর। যখন ষাঁড় শিং হেলায় তখন পাথর নড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও প্রকম্পিত হয়। আর এটাই হল ভূমিকম্প।

অনেকে একে হাদীস মনে করে থাকে। বাস্তবে হাদীসে নববীর সঙ্গে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এবং ইমাম আবু হায়্যান (রহ.) প্রমুখ হাদীসবিদগণ একে অবাস্তব ও জাল বলেছেন।

ভূমিকম্প আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি নিদর্শন। বিজ্ঞানের একজন সাধারণ পাঠকেরও জানা আছে, এর বাহ্যত কারণ কী। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দেখুন, আলমানারুল মুনীফ ৭৮, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ৩০৫

কিসসা-কাহিনী

আমাদের দেশে ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনার এক বিশাল উৎস হল কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলি। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কত যে অলীক, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা সত্য বা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে, এর কোন ইয়ত্তা নেই! হাদীসের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সামান্য হলেও তাতে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ভেবে দেখে এটা তাঁর হাদীস কি না। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলি সম্পর্কে কোন প্রকার যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনই বোধ করে না। কোন ওলী, বুযুর্গের জীবন-চরিত সম্পর্কে যার কাছে যা কিছু শুনে বা যেকোন বই-পুস্তকে যা কিছু পায় তা-ই বিশ্বাস করে ফেলে বা বর্ণনা

করতে শুরু করে। একটু ভেবেও দেখে না, এটা সত্য কি অসত্য, প্রমাণিত কি অপ্রমাণিত? অথচ এরূপ করা মোটেও ঠিক নয়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[সহীহ হাদীস] 'কারও মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে সব-ই (যাচাই-বাছাই ছাড়া) বলে বেড়ায়।' –সহীহ মুসলিম ১/৮, হাদীস ৫

তাই কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কমপক্ষে এতটুকু যাচাই তো অবশ্যই করতে হবে যে, তা কোন বাতিল বা মিথ্যা কথা তো নয়। এমন তো নয় যে, তা কুরআন, হাদীস, দ্বীন ও শরীয়তের বিধানাবলির বা ঈমান-আকীদার পরিপন্থী।

কিসসা-কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডারের অনেক কথাই অমূলক, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। অনেকগুলোই শরীয়তের বিধিবিধান, ঈমান-আকীদা তথা দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস্য-বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এসব ঈমান-আকীদা-পরিপন্থী চমকপ্রদ আশ্চর্য কিসসা-কাহিনী দ্বারা কেউ কেউ ওয়াযের মাহফিলও গরম করে থাকেন। তাই যার-তার কাছে কোন কিসসা-কাহিনী শুনে বা যেকোন পুস্তকে দেখে তা সঠিক জ্ঞান করা যাবে না; বরং যাচাই-বাছাইয়ের পর মিথ্যা, বাতিল ও অলীক কিসসা-কাহিনী, ঘটনাবলি আমাদের পরিহার করতে হবে। নিচে দু'টি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

[মিথ্যা ঘটনা] ১. একদিন রাবেয়া বসরী (রহ.) এক হাতে আগুন আরেক হাতে পানি নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, পানি দিয়ে জাহান্নামের আগুন নেভাতে এবং আগুন দিয়ে জান্নাত জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছি। কেননা মানুষের ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা জান্নাতের লোভে এবং জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করছে। (নাউযুবিল্লাহ!)

[মিথ্যা ঘটনা] ২. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)এর কাছে এক বৃদ্ধা তার মৃত ছেলে জীবিত হওয়ার জন্য দুআ চায়। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তার হায়াত শেষ হয়ে গেছে। তাই জীবিত হবে না। আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন, তার হায়াত শেষ হয়েছে বলেই তো আপনার কাছে বলছি। মোটকথা, দুআ কবুল না হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়ে মালাকুল মওতের হাত থেকে রূহের থলে

ছিনিয়ে নেন। এরপর থলের মুখ খুলে দিলে সকল রূহ বেরিয়ে যায় এবং জীবিত হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ!) –কামালাতে আশরাফিয়া ১৫২, মালফূয নং ৬২৭

ইসরাঈলী রেওয়ায়েত

'ইসরাঈলিয়াত' বা 'ইসরাঈলী রেওয়ায়েত' বলা হয় সেসব রেওয়ায়েতকে, যেগুলো ইহুদি বা নাসারা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সেগুলোর কিছু সরাসরি বাইবেল বা তালমূদ থেকে গৃহীত, কিছু এসবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে, আর কিছু আছে মৌখিক রেওয়ায়েত, যা আহলে কিতাবের মাঝে আগে থেকেই বর্ণিত হয়ে আসছিল এবং আরবের ইহুদি-নাসারার মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

বাইবেল, তালমূদ, মুসনা ইত্যাদি যে কিতাবগুলো ইহুদি-নাসারার হাতে আছে তা ইঞ্জিল, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী সহীফা নয়। এগুলোয় অনেক হ্রাস-বৃদ্ধি ও শব্দ-অর্থের বিকৃতি ঘটেছে। ফলে এগুলো এখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রূপ ও অবস্থার সঙ্গে অনেক বিরোধপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা ন্যায়নিষ্ঠ ইহুদি-নাসারাও স্বীকার করতে বাধ্য। এই বিকৃতির ইতিহাস, নেপথ্য কারণ এবং এ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে রচিত হয়েছে বহু নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

মূল গ্রন্থাবলির অবস্থাই যখন এই, তাহলে সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলির কী করুণ দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়। রেওয়ায়েতের সঠিক সূত্রপরম্পরা না থাকায় তাদের মৌখিক রেওয়ায়েতে জাল, বানোয়াট ও অবাস্তব অনেক কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সঙ্গত কারণেই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের ভাণ্ডার ছিল সত্য-মিথ্যা সব ধরনের রেওয়ায়েতে ভরপুর। সেগুলোতে সত্য ও বাস্তব কথা যা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা। এখন আমরা যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত পাই সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করতে পারি–

১. যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের সত্যতা কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন, ফেরাউনের পানিতে ডোবার ঘটনা, যাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হযরত মূসা (আ.)এর সফলতা, তাঁর তূর পাহাড়ে গমন করা ইত্যাদি।

২. যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের অসত্য বা মিথ্যা হওয়ার কথা কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন, হযরত সুলাইমান (আ.) শেষ যুগে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হন। (নাউযুবিল্লাহ!) এটা একটা জঘন্যতম মিথ্যা বর্ণনা। একজন নবী থেকে এরূপ কর্ম সংঘটিত হতেই পারে না। তাঁরা তো সবধরনের গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন– কুফর ও শিরক পর্যায়ের গোনাহর তো প্রশ্নই আসে না। কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে এ অপবাদের খণ্ডন করেছে।

অনুরূপ হযরত দাউদ (আ.)এর ব্যাপারে মনগড়া ও উদ্ভট কাহিনী রয়েছে যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ!) তাঁর সিপাহসালার উরিয়ার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। সুস্থ রুচিসম্পন্ন যে কেউ শুনলেই বুঝতে পারবেন এটা কত বড় মিথ্যাচার।

৩. যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের সত্যাসত্য দলিলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। কুরআন হাদীসে সেগুলো সত্য বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, আবার মিথ্যাও সাব্যস্ত করা হয়নি। এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] حَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيْبُ.

[সহীহ হাদীস] 'বনী ইসরাঈল থেকে (ঘটনাবলি) বর্ণনা কর। কেননা তাদের অনেক আশ্চর্যজনক (উপদেশমূলক) ঘটনাবলি রয়েছে।' –কিতাবুয যুহ্দ, ইমাম আহমাদ ১৬

আরও ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوْهُمْ وَلَاتُكَذِّبُوْهُمْ، وَقُوْلُوْا: آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوْهُمْ.

[সহীহ হাদীস] "যখন আহলে কিতাব তোমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করে তখন তোমরা তাদেরকে বিশ্বাসও করো না, আবার অবিশ্বাসও করো না; বরং বল, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি। তাহলে কোন সত্য বিষয়কে মিথ্যা বলার (যদি তা বাস্তবে সত্য হয়ে থাকে) এবং কোন মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করার আশঙ্কা থাকবে না।" –সহীহ বুখারী ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬২

সারকথা, ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ–
(ক) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের সত্যতা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করা জরুরি।
(খ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের অসারতা কুরআন হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলো অবিশ্বাস করা জরুরি।
(গ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এমন, কুরআন হাদীসে সেসবের স্বপক্ষেও কোন কিছু নেই আবার বিপক্ষেও কোন কিছু নেই, এসব রেওয়ায়েতের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করা জরুরি। এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে এই ঈমান রাখা জরুরি যে, এর প্রকৃত ইলম আল্লাহ তাআলাই জানেন। দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একে না সত্য বলব, না মিথ্যা বলব।
(ঘ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত নসীহতপূর্ণ এবং তাতে বাতিল কিছু নেই সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয।
(ঙ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এমন যেগুলোর বক্তব্য বাস্তবতার নিরিখে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয নেই।
(চ) শরীয়তের আহকাম ও বিধানাবলির ব্যাপারে ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের কোন মূল্য নেই। কেননা, এ সংক্রান্ত ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের কোনটি যদি অবিকৃত থেকেও থাকে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগেকার যুগে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের সঙ্গে তার মিল থেকেও থাকে, তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়তে মুহাম্মাদির আবির্ভাবের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে গেছে। তাই আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে এখন শুধু কুরআন ও সুন্নাহের ওপর নির্ভর করতে হবে। তাওরাতের ওপরও নয়, ইঞ্জিলের ওপরও নয়– ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের তো কোন প্রশ্নই আসে না।[১]
সুনানে দারেমীতে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত–
[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ

---

(১) আররিসালা, ইমাম শাফী (রহ.) ৩৯৮-৪০০, ফাতহুল বারী ৮/২০, উমদাতুল কারী ১৮/৯৪, আলআকীদাতুত ত্বহাবিয়া ২৭০, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৩/৩৬৬-৩৬৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫, আত্‌তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন ১/৬১-৬২, আলইসরাঈলিয়াত ওয়া-আসারুহা ফী কুতুবিত তাফাসীর, ড. রামযী না'অনা'অ, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর ১০৬-১০৭, উলূমুল কুরআন, মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উসমানী ৩৪৫-৩৪৮

وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، مَا تَرَى بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟
فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ، لَاتَّبَعَنِيْ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

[সহীহ হাদীস] অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত উমর (রা.) তাওরাতের একটি নোসখা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটি তাওরাতের একটি নোসখা। তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। এরপর উমর (রা.) তা পড়া শুরু করলেন। আমরা দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আবু বকর (রা.) বললেন– উমর, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার অবস্থা দেখছ না?! সহসাই উমর (রা.) তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবং তিনি বলে উঠলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে এবং তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ওই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের জান! যদি তোমাদের মাঝে (আল্লাহ তাআলার নবী) মূসা (আ.)এরও আগমন ঘটে, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে শুরু কর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। খোদ মূসা যদি আমাকে পেতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। –সুনানে দারেমী ৩/১৯১, হাদীস ৪৫৮

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)এর 'আসার' বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] «كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ، تَقْرَؤُوْنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ

أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوْهُ، وَكَتَبُوْا بِأَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ، وَقَالُوْا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا؟ أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ».

[সহীহ আসার] "তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবের নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কিতাব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা সর্বশেষ এবং নিকটতম অবতীর্ণ কিতাব, যা নাযিলকৃত হুবহুরূপেই তোমরা তেলাওয়াত করছ এবং এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন অবকাশই নেই। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ কথা জানিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবে (তাওরাত-ইঞ্জিলে) বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং নিজ হাতে কিতাব রচনা করে বলেছে, এটা আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যাতে এর বিনিময়ে কিছু কামাই করতে পারে। তোমাদের কাছে যে ইলম পৌঁছেছে তা কি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা থেকে তোমাদেরকে বাধা দান করে না? আল্লাহ তাআলার কসম! আমি তাদের একজনকেও দেখিনি যে, তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে।" –সহীহ বুখারী ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬৩

সাহাবায়ে কেরাম এবং আয়িম্মায়ে দ্বীন থেকে যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো শরীয়তের এই পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কোন 'বাতিল' ইসরাঈলী রেওয়ায়েত তাঁরা কখনও গ্রহণ করেননি এবং শরীয়তের কোন বিষয়ে কোন ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ এ ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে দ্বীনের কর্মপন্থার ওপর অটল থাকতে পারেননি। এ ব্যাপারে তারা চরম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সর্বপ্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যা আদৌ কাম্য ছিল না।

কিসসা-কাহিনী ও ইতিহাসের কিতাবে, এমনকি কোন কোন তাফসীর-গ্রন্থেও বহু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যেগুলোর অসত্যতা সুপ্রমাণিত। এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত পরিহার করা জরুরি।

এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া খুবই দরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অন্য বিষয়ে রচিত

পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বানিয়ে দেওয়া হলে এর প্রতি অবিচারই করা হবে। আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অত্যন্ত উপকারী ও নির্ভরযোগ্য :

১. মুহাম্মদ রমযী না'অনা'অ কৃত আলইসরাঈলিয়াত ওয়া-আসারুহা ফী কুতুবিত তাফাসীর।

২. মুহাম্মাদ আবু শাহবা কৃত আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর।

উর্দুভাষায় মাওলানা আসীর আদরভীর গ্রন্থটিও এ বিষয়ের একটি ভালো রচনাই বলতে হয়, যদিও প্রায় সবই ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবার গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।[১]

---

[১] تَنْبِيهَانِ مُهِمَّانِ: اَلْأَوَّلُ: مِنَ الْمَعْلُوْمِ عِنْدَ الْبُصَرَاءِ بِعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ أَنَّ مِنَ الرُّوَاةِ مَنْ يُخْطِئُ فَيَرْفَعُ الْمَوْقُوْفَ وَهْمًا، مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْفُوْعًا، فَكَذٰلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ غَيْرِ الْمُتْقِنِيْنَ مَنْ يُخْطِئُ فَيَسْمَعُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِيْنَ يُحَدِّثُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ فَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَيَجْعَلُهُ مَرْفُوْعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ عَنْهُ بَرِيْءٌ. فَمَا نَبَّهَ أَئِمَّةُ الْحَدِيْثِ عَلٰى كَوْنِ أَصْلِهِ إِسْرَائِيْلِيًّا غَيْرَ ثَابِتٍ مَرْفُوْعًا يُعْتَمَدُ فِيْهِ قَوْلُهُمْ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى خَطَإِ مَنْ أَخْطَأَ فَجَعَلَهُ مَرْفُوْعًا.

اَلثَّانِي: بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الْمَزْعُوْمُ كَوْنُهَا إِسْرَائِيْلِيَّةً لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا إِسْرَائِيْلِيَّةً أَيْضًا، فَهُنَاكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا نُسِبَتْ إِلَى كَعْبٍ وَوَهْبٍ مَثَلًا، وَهُمَا مِنْهَا بَرِيْئَانِ، فَهِيَ إِمَّا مُزَوَّرَةٌ عَلَيْهِمَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِمَا خَطَأً، وَيَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيْقِهِمَا وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ، وَهٰذَا ظَنٌّ سُوْءٌ، بَلْ مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا، أَوْ ثَبَتَ وُجُوْدُهُ فِيْ كُتُبِهِمْ وَصَحَائِفِهِمْ فَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِيْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ.

وَأَمَّا مَا لَمْ يَصِحَّ نَقْلُهُ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوْدُهُ فِيْ كُتُبِهِمْ فَكَوْنُهُ مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ مَشْكُوْكٌ أَوْ مُنْتَفٍ، فَافْهَمْ ذٰلِكَ وَلَا تَهِمْ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতবিষয়ক ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা

ভূমিকা : আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মর্যাদার কথা তো বলাই বাহুল্য, তাঁদের অনুসারীদের মধ্যেও এমন অনেক মহামনীষীর আগমন ঘটেছে, যাঁদের মাকাম ও মর্যাদা, কীর্তি ও অবদান ভাষায় প্রকাশের জন্য শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান বর্ণনার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কী-ইবা করার আছে?

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব যাহেরি ও বাতেনি গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যেসব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টতার অধিকারী করেছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো তিনি নিজেই।

তাঁর মুবারক সীরাতের যে অংশ বিপুল বর্ণনা এবং নির্ভরযোগ্য-সূত্রে আমাদের কাছে পৌছেছে এবং যা আজও আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে, শুধু তা-ই তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রকাশে সক্ষম। তা ছাড়া তিনি নিজেই আপন মর্যাদা ও বিশিষ্টতার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। তাঁর মুবারক সীরাতের স্থায়িত্ব ও পূর্ণাঙ্গতা এবং বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বকালীনতাও তাঁর মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার কম বড় সনদ নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগে মানব জাতি কী ঘোর অন্ধকারেই না নিমজ্জিত ছিল এবং কত রকমের জুলুম-অত্যাচারেরই না শিকার ছিল! সেই অধঃপতিত ও নিপীড়িত মানবতাকে তিনি তাঁর পবিত্র সীরাত ও আলোকিত শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার সুউচ্চ আসনে আসীন

করেছেন। তাঁর সীরাতকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে, তাঁর শিক্ষাকে পাথেয় করে মানবতা উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছেছে।

পক্ষান্তরে যারা তাঁর মুবারক সীরাত এবং অনুপম শিক্ষা-দীক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অনেক কিছুই হারিয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে চরম ক্ষতির শিকার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা উপলব্ধির জন্য এসব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করাও যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া, দান ও মহব্বতের কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন। অনেক কিছু তাঁর হাবীবের মুখেও প্রকাশ করিয়েছেন। আবার অনেক কিছুই ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ সীরাতের ওপর, যেগুলো শুধু তাঁর সীরাত পাঠের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হক রয়েছে। একটি বড় হক এ-ও যে, উম্মত তাঁর পবিত্র সীরাত ও আলোকিত শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। তাঁর মাহাত্ম্য ও অবদানসমূহ জেনে সেগুলো আলোচনা করবে। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এসব বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞানার্জন এবং নিজের জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়ন এক মহান ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর জন্য জানমালের কুরবানির পাশাপাশি মানবীয় কামনা-বাসনাকেও উৎসর্গ করতে হয়, যা সাধারণত মানুষের পক্ষে কষ্টকর।

মানব-প্রকৃতির এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান তার কুটিল জাল বিস্তার করে আসছে আবহমান কাল থেকে। সে বহু মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত, আলোকিত শিক্ষা এবং তাঁর সুপ্রমাণিত শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদানসমূহ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এরপর তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কিসসা-কাহিনী চর্চায় লাগিয়ে দিয়েছে, যা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়, বরং ভিত্তিহীন ও জাল। যদি নির্ভরযোগ্য-সূত্রে সেগুলো প্রমাণিতও হত, তবুও সেগুলোর দ্বারা কখনও তাঁর পূর্ণতা, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সুষমার বহিঃপ্রকাশ ঘটত না।

শয়তানের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল, মানুষ যাতে তাঁর পবিত্র সীরাত ও অনুপম শিক্ষাকে আদর্শ বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারে এবং তাঁর আসল ও সুপ্রমাণিত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদানসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করা (যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উদ্দেশ্য) থেকে মানুষ চির বঞ্চিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সফলও হয়েছে।

(نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَمِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا)

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে আয়াত, সহীহ হাদীস এবং সীরাতবিষয়ক সহীহ রেওয়ায়েত ও বর্ণনাসমূহের ওপরই নির্ভর করা উচিত। এর পরিবর্তে যদি শুধু বাতিল, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন এমনকি দুর্বল বর্ণনারও আশ্রয় নেওয়া হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে অমুসলিমদের কাছে এ কথারই সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যে, আমাদের নবীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দুর্বল বর্ণনা ছাড়া প্রমাণ করা যায় না! (নাউযুবিল্লাহ!)

পাঠকদের কাছে আবেদন, তারা যেন কুরআন, হাদীস এবং সীরাত ও শরীয়তের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি থেকেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম শিক্ষা অর্জন করেন এবং সেখান থেকেই সীরাত, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের ইলম গ্রহণ করেন।

ভূমিকার এ আলোচনা বার-বার পাঠ করুন। এরপর নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

ভালোভাবে বুঝে রাখা দরকার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যে অবগত, সে কথিত কিসসা-কাহিনী, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসমূহ পড়ে নির্দ্বিধায় বলবে যে, এগুলোর চর্চা ও প্রচার নবুওয়তের সঙ্গে গোস্তাখি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.) 'আলআসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ'-এর ভূমিকায় এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কোন মিথ্যা চালিয়ে দেওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি বলেন–

قَدْ ثَبَتَ مِنْ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الْوَضْعَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنِسْبَةَ مَا لَمْ يَقُلْهُ إِلَيْهِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَمُسْتَوْجِبٌ بِعَذَابِ النَّارِ، سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، أَوْ تَرْغِيْبٍ وَتَرْهِيْبٍ.

وَأَيْضًا ثَبَتَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ ﷺ، قَوْلًا وَعَمَلًا بِأَنْ يَنْسُبَ إِلَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ وَعَمَلًا لَمْ يَفْعَلْهُ: مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.
كَذٰلِكَ نِسْبَةُ فَضِيْلَةٍ أَوْ مَرْتَبَةٍ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوْدُهَا فِي الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ النَّبَوِيَّةِ بِالْآيَاتِ أَوِ الْأَحَادِيْثِ الْمُعْتَبَرَةِ، إِلٰى ذَاتِهِ الْمُطَهَّرَةِ أَيْضًا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.
فَلْيَتَيَقَّظِ الْوُعَّاظُ الْمَذْكُوْرُوْنَ، وَلْيَحْذَرِ الْقُصَّاصُ وَالْخُطَبَاءُ الْآمِرُوْنَ الزَّاجِرُوْنَ، حَيْثُ يَنْسُبُوْنَ كَثِيْرًا مِنَ الْأُمُوْرِ إِلَى الْحَضْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِيْ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوْدُهَا فِيْهَا، وَيَظُنُّوْنَ أَنَّ فِيْ ذٰلِكَ أَجْرًا عَظِيْمًا، لِإِثْبَاتِ فَضْلِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَعُلُوِّ قَدْرِهَا، وَلَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ فِي الْفَضَائِلِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِيْ ثَبَتَتْ بِالْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ غُنْيَةً عَنْ تِلْكَ الْأَكَاذِيْبِ الْوَاهِيَةِ.
وَلَعَمْرِيْ فَضَائِلُهُ ﷺ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الْإِحَاطَةِ وَالإِحْصَاءِ، وَمَنَاقِبُهُ الَّتِيْ فَاقَ بِهَا جَمِيْعَ الْوَرٰى كَثِيْرَةٌ جِدًّا مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءٍ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلٰى تَفْضِيْلِهِ بِالْأَبَاطِيْلِ، بَلْ هُوَ مُوْجِبٌ لِلْإِثْمِ الْعَظِيْمِ، وَضَلَالَةٍ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

অর্থাৎ এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হালাল হারামের বিধান হোক বা তারগীব-তারহীব তথা উৎসাহ ও ভীতি প্রদান– যেকোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোন কিছু জাল করা এবং তিনি যা ইরশাদ করেননি, তা তাঁর প্রতি সম্বন্ধ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার মতো অপরাধ।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করা অর্থাৎ তিনি যা বলেননি বা করেননি, তা তিনি 'বলেছেন' বা 'করেছেন' বলে উল্লেখ করা অতি বড় কবীরা গোনাহ (মহাপাপ)। তেমনি আয়াত বা নির্ভরযোগ্য-সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাঁর যে ফযীলত বা মর্যাদা প্রমাণিত নয়, তা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করাও কবীরা গোনাহসমূহের অন্যতম।

ওয়ায-নসীহতকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত। কিসসা-কাহিনীকার ও বক্তাদের সাবধান থাকতে হবে। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন সব বিষয়ের সম্বন্ধ করে থাকেন, যা তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত নয়। তারা মনে করেন, এভাবে তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণ করার মধ্যে বিরাট সওয়াব রয়েছে, অথচ কুরআন হাকীম, মুতাওয়াতির হাদীস এবং

সহীহ হাদীস দ্বারা এত ফযীলত প্রমাণিত রয়েছে যে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়েত বর্ণনার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলার কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা দ্বারা তিনি সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা-ও অসংখ্য ও অগণিত। কাজেই তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে বাতিল ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা কবীরা গোনাহ। (পাশাপাশি এক ধরনের নির্বুদ্ধিতাও বটে)। –আলআসারুল মারফূআ ৩৬

সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন এই পরিচ্ছেদে উল্লেখকৃত জাল রেওয়ায়েত-সমূহের অসারতা সম্পর্কে জানা যাক।[১]

মুহাম্মাদ নামের সকল ব্যক্তি এবং তাদের পিতাগণ জান্নাতি

٦٤- مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ، كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِي الْجَنَّةِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬৪] কেউ বরকতের জন্য সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখলে পিতা ও সন্তান উভয়ই জান্নাতি হবে।

---

[১] এখানে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সেই উক্তি পুনরায় উল্লেখ করছি, যা এই বইয়ের ভূমিকায়ও রয়েছে। তিনি 'আত্তাকাশ্শুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ' গ্রন্থের ৪০৩ পৃষ্ঠায় নিচের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرٰى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ.

[সহীহ হাদীস] "চরম মিথ্যাচার হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করা বা স্বপ্নে যা দেখেনি তা দেখার দাবি করা কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এমন কথা চাপিয়ে দেওয়া যা তিনি বলেননি।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৫০৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৬১৬

এরপর থানভী (রহ.) উক্ত হাদীসের আলোচনায় হাদীস বয়ানে অসতর্কতার ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলেন, "যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারী ভুল বর্ণনা করেছেন, তাহলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এরূপই ঘটেছে। ফলে তাঁদের বক্তৃতা ও রচনায় কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের সতর্ক করার পরও যদি কেউ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি সিংহভাগ জ্ঞানপাপীদের অভ্যাস, তাহলে তাকে নির্দোষ মনে করার কোন সুযোগ নেই।"

শরীয়তে নাম রাখার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রয়েছে এ সংক্রান্ত অনেক বিধিবিধান, যা হাদীস ও ইসলামী আদববিষয়ক গ্রন্থাবলিতে সবিস্তারে উল্লেখ আছে। কিন্তু কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, নামকরণের উদ্দেশ্য হবে পরিচয় লাভ করা। শুধু নামকে ব্যক্তির ফযীলত, মর্যাদা, জান্নাতলাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় মনে করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই।

'মুহাম্মাদ' নাম রাখার ফযীলতসম্বলিত পূর্বোক্ত উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

হাফেয যাহাবী (রহ.) একে জাল গণ্য করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও এ মত সমর্থন করেছেন। –মীযানুল ইতিদাল ১/৪৪৭, লিসানুল মীযান ২/১৬৩-১৬৪

এ সম্পর্কে আরও বহু ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা প্রচলিত আছে। যেমন–

[জাল বর্ণনা-৬৫] আমার নামে সন্তানের নাম রাখ। কেননা, আল্লাহ তাআলা কসম করে বলেছেন– হে মুহাম্মাদ, আপনার নামের সঙ্গে যার নাম মিলবে আমি কখনও তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না।

এগুলোর কোনটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। এ উক্তি সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন–

كُلُّ مَا وَرَدَ فِيْهِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ.

'মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে, সবই জাল।' –তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ১/১৭৪

সহীস মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (রহ.) বলেন–

لَمْ يَصِحَّ فِيْ فَضْلِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ حَدِيْثٌ.

'মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসই প্রমাণিত নয়।' –তানযীহুশ শরীয়া ১/১৭৪

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.)ও সেগুলোর ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। –আলমানারুল মুনীফ ৫৭, ৬১

আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সিফরুস সাআদা ২৫৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৮৯, তানযীহুশ শরীয়া ১/১৭২-১৭৪, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৫৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৫৭৯

নিঃসন্দেহে কোন নবী, সাহাবী, ওলী-বুযুর্গ ও নেককার ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ.

[সহীহ হাদীস] 'তারা (আগেকার লোকেরা) নিজেদের নবী ও নেককারদের নামে নাম রাখত।' –সহীহ মুসলিম ১/২০৭, হাদীস ২১৩৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

[সহীহ হাদীস] 'তোমরা নবীদের নামে নাম রাখ আর আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।' –সুনানে আবু দাউদ ৬৭৬, হাদীস ৪৯৫০, সুনানে নাসায়ী ২/১০৫, হাদীস ৩৫৬৫, আলআদাবুল মুফরাদ ২৮৪, হাদীস ৮১৪

মেরাজে জিবরাঈল (আ.)এর সঙ্গ ত্যাগ

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৬৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছান, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, আমি আর এক কদম বা এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ডানাসমূহ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয়। এগুলো কিসসা-কাহিনীকারদের বানানো কথা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী (রহ.) বলেন–

وَمِنَ الْغُلُوِّ الْمَذْمُوْمِ أَيْضًا: زَعْمُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى تَأَخَّرَ جِبْرِيْلُ، وَقَالَ: لَوْ تَقَدَّمْتُ خُطْوَةً لَاحْتَرَقْتُ. وَهٰذَا كَذِبٌ قَبِيْحٌ. وَالْوَاقِعُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُفَارِقِ النَّبِيَّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَحْظَةً وَاحِدَةً، كَانَ مَعَهُ فِيْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَفِيْ غَيْرِهَا.

"এরূপ ধারণা করা নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছান, তখন জিবরাঈল (আ.) পেছনে হটে যান এবং বলেন, 'যদি আমি আর এক পা অগ্রসর হই তাহলে

জ্বলে যাব।' এটি একটি নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা।" –আলবুসীরী মাদিহুর রাসূলিল আযাম ৭২ [১]

---

[1] تَرْجَمْنَا مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللهِ الْغُمَارِيِّ إِلَى قَوْلِهِ : كَذِبٌ قَبِيحٌ، وَتَرَكْنَا الْبَاقِيَ، فَإِنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَمْرٌ قَطْعِيٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الثَّانِي وَهُوَ دَعْوَى عَدَمِ مُفَارَقَةِ جِبْرِيلَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُطْلَقًا، فَهٰذَا رُبَّمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ اِعْتِمَادًا عَلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» وَكَلَامٍ لِابْنِ حَجَرٍ فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ»، وَلِذٰلِكَ لَمْ نُتَرْجِمْهُ، وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ فِيمَا نَحْسِبُهُ أَنَّ كَلَامَ هٰذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا مَعْلُولٌ، وَأَنَّ كَلَامَ الْغُمَارِيِّ هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَإِلَيْكَ بَعْضَ التَّفْصِيلِ:

أ- أَمَّا النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فَنَقَلَ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ، فَقَدْ قَالَ فِي «الْإِكْمَالِ» ١: ٥١: «وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَارَقَنِي جِبْرِيلُ وَانْقَطَعَتْ عَنِّي الْأَصْوَاتُ».

وَالْعَجَبُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَنَدًا وَلَا مُخَرِّجًا، ثُمَّ رَاجَعْتُ «الشِّفَاءَ» لِلْقَاضِي صَاحِبِ الْإِكْمَالِ، فَفِيهِ ج ٢ ص ٣٠٤ مَعَ نَسِيمِ الرِّيَاضِ وَشَرْحِ الْقَارِي، وج ٢ص٣١٠ مَعَ النَّسِيمِ وَشَرْحِ الْقَارِي أَيْضًا» فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ مِنْ فُصُولِ الْإِسْرَاءِ: قَالَ النَّقَّاشُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: هُوَ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، تُدْلِي الرَّفْرَفُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّهِ، قَالَ: فَارَقَنِي جِبْرِيلُ وَانْقَطَعَتْ عَنِّي الْأَصْوَاتُ وَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي». اِنْتَهَى.

قُلْتُ: وَحَالُ النَّقَّاشِ (٣٥١هـ) وَتَفْسِيرُهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، مَعْلُومٌ لِلطُّلَّابِ أَيْضًا، اُنْظُرْ «مِيزَانَ الْاِعْتِدَالِ» وَ«لِسَانَ الْمِيزَانِ» ج٧ص ٧٨-٧٩، وَكَفَى بِالنَّقَّاشِ مُوهِنًا لِلْخَبَرِ! وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ.

ب- وَأَمَّا ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ فِي «الْفَتْحِ» ج٧ص ٢٥٧ بَابُ الْمِعْرَاجِ مِنْ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ: «وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنِ عَائِذٍ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى الشَّجَرَةِ، فَغَشِيَنِي مِنْ كُلِّ سَحَابَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، فَتَأَخَّرَ جِبْرِيلُ وَخَرَرْتُ سَاجِدًا». وَقَدْ سَاقَ ابْنُ كَثِيرٍ إِسْنَادَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَمَتْنَهُ (ج٣ص٧-٩) وَخَتَمَهُ بِقَوْلِهِ: هٰذَا سِيَاقٌ فِيهِ غَرَائِبُ عَجِيبَةٌ، وَالْإِسْنَادُ: «قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ...».

وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، مُتَّهَمٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِ. =

সংযোজন

এ বিষয়ে আরও দু'টি বর্ণনার ওপর মাসিক আলকাউসার রজব, ১৪২৭ হি. সংখ্যায় 'রজব, মেরাজ ও শবে মেরাজ : কিছু কথা' প্রবন্ধের অধীনে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তা যুক্ত করে দেওয়া সঙ্গত মনে হল :

"দু'টি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত

মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হল যে, এর প্রতি ঈমান রাখা জরুরি এবং ইসলামী আকীদার একটি অংশ; তা থেকে উদ্দেশ্য সেই ঘটনাটিই, যার বিবরণ কুরআন হাকীম এবং সহীহ হাদীস ও গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ হয়েছে। এ ছাড়া মেরাজের বিবরণের অজুহাতে যেসব ভিত্তিহীন ও আজেবাজে কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়, তার কোনই মূল্য নেই। এগুলো মেরাজের ঘটনার অংশ নয়। এখানে এই ধরনের দু'টি রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি। এ দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করার কারণ হল, এগুলো সম্পর্কে আমার কাছে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রশ্ন এসেছে।

প্রথম রেওয়ায়েত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার নিকট জিবরীল (আ.) এসেছিলেন এবং আমার পরওয়ারদেগারের মহান দরবারের সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি এক জায়গায় গিয়ে থেমে যান।

= وَالظَّاهِرُ أَنَّ هٰذَا هُوَ إِسْنَادُ ابْنِ عَائِذٍ، وَلَئِنْ سَلِمَ إِسْنَادُهُ مِنْ خَالِدٍ وَهِشَامٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ عِلَّةٍ شَدِيدَةٍ نَبَّهَ عَلَيْهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ نَقْلًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ يَزِيدَ لَيْسَ عَنْ أَنَسٍ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ. رَاجِعْ «كِتَابَ الْعِلَلِ» لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ص ١٢٢٥-١٢٢٦ بِرَقْمِ ١٧٦٩.

وَهٰذَا الْبَعْضُ مُبْهَمٌ، وَفِي أَصْحَابِ أَنَسٍ أَبَانُ وَطَائِفَةٌ غَيْرُهُ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ وَالْمُغَفَّلِينَ، فَعَمَّنْ أَخَذَ يَزِيدُ جُزْءَ تَأَخُّرِ جِبْرِيلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ ثُمَّ إِنَّ التَّأَخُّرَ غَيْرُ الْمُفَارَقَةِ الْمَزْعُومَةِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

فَالَّذِي أُرَاهُ أَنَّ ابْنَ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا فِي السُّكُوتِ عَلَى رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ هٰذِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَبَابُ التَّحْقِيقِ مَفْتُوحٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ.

وَلِهٰذَا لَمْ نَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِلَّا الْمُنْكَرَ الْفَاحِشَ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْغُمَارِيُّ إِنَّهُ كَذِبٌ قَبِيحٌ، وَسَكَتْنَا عَنِ الْبَاقِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ لِلْمُحَقِّقِينَ، وَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

আমি বললাম– হে জিবরীল, এমন জায়গায় এসে বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিবরীল উত্তর দিলেন, যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই, তবে আমার পাখাগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।
"এরপর আমাকে নূরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এবং সত্তর হাজার পর্দা পার করানো হল, যার একটি পর্দার সঙ্গে অন্য পর্দার কোন মিল ছিল না। আমার সঙ্গে মানব ও ফেরেশতাকুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওই সময় আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলে এক ঘোষণাকারী আবু বকরের কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, থামুন! আপনার প্রভু সালাতে নিয়োজিত রয়েছেন। আমি আবেদন করলাম, দু'টি বিষয় আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল। একটি হচ্ছে, আবু বকর কি করে আমার চেয়েও অগ্রগামী রয়েছেন? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার পরওয়ারদেগার তো সালাতের মুখাপেক্ষী নন। তখন ইরশাদ হল– হে মুহাম্মাদ, এই আয়াত পাঠ করুন–

هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَمَلٰٓئِکَتُهٗ لِیُخْرِجَکُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا ۝

সুতরাং আমার সালাতের অর্থ হল আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর আবু বকরের কণ্ঠস্বরের ঘটনা হল, আমি একজন ফেরেশতা আবু বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, যে আপনাকে আবু বকরের কণ্ঠস্বরে ডাকবে। তাহলে আপনার অস্বস্তি দূর হবে এবং আপনি এতটা ভীত হবেন না, যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

দ্বিতীয় বর্ণনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ

"সত্তরটি পর্দা যার প্রতিটির ব্যস ছিল পাঁচ শ বছরের রাস্তা। পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করার পর একটি রফরফ তথা সবুজ রঙের মসনদ আমার জন্য আনা হল এবং আমাকে তাতে বসানো হল। এরপর আমাকে ওপরে ওঠানো হল। শেষ পর্যন্ত আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছালাম। সেখানে আমি এমন মহান বিষয় দেখেছি, যারা বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ...।"
এই বর্ণনা দু'টি আরও দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়েত দু'টির ব্যাপারে (মুহাদ্দিস) শামী (রহ.) বলেছেন–

وَهُوَ كَذِبٌ بِلَا شَكٍّ.

'এগুলো নিঃসন্দেহে মিথ্যা।' –শরহুল মাওয়াহিব, যুরকানী ৮/২০০

আল্লামা যুরকানী শরহুল মাওয়াহিব ৮/২০০-এ গ্রন্থকারের ওপর আশ্চর্য প্রকাশ করে বলেছেন, 'তিনি এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিবরণ কীভাবে তার কিতাবে জায়গা দিলেন!'

প্রসঙ্গত এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া অসমীচীন হবে না যে, উপরোক্ত রেওয়ায়েত দু'টি হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) কৃত 'নাশরুত তীব' কিতাবেও আছে। কিন্তু তিনি এ দু'টি রেওয়ায়েতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি; বরং রেওয়ায়েত দু'টি উল্লেখ করার পর লিখেছেন–

مواہب میں ابن غالب کے حوالے سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کر کے لکھا ہے "والعہدة علیہ" نشر الطیب ص ١٧١-

এই বক্তব্যের অর্থ হল, এই দুটি রেওয়ায়েত ইবনে গালেব বর্ণনা করেছেন; এর দায়িত্ব তার। আমাদের জানা নেই তিনি সহীহ বর্ণনা করেছেন, না ভুল।

এ জায়গায় এ কথাটি বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, যারা তাহকীক করতে সক্ষম তারা তাহকীক করে নেবেন, রেওয়ায়েতগুলো সহীহ কি ভিত্তিহীন। শুধু ইবনে গালেবের ওপর নির্ভর করে একে সহীহ মেনে নেবেন না। তাহলে নাশরুত তীব-এর অনুবাদকদের করণীয় ছিল শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে রেওয়ায়েতের মান নির্ণয় করে টীকায় উল্লেখ করে দেওয়া। কিন্তু আমাদের বাংলা অনুবাদকগণ এ কাজটি তো করেনইনি, উপরন্তু থানভী (রহ.) যে কথাটির মাধ্যমে রেওয়ায়েত দু'টির দায়িত্বগ্রহণের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তাও তারা ছেঁটে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এতে যারা মূল নাশরুত তীব পড়বেন না এবং বিষয়টি অনুধাবন করবেন না তারা বিভ্রান্তিতে পড়বেন। এ জন্যই উলামায়ে কেরাম বলেন, শুধু তরজমাভিত্তিক জ্ঞান নিরাপদ নয়।" –মাসিক আলকাউসার, আগস্ট '০৬, পৃ. ৬-৭

জুতো নিয়ে আরশ গমন

[জাল বর্ণনা-৬৭] মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরশে মুআল্লা'য় প্রবেশের আগে জুতো খুলতে চাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

٦٧- يَا مُحَمَّدُ! لَا تَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، فَإِنَّ الْعَرْشَ يَتَشَرَّفُ بِقُدُوْمِكَ مُتَنَعِّلًا، وَيَفْتَخِرُ عَلٰى غَيْرِهٖ مُتَبَرِّكًا. (مَوْضُوْعٌ)

'হে মুহাম্মাদ, আপনি জুতো খুলবেন না। (জুতো নিয়েই আরোহণ করুন।) কেননা, আপনার জুতো নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। আরশ বরকত লাভের কারণে অন্যের ওপর গর্ববোধ করবে।'

এটা সাধারণ মানুষের মাঝে তো প্রসিদ্ধ আছেই, কোন কোন বক্তার মুখেও শোনা যায়। এমনকি কিছু সীরাত গ্রন্থকারও তা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা প্রমাণিত নয়, মনগড়া ও বানানো কথা।

ইমাম রযীউদ্দীন আলকায্‌ভীনী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতো নিয়ে আরশ গমন এবং আল্লাহ তাআলার সম্বোধন (হে মুহাম্মাদ, আপনার জুতোয় আরশ ধন্য হবে) ইত্যাদি প্রমাণিত কি না? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–

أَمَّا حَدِيْثُ وَطْءِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَرْشَ بِنَعْلِهِ، فَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلَا ثَابِتٍ، بَلْ وُصُوْلُهُ إِلَى ذِرْوَةِ الْعَرْشِ لَمْ يَثْبُتْ فِيْ خَبَرٍ صَحِيْحٍ، وَلَا حَسَنٍ وَلَا ثَابِتٍ أَصْلًا، إِنَّمَا صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ انْتِهَاؤُهُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَحَسْبُ.

"জুতো পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরশ গমনের হাদীস প্রমাণিত নয়। এমনকি তিনি (খালি পায়ে) আরশে পৌঁছেছেন এমন কথাও কোন নির্ভরযোগ্য-সূত্রে বর্ণিত নেই। সহীহ হাদীসে শুধু এতটুকুই প্রমাণিত যে, তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন।" –সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ–শরহুল মাওয়াহিব ৮/২২৩

প্রখ্যাত এক মুহাদ্দিসের ভাষ্য–

قَاتَلَ اللهُ مَنْ وَضَعَ أَنَّهُ رَقِيَ الْعَرْشَ بِنَعْلِهِ، مَا أَعْدَمَ حَيَاءَهُ، وَمَا أَجْرَأَهُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُتَأَدِّبِيْنَ، وَرَأْسِ الْعَارِفِيْنَ، قَالَ: وَجَوَابُ الرَّضِيِّ الْقَزْوِيْنِيِّ هُوَ الصَّوَابُ، فَقَدْ وَرَدَتْ قِصَّةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مُطَوَّلَةً وَمُخْتَصَرَةً عَنْ نَحْوِ أَرْبَعِيْنَ صَحَابِيًّا، وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ﷺ كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِيْ رِجْلَيْهِ نَعْلٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ ذٰلِكَ فِيْ نَظْمِ بَعْضِ قُصَّاصٍ جَهَلَةٍ ....، وَلَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ، وَلَا ضَعِيْفٍ أَنَّهُ رَقِيَ الْعَرْشَ، وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন, যে বলে তিনি জুতো নিয়ে আরশে আরোহন করেছেন। কত ঔদ্ধত্য! কত বড় স্পর্ধা! আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে

এমন কথা! তিনি আরও বলেন, রযীউদ্দীন আলকাযভীনীর উত্তরই সঠিক। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ তথা উর্ধ্বজগৎ গমনের ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁদের কারও হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, সে রাতে তাঁর পায়ে জুতো ছিল। এ কথা কিছু মূর্খ কিসসা-কাহিনীকারদের কাব্যে এসেছে। ... কোন নির্ভরযোগ্য-সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বা দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা নেই যে, তিনি আরশে আরোহন করেছেন। এটা কারও বানানো কথা। এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যায় না। −শরহুল মাওয়াহিব ৮/২২৩

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারী (রহ.) স্বরচিত গ্রন্থ 'ফাত্হুল মুতাআল ফী মাদহিন নিআল'-এ উপরোক্ত কথাটিকে জাল আখ্যা দিয়েছেন।

−আলআসারুল মারফূআ ৩৭, আরও দ্রষ্টব্য, গায়াতুল মাকাল ফীমা য়াতাআল্লাকু বিন-নিআল, আল্লামা লাখনোভী (রহ.)

রাতের আঁধারে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরে সুঁই পাওয়ার ঘটনা

٦٨- كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهَا إِبْرَةٌ، فَفَقَدَتْ، فَالْتَمَسَهَا وَلَمْ تَجِدْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَخَرَجَتْ لُمْعَةُ أَسْنَانِهِ فَأَضَائَتِ الْحُجْرَةُ وَرَأَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِذٰلِكَ الضَّوْءِ إِبْرَةً. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬৮] একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) রাতের আঁধারে তাঁর বিছানায় ছিলেন। আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে গেলে খোঁজাখুঁজির পরও তা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলে তাঁর দাঁতের নূরের ঝলকে পুরো কামরা আলোকিত হয়ে যায়। ফলে হযরত আয়েশা (রা.) সে নূরে তাঁর সুঁইটির সন্ধান পান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে যেসব ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) এটাকে জাল আখ্যা দিয়ে বলেন−

وَمِنْهَا مَا يَذْكُرُهُ الْوُعَّاظُ عِنْدَ ذِكْرِ الْحُسْنِ الْمُحَمَّدِيِّ أَنَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِيْ سَقَطَتْ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِبْرَتُهُ فَفَقَدَتْ...، وَهٰذَا، وَإِنْ كَانَ مَذْكُوْرًا فِيْ «مَعَارِجِ النُّبُوَّةِ» وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْجَامِعَةِ لِلرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فَلَا يَسْتَنِدُ بِكُلِّ مَا فِيْهَا إِلَّا النَّائِمُ وَالنَّاعِسُ، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ رِوَايَةً وَدِرَايَةً.

"ফযীলত-সংক্রান্ত জাল ও মনগড়া রেওয়ায়েতসমূহের অন্যতম রেওয়ায়েত, যা বক্তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করে থাকেন, তা হল কোন এক রাতে হযরত আয়েশা (রা.)এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে যায়...।

"উক্ত রেওয়ায়েত বানোয়াট ও জাল, যদিও তা 'মাআরেজে নবুওয়্যাহ'সহ এমন কিছু সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেগুলোতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবধরনের কথাই স্থান পেয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থাদির সবকিছুকে শুধু গাফেল ব্যক্তিই প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে।"–আলআসারুল মারফূআ ৪৬

আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহ.)ও উক্ত রেওয়ায়েতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা আখ্যা দিয়েছেন। –সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩/৪২৯

শায়খুল হাদীস সরফরায খান সফদর সাহেবও এটার জাল হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। –নূর ও বাশার ৮৫-৮৭

উক্ত জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত দ্বারা ওই সব লোক আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পেয়ে থাকে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে দৃশ্য-নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস রাখে। তারা বলে, তিনি দৃশ্য-নূরের সৃষ্টি বলেই তো হযরত আয়েশা (রা.) রাতের আঁধারে তাঁর নূরে হারানো সুঁই খুঁজে পেয়েছিলেন!

উক্ত রেওয়ায়েত যদি জাল না হয়ে হাদীস হিসেবে প্রমাণিতও হত, তথাপি তাতে এমন কোন কথা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃশ্য-নূরের সৃষ্টি ছিলেন, তাঁর উপস্থিতিতে দৃশ্য-অন্ধকার দূর হয়ে যেত। যদি তাই হত, তবে তো তিনি আগে থেকেই সেখানে ছিলেন, তাঁর আলোকেই সুঁই পাওয়া যেত। সহসা দাঁত থেকে নূর বের হওয়ার প্রয়োজন হত না।

বোঝা গেল, দৃশ্য-নূরের সৃষ্টি হওয়ার কারণে সুঁই পাওয়া গেছে এমন নয়, বরং ঘটনাটি প্রমাণিত হলে তা একটি মুজিযাই হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ، فَقَبَضْتُ رِجْلِيْ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

[সহীহ হাদীস] "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম। আর আমার উভয় পা তাঁর সামনে ছড়ানো থাকত। তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আমার পায়ে হালকা চাপ দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম এবং তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা প্রসারিত করতাম। সে যুগে ঘরে বাতি (জ্বালাবার মতো কিছু) ছিল না। (তাই অন্ধকারে আমি দেখতে পেতাম না, তিনি কখন সেজদা করছেন)।" –সহীহ বুখারী ১/৫৬, সহীহ মুসলিম ১/১৯৮

বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেও বাহ্য-আঁধার দূর হওয়ার জন্য দৃশ্য-নূরের (আলোর) প্রয়োজন হত।

আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না

٦٩– لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৬৯] আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমানসমূহ (কোন কিছুই) সৃষ্টি করতাম না।

এটা লোকমুখে হাদীসে কুদসী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এটা একটা ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সঙ্গে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

ইমাম সাগানী, আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শায়েখ আজলূনী, আল্লামা কাউক্জী, আল্লামা শাওকানী, মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) প্রমুখ একে জাল বলেছেন। (১)

---

(١) وَمِمَّنْ أَنْكَرَ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ حَكِيْمُ الْأُمَّةِ التَّهَانَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، إِذْ قَالَ: «یہ حدیث کہیں نظر سے نہیں گزری اور ظاہرا موضوع معلوم ہوتی ہے» كذا في "امداد الفتاوى" ٥:٧٩. وَذٰلِكَ اسْتِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَتْنِهِ كَمَا تَرىٰ.

–রিসালাতুল মাওযূআত ৯, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৮৬, আলমাসনূ ১৫০, কাশফুল খাফা ২/১৬৪, আললু'লুউল মারসূ ৬৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৪১০, আলবুসীরী মাদিহুর রাসূলিল আযাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭৫, ফাতাওয়া আযীযিয়া ২/ ১২৯–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১/৭৭

কেউ কেউ বলেন, এই রেওয়ায়েত যদিও জাল, কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরেই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে সৃষ্টি করার ইচ্ছে না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না) সঠিক।

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া ও সমগ্র জগৎ কেন সৃষ্টি করলেন তা জানার একমাত্র উপায় ওহী। ওহী শুধু কুরআন ও হাদীসেই সীমাবদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত না হবে যে, একমাত্র তাঁর খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, ততক্ষণ এই আকীদা রাখার কোন সুযোগ নেই। আর কুরআন মাজীদের কোন আয়াত বা কোন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত নয় যে, একমাত্র তাঁরই জন্য এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। –যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শারীয়াতিল মারফূআ [১]

= ثُمَّ إِنَّ مَوْلَانَا التَّهَانَوِيَّ لَمَّا رَأَى فِيْمَا بَعْدُ كَلِمَةَ عَلِيٍّ الْقَارِيْ الَّتِيْ سَيَأْتِيْ بَيَانُ بُطْلَانِهَا وَوَهَائِهَا، اِعْتَمَدَهَا، كَمَا يَظْهَرُ مِنْ «إِمْدَادِ الْفَتَاوٰى» ٥: ٧٩ أَيْضًا. وَلَوْ عَلِمَ بُطْلَانَ مَا بَنٰى عَلَيْهِ الْقَارِيْ كَلِمَتَهُ لَمَا اعْتَمَدَهَا أَبَدًا. فَاعْلَمْ ذٰلِكَ وَلَا تَغْتَرَّ.

[১] وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ -فِيْمَا أَعْلَمُهُ- هُوَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْقَارِيْ غَفَرَاللهُ لَهُ، فَتَبِعَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، حَيْثُ قَالَ فِيْ«كِتَابِ الْمَوْضُوْعَاتِ الْكَبِيْرِ» ص١٠١: «لٰكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، فَقَدْ رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ. وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ: «لَوْلَاكَ مَاخَلَقْتُ الدُّنْيَا».

فَأَفْتٰى بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ مُعْتَمِدًا عَلٰى رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ وَرِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ مَوْضُوْعَتَانِ كَأُخْتِهِمَا، وَلَوْ بَحَثَ الْقَارِيْ عَنْ حَالِ رُوَاتِهِمَا لَتَبَيَّنَ لَهُ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ.

فَرِوَايَةُ الدَّيْلَمِيِّ نُقِلَ آخِرُ إِسْنَادِهَا فِيْ «سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ» ١: ٤٥١، وَفِيْهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ اِتَّهَمَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِيْ «الضُّعَفَاءِ الْكَبِيْرِ»

٨٤:٣ بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ، وَقَالَ: «حَدِيْثُهُ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ»، وَأَقَرَّهُ فِيْ «لِسَانِ الْمِيْزَانِ» ٢١:٤-٢٢، وَاتَّهَمَهُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا فِي «الْمِيْزَانِ» ٦٢:٢، بِذٰلِكَ الْخَبَرِ، ثُمَّ الْإِسْنَادُ إِلَى عَبْدِ الصَّمَدِ مَوْجُوْدٌ فِيْ «زَهْرِ الْفِرْدَوْسِ»، وَفِيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَا يُوْجَدُ تَرَاجِمُهُمْ، وَمَوْضِعُ بَسْطِ ذٰلِكَ «ذَيْلُ تَنْزِيْهِ الشَّرِيْعَةِ» لِكَاتِبِ هٰذِهِ السُّطُوْرِ، فَقِفْ عَلَيْهِ هُنَاكَ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَسَاكِرَ (فِيْ «تَارِيْخِ دِمَشْقَ» ٥١٧:٣) فَفِيْ إِسْنَادِهَا (أَبُو السُّكَيْنِ) وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْيَسَعِ، وَيَحْيَى الْبَصْرِيُّ، وَهُمْ ضُعَفَاءُ مَتْرُوْكُوْنَ، قَالَ الْفَلَّاسُ: «يَحْيَى كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْمَوْضُوْعَاتِ». رَاجِعْ «مِيْزَانَ الْاِعْتِدَالِ» ٦٧٨:٣، ٤١١:٤، وَ«لِسَانَ الْمِيْزَانِ» ٤٢٨:٧.

وَقَدْ أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ «كِتَابِ الْمَوْضُوْعَاتِ»١ :٢١٣-٢١٤، ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ لَا شَكَّ فِيْهِ». وَأَقَرَّهُ السُّيُوْطِيُّ فِي «اللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةِ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ» ٢٧٢:١، وَابْنُ عَرَّاقٍ فِيْ «تَنْزِيْهِ الشَّرِيْعَةِ الْمَرْفُوْعَةِ عَنِ الْأَحَادِيْثِ الشَّنِيْعَةِ الْمَوْضُوْعَةِ» ٣٢٤:١-٣٢٥، فَأَوْرَدَهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ.

وَيَذْكُرُوْنَ أَيْضًا لِدَعْمِ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» ٦١٥:٢، عَنْ جَنْدَلِ بْنِ وَالِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَا عِيْسٰى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ، فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَسَكَنَ».

قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «التَّلْخِيْصِ» قَائِلًا: أَظُنُّهُ مَوْضُوْعًا عَلٰى سَعِيْدٍ. وَقَالَ فِيْ «مِيْزَانِ الْاِعْتِدَالِ» ٢٤٦:٣: «عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، يُجْهَلُ حَالُهُ، أَتٰى بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ، وَأَظُنُّهُ مَوْضُوْعًا، مِنْ طَرِيْقِ جَنْدَلِ بْنِ وَالِقٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ...». فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَذْكُوْرَ بِعَيْنِهِ. وَأَقَرَّهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ «لِسَانِ الْمِيْزَانِ» ٣٥٤:٤.

وَيَذْكُرُوْنَ أَيْضًا حَدِيْثًا آخَرَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» ٦١٥:٢، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْفِهْرِيِّ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ

عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ، فَرَأَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلٰى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، أُدْعُنِيْ بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيْثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ. وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ قَائِلًا: بَلْ مَوْضُوْعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاهٍ، رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْفِهْرِيُّ، وَلَا أَدْرِيْ مَنْ ذَا؟».

وَمِنَ الْغَرِيْبِ أَنَّ الْحَاكِمَ قَالَ فِيْ كِتَابِ «الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيْحِ» ١٥٤:١: مَا نَصُّهُ: «عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَوٰى عَنْ أَبِيْهِ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةً، لَا يَخْفٰى عَلٰى مَنْ تَأَمَّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ أَنَّ الْحَمْلَ فِيْهَا عَلَيْهِ».

وَقَالَ فِيْ آخِرِ بَابِ الضُّعَفَاءِ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ: «فَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ ذَكَرْتُهُمْ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِيْ جَرْحُهُمْ، لِأَنَّنِيْ لَا أَسْتَحِلُّ الْجَرْحَ إِلَّا مُبَيَّنًا، وَلَا أُجِيْزُهُ تَقْلِيْدًا، وَالَّذِيْ أَخْتَارُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَكْتُبَ حَدِيْثَ هٰؤُلَاءِ أَصْلًا».

وَالْوَاقِعُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لَيْسَ بِمَثَابَةِ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ كَمَا يَتَبَيَّنُ بِالنَّظَرِ الْغَائِرِ فِيْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِيْهِ، وَلَا هُوَ بِمَثَابَةِ أَنْ يُصَحَّحَ لَهُ غَرَائِبُهُ، لَا سِيَّمَا الْغَرَائِبُ الْمُنْكَرَةُ، فَلَا سَبِيْلَ إِلٰى تَصْحِيْحِهَا أَبَدًا. وَهٰذَا -كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ- مِنْ غَرَائِبِهِ الْمُنْكَرَةِ، فَمِنْ وُجُوْهِ النَّكَارَةِ فِيْهِ قِصَّةُ مَغْفِرَةِ آدَمَ، فَالْقُرْآنُ يَنُصُّ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِيْ تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ هِيَ: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ». وَأَيْنَ هٰذَا مِمَّا فِي الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ؟!

ثُمَّ إِنَّ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا آخَرَ مَجْهُوْلًا، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْفِهْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمِيْزَانِ» ٥٠٤:٢: «رَوٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ خَبَرًا بَاطِلًا، فِيْهِ: يَا آدَمُ! لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ».

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ «لِسَانِ الْمِيْزَانِ» ٣٥٩:٣ -٣٦٠، بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الذَّهَبِيِّ: «لَا أَسْتَبْعِدُ أَنَّهُ يَكُوْنُ هُوَ الَّذِيْ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ مِنْ طَبَقَتِهِ».

وَالَّذِيْ قَبْلَهُ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَشِيْدٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: حَدَّثَنَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ، يَضَعُ عَلٰى لَيْثٍ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ لَهِيْعَةَ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيْثِهِ».

فَهٰذَا حَالُ إِسْنَادِهِ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَقَدْ صَحَّحَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فِيْ «شِفَاءِ السَّقَامِ فِيْ زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ ﷺ»، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلٰى إِبَاحَةِ التَّوَسُّلِ، وَإِبَاحَةُ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوْعِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلٰى مِثْلِ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ الْغَرِيْبَةِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِيْ هِيَ مَوْضُوْعَةٌ أَوْ شِبْهُ مَوْضُوْعَةٍ.

ثُمَّ الْخَبَرُ مَعَ وَهَائِهِ وَنَكَارَتِهِ مُضْطَرِبٌ سَنَدًا وَمَتْنًا، كَمَا يَظْهَرُ بِالرُّجُوْعِ إِلٰى كِتَابِ «قَاعِدَةٍ جَلِيْلَةٍ فِي التَّوَسُّلِ وَالْوَسِيْلَةِ» لِلشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَةَ (ص١٦٦-١٦٩)، وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَايُوْجَدُ لَفْظُ: «وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُكَ» وَهُوَ الْمُسْتَشْهَدُ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْحُوْثِ عَنْهَا.

فَهٰذِهِ أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ الَّتِيْ تُذْكَرُ بِصَدَدِ دَعْمِ هٰذِهِ الْعَقِيْدَةِ (لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ)، وَلْيُنْصِفِ الْقَارِئُ الْكَرِيْمُ، هَلْ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى اللهِ تَعَالٰى وَإِلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ شَيْءٌ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْأَسَانِيْدِ وَبِمِثْلِ هٰذِهِ الْأَخْبَارِ؟ وَهَلْ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ تُثْبَتَ فَضِيْلَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِأَمْثَالِ هٰذِهِ الْوَاهِيَاتِ وَالْمَنَاكِيْرِ؟ وَهُوَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ، آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ، وَهُوَ الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ!!

كَيْفَ وَإِنَّ هٰذِهِ الْعَقِيْدَةَ: «لَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ» (فَالْغَرَضُ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ هُوَ تَكْرِيْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَوْلَا إِرَادَةُ خَلْقِهِ لَمَا خَلَقَ الْعَالَمَ) تَنْقُضُهُ ظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، فَالْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ يَنُصُّ: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ». (سُوْرَةُ الذّٰرِيَاتِ ٥٦). وَيَقُوْلُ: «هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا». (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٢٩).

وَيَقُوْلُ أَيْضًا: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ، لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ». (سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ ١٦-١٧).

وَيَقُوْلُ: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ، مَا خَلَقْنٰهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ». وَيَقُوْلُ فِيْ آيَةٍ أُخْرٰى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ...». (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٣٠-٣٣). وَقَوْلُهُ: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ...». (سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ١٣). وَقَوْلُهُ: «وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ...» (سُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ ٣٢)

فَهٰذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيْمَةُ وَنَحْوُهَا نَصٌّ فِيْ أَنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ لِيَعْبُدُوْهُ وَلِيَخْلُفُوْهُ فِي الْأَرْضِ، فَخَلَقَهُمْ لِلتَّكْلِيْفِ، وَخَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لِأَجْلِ الْمُكَلَّفِيْنَ وَلِنَفْعِهِمْ، فَيَنْتَفِعُوْا بِهِ وَيَشْكُرُوْا خَالِقَهُ، وَخَلَقَ الْعَالَمَ كُلَّهُ لِيَدُلَّ عَلَى الْخَالِقِ وَأَوْصَافِهِ، فَيَتَفَكَّرُ الْمُكَلَّفُوْنَ فِيْ خَلْقِهِ، وَيَسْتَدِلُّوْا بِهِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى وَصَمَدِيَّتِهِ، وَلِيَتَزَوَّدُوْا مِنْهُ لِلْآخِرَةِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَهُمْ وَإِنَّهُمْ خُلِقُوْا لِلْآخِرَةِ.

وَالْعَقِيْدَةُ الْمَذْكُوْرَةُ بِظَاهِرِهَا تُخَالِفُ هٰذِهِ الْحَقَائِقَ الثَّابِتَةَ مِنْ نُصُوْصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَبَابُ التَّأْوِيْلِ غَيْرِ السَّائِغِ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُفْتَحَ، فَإِنَّ فَتْحَهُ يُؤَدِّيْ إِلَى تَحْرِيْفِ النُّصُوْصِ وَتَحْرِيْفِ الْحَقَائِقِ، وَبِالتَّأْوِيْلِ تَنْتَفِي الْمَزِيَّةُ الَّتِيْ يُرِيْدُوْنَ إِثْبَاتَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِدًا الذَّوْقَ وَتِلْكَ الْمَنَاكِيْرَ، فَمِنَ التَّأْوِيْلَاتِ مَا جَاءَ فِيْ «مَجْمُوْعِ الْفَتَاوٰى» لِابْنِ تَيْمِيَةَ ١١: ٩٦-٩٩، وَمَا فِيْ مَقَالِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الْغُمَارِيِّ حَوْلَ «الْقَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ»، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِلٰى كِتَابِ «مَفَاهِيْمُ يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ» لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَوِيِّ الْمَالِكِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ص ١٢٣-١٢٤، فَقَدْ أَيَّدَ مَنْ صَحَّحَ حَدِيْثَ التَّوَسُّلِ الْمَذْكُوْرَ، وَمَنْ صَحَّحَ الْفِكْرَةَ الْمَذْكُوْرَةَ، وَهٰذَا رَأْيُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَالْمُعَاصِرِيْنَ، وَلَهُمْ رَأْيُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ تَعُوْزُهُ الْحُجَّةُ الْمُقْنِعَةُ كَمَا رَأَيْتَ.

وَأَكْبَرُ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ الشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى الَّذِيْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ:
وَمُحَمَّدٌ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ، وَمِنْ هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِنْ أَجْلِهِ الْعَالَمَ، أَوْ أَنَّهُ لَوْلَا هُوَ لَمَا خَلَقَ عَرْشًا وَلَا كُرْسِيًّا، وَلَا سَمَاءً وَلَا أَرْضًا وَلَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا. لٰكِنْ لَيْسَ هٰذَا حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا صَحِيْحًا وَلَا ضَعِيْفًا، وَلَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بَلْ وَلَا يُعْرَفُ عَنِ الصَّحَابَةِ، بَلْ هُوَ كَلَامٌ لَا يُدْرٰى قَائِلُهُ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَسَّرَ بِوَجْهٍ صَحِيْحٍ كَقَوْلِهِ: «سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، وَقَوْلِهِ: «وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا». وَأَمْثَالُ ذٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِيْ يُبَيِّنُ فِيْهَا أَنَّهُ خَلَقَ الْمَخْلُوْقَاتِ لِبَنِيْ آدَمَ.

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ لِلّٰهِ فِيْهَا حِكَمًا عَظِيْمَةً غَيْرَ ذٰلِكَ، وَأَعْظَمَ مِنْ ذٰلِكَ، وَلٰكِنْ يُبَيِّنُ لِبَنِيْ آدَمَ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَمَا أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعْمَةِ.

فَإِذَا قِيْلَ: فَعَلَ كَذَا لِكَذَا لَمْ يَقْتَضِ أَنْ لَا يَكُوْنَ فِيْهِ حِكْمَةٌ أُخْرٰى، وَكَذٰلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ: لَوْلَا كَذَا مَا خَلَقَ كَذَا، لَا يَقْتَضِيْ أَنْ لَا يَكُوْنَ فِيْهِ حِكَمٌ أُخْرٰى عَظِيْمَةٌ، بَلْ يَقْتَضِيْ إِذَا كَانَ أَفْضَلَ صَالِحِيْ بَنِيْ آدَمَ مُحَمَّدٌ، وَكَانَتْ خِلْقَتُهُ غَايَةً مَطْلُوْبَةً، وَحِكْمَةً بَالِغَةً مَقْصُوْدَةً [أَعْظَمَ] مِنْ غَيْرِهِ، صَارَ تَمَامُ الْخَلْقِ وَنِهَايَةُ الْكَمَالِ حَصَلَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ». إِلٰى أَنْ قَالَ:
فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ هُوَ خَاتَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ وَآخِرُهَا، وَهُوَ الْجَامِعُ لِمَا فِيْهَا، وَفَاضِلُهُ هُوَ فَاضِلُ الْمَخْلُوْقَاتِ مُطْلَقًا، وَمُحَمَّدٌ إِنْسَانُ هٰذَا الْعَيْنِ، وَقُطْبُ هٰذَا الْوَحْيِ،...، كَانَ كَأَنَّهُ

غَايَةُ الْغَايَاتِ فِي الْمَخْلُوْقَاتِ، فَمَا يُنكَرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لِأَجْلِهِ خُلِقَتْ جَمِيعُهَا، وَإِنَّهُ لَوْلَاهُ لَمَا خُلِقَتْ، فَإِذَا فُسِّرَ هٰذَا الْكَلَامُ وَنَحْوُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قُبِلَ ذٰلِكَ». اِنْتَهٰى مِنْ «مَجْمُوْعِ الْفَتَاوٰى» ج١١ص ٩٦-٩٨.

فَهٰذَا أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ، فَلْيَتَدَبَّرِ الْقَارِئُ فِيْ ذٰلِكَ هَلْ يَجِدُ فِيْهِ دَلِيْلًا مُقْنِعًا؟ وَإِذَا كَانَ هٰذَا كَلَامًا لَا يُدْرٰى قَائِلُهُ فَكَانَ أَحْرٰى أَنْ لَا يُشَاعَ هٰذِهِ الْإِشَاعَةَ الَّتِيْ تَأَثَّرَ مِنْهَا النَّاسُ حَتّٰى جَعَلُوْا ذٰلِكَ كَأَنَّهُ عَقِيْدَةٌ مِنْ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ الْقَاطِعَةِ، فِيْ حِيْنِ أَنَّهُ صَدَرَ مِمَّنْ صَدَرَ عَنْ ذَوْقٍ وَوِجْدَانٍ، وَلَيْسَ عَنْ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، وَاللهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

وَكَلِمَةٌ أَخِيْرَةٌ: مَهْمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَغَيْرُهُ تَفْسِيْرًا صَحِيْحًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقَ الْعَالَمَ، وَلٰكِنْ لَا يَنْبَغِي الْاِسْتِرْسَالُ أَكْثَرَ مِنْ هٰذَا، فَيُذْكَرُ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيٍّ وَيُدَّعٰى أَنَّهُ لَوْلَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا خُلِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، عَلَيْهِمْ وَعَلٰى نَبِيِّنَا مِنْ رَبِّهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ، فَإِنَّ هٰذَا لَا يَخْلُوْ مِنْ نَظَرٍ وَإِشْكَالٍ.

جَاءَ فِي «الْبَحْرِ الرَّائِقِ فِيْ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ» لِابْنِ نُجَيْمٍ، عِنْدَ ذِكْرِ مَا يُكَفَّرُ بِهِ وَمَا لَا يُكَفَّرُ بِهِ، مِنْ بَابِ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّيْنَ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ: «لَا بِقَوْلِهِ: لَوْلَا نَبِيُّنَا لَمْ يُخْلَقْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ خَطَأٌ». فَأَفَادَ أَنَّ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامِ خَطَأٌ.

وَجَاءَ فِي «الْفَتَاوَى التَّاتَارْخَانِيَّةِ» ج٧ص٣٠٨ مَا نَصُّهُ: «وَفِيْ «جَوَاهِرِ الْفَتَاوٰى»: هَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ: لَوْلَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا خَلَقَ اللهُ تَعَالٰى آدَمَ؟ قَالَ: هٰذَا شَيْءٌ يَذْكُرُهُ الْوُعَّاظُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْمَنَابِرِ يُرِيْدُوْنَ بِهِ تَعْظِيْمَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَوْلٰى أَنْ يُحْتَرَزَ عَنْ مِثْلِ هٰذَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ عَظِيْمَ الْمَنْزِلَةِ وَالْمَرْتَبَةِ عِنْدَ اللهِ فَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْزِلَةً وَمَرْتَبَةً وَخَاصِّيَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ، فَيَكُوْنُ كُلُّ نَبِيٍّ أَصْلًا بِنَفْسِهِ». اِنْتَهٰى.

وَهٰذِهِ الْفَتْوٰى فِي الْبَابِ الثَّانِيْ مِنَ الْكِتَابِ، وَهٰذَا الْبَابُ لِفَتَاوَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ جَمَالِ الدِّيْنِ الْيَزْدِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى، وَنَصُّ الْفَتْوٰى طَوِيْلٌ اِقْتَصَرَ صَاحِبُ التَّاتَارْخَانِيَّةِ عَلٰى حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ وَشَيْءٍ مِنْ دَلِيْلِهِ، وَفِيْ ذٰلِكَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

وَالْفَضِيْلَةُ الثَّابِتَةُ هِيَ مَا تُشِيْرُ إِلَيْهِ آيَةُ الْمِيْثَاقِ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ (الْآيَة٨١) عَلٰى مَا فَسَّرَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ: لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَأَمَرَهُ بِأَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلٰى أُمَّتِهِ إِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ =

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া প্রসঙ্গ

কেউ কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল না। তারা এ কথাকে হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, অথচ তাঁর ছায়া ছিল না বলে যে হাদীস পাওয়া যায়, তা জাল ও ভিত্তিহীন। জাল বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

٧٠– أَخْرَجَ الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَيْسٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ ذَكْوَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ. ذَكَرَهُ السُّيُوْطِيُّ فِي «الْخَصَائِصِ الْكُبْرٰى» ج١ص١٢٢. [وهو موضوع]

[জাল বর্ণনা-৭০] যাকওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য কিংবা চাঁদের আলোয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া দেখা যেত না।

এই বর্ণনা সম্পূর্ণ জাল। এর সূত্রে রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনে কায়েস যাফরানী। তার সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কঠোর মন্তব্য রয়েছে। বিজ্ঞ রিজাল শাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আবু যুরআ (রহ.) তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। আবু আলী সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন–

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَيْسٍ الزَّعْفَرَانِيُّ يَضَعُ الْحَدِيْثَ.

'আব্দুর রহমান ইবনে কাইস যাফরানী হাদীস জাল করত।'

এ ছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি রয়েছে।

দ্রষ্টব্য, তারীখে বাগদাদ ১০/১৫১-১৫২, মীযানুল ইতিদাল ২/৫৮৩, তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৫৮

সাহাবীদের সামনে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোদে বা চাঁদের আলোয় চলা-ফেরা ও ওঠা-বসার ঘটনা জীবনে অসংখ্যবার ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

= عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَيَنْصُرُنَّهٗ». اُنْظُرْ لِتَفْسِيْرِ هٰذِهِ الْآيَةِ «سُبُلُ الْهُدٰى وَالرَّشَادِ فِيْ سِيْرَةِ خَيْرِ الْعِبَادِ» ١: ٩٠-٩٣، اَلْبَابُ السَّادِسُ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সবকিছু বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যদি রোদে বা চাঁদের আলোয় তাঁর ছায়া না-ই হত, তবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মাধ্যমে তা বর্ণিত হত। অথচ ছায়া না থাকার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। একজন সাহাবী থেকেও নির্ভরযোগ্য-সূত্রে তা বর্ণিত হয়নি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, পূর্বোক্ত বর্ণনা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও জাল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইমদাদুল মুফতীন ২/২৫৮-২৫৯)

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। আগেকার বর্ণনা সেগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেও তা পরিত্যাজ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার ব্যাপারে সহীহ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হল :

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَدَّ يَدَهُ، ثُمَّ أَخَّرَهَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ فِيْ هٰذِهِ الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فِيْمَا قَبْلَهُ، قَالَ: «أَجَلْ إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا دَالِيَةً قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئًا، فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَاسْتَأْخَرْتُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ حَتّٰى رَأَيْتُ ظِلِّيْ وَظِلَّكُمْ فِيْهَا... اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِيْ «مُسْتَدْرَكِهِ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ تَلْخِيْصِهِ.

[সহীহ হাদীস] "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি সহসা সামনের দিকে হাত বাড়ান, এরপর তা পেছনের দিকে টেনে নেন। আমরা বললাম– হে আল্লাহর রাসূল, এই নামাযে আপনাকে এমন কাজ করতে দেখেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও করেননি। তিনি ইরশাদ করেন, হ্যাঁ; আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পাই। যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হল, আপনি পেছনে সরে দাঁড়ান। আমি পেছনে সরে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, যা আমার ও তোমাদের

সামনেই ছিল। এমনকি তার আগুনের আলোয় আমার ও তোমাদের ছায়া পর্যন্ত আমি দেখেছি।" –মুস্তাদরাকে হাকেম ৫/৬৪৮, হাদীস ৮৪৫৬

[সহীহ হাদীস] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। সঙ্গে উম্মাহাতুল মুমিনীনের বেশ কয়েকজন ছিলেন। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত যয়নব (রা.)-এর কথায় নবীজী তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। এ অসন্তুষ্টি বেশ কিছু দিন স্থায়ী থাকে এবং তিনি যয়নব (রা.)এর কাছে যাতায়াতই বন্ধ রাখেন–

حَتّٰى يَئِسَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَرَأَتْ ظِلَّهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ هٰذَا لَظِلُّ رَجُلٍ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَنْ هٰذَا؟ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِيْ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ٤ : ٥٨٨، بِرَقْمِ ٧٦٩١، وَقَالَ: فِيهِ سُمَيَّةُ، أَخْرَجَ لَهَا أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُضَعِّفْهَا أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

"এমনকি হযরত যয়নব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। রবিউল আউয়ালে নবীজী তাঁর কাছে যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যয়নব (রা.) তাঁর ছায়া দেখতে পান এবং বলেন, এ তো কোন পুরুষের ছায়া বলে মনে হয়। তিনি তো আমার কাছে আসেন না, তাহলে এ ব্যক্তি কে? ইত্যবসরে তিনি (নবীজী) প্রবেশ করেন।" –মুসনাদে আহমাদ ৭/৪৭৪, হাদীস ২৬৩২৫

আবার কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া না থাকার বিষয়টি 'হাদীসে নূর' (...আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন...) দ্বারা প্রমাণ করতে চান।

তাদের বক্তব্য হল, 'তিনি যেহেতু নূরের তৈরি আর নূরের কোন ছায়া নেই, তাই তাঁরও কোন ছায়া নেই।'

তাদের এই দাবির ভিত্তিই যেহেতু 'নূরের হাদীস'এর ওপর, তাই এর কোন ধর্তব্য নেই। কেননা, নূরের বর্ণনাটাই তো নির্জলা জাল, যা ১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিলসমূহের আলোকে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, তিনি একজন মানব ছিলেন আর মানব-মাত্রেরই ছায়া থাকে। অতএব তাঁর ছায়া ছিল না এটা একটা অর্থহীন কথা। আর ছায়া না-থাকা সম্পর্কে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়, তা জাল হওয়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে এবং এর বিপরীতে

যেসব সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে– সেগুলোও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এই দাবি করেছেন যে, তাঁর ছায়া ছিল না, তারা হয়ত ভেবেছেন, ছায়া না থাকলে নবীজীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, অথচ ছায়া থাকা না-থাকার সঙ্গে মর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই।

নূরে মুহাম্মাদি-বিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহ

মূল আলোচনার আগে ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বুঝতে হবে।

'নূর' শব্দের অর্থ ও ব্যবহার

ক. 'নূর' শব্দটি আরবী, যার অর্থ 'আলো'। এর বিপরীত শব্দ হল 'যুলমাহ' অর্থাৎ অন্ধকার। অন্যান্য ভাষার মতো আরবীতেও নূর শব্দটি 'দৃশ্যমান-নূর' অর্থাৎ চোখে দেখা যায় এমন আলো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য-নূর বা আলো তথা জ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে 'যুলমাহ' শব্দটি দৃশ্য অন্ধকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য অন্ধকার তথা মূর্খতা, জুলুম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফেও নূর শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ. (اَلْبَقَرَةُ:١٧)

"তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো যে কোথাও আগুন জ্বালাল। এরপর তার চার দিককার সব কিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক তখনি আল্লাহ তার চারদিকের নূর (তথা আলো) উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।" –সূরা বাকারা ১৭

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. (يُوْنُسُ : ٥)

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল তেজস্কর, আর চাঁদকে কিরণময় এবং নির্ধারিত করেছেন তার জন্য মনযিলসমূহ, যাতে

তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, যথার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলি প্রকাশ করেন।" –সূরা ইউনুস ৫

উভয় আয়াতে নূর শব্দটি দৃশ্য-নূরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ শব্দটি বহু আয়াতে অদৃশ্য-নূর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ (اَلْبَقَرَةُ: ٢٥٧)

"আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরি করে তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।" –সূরা বাকারা ২৫৭

উক্ত আয়াতে নূর ও যুলমাহ তথা আলো ও অন্ধকার উভয় শব্দ অদৃশ্য আলো ও অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে আলো বলতে ঈমানের আলো আর অন্ধকার বলতে কুফুরির অন্ধকার বুঝানো হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. (اَلتَّغَابُنُ : ٨)

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" –সূরা তাগাবুন ৮

অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে–

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (اَلْاَعْرَافُ : ١٥٧)

"সুতরাং যেসব লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই সফলকাম।" –সূরা আরাফ ১৫৭

উভয় আয়াতে নূর বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে, যা অদৃশ্য নূর। এমনিভাবে হাদীস শরীফে দৃষ্টিপাত করলেও নূর শব্দের উভয় অর্থে ব্যবহার পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] خُلِقَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

[সহীহ হাদীস] "ফেরেশতা নূরের সৃষ্টি, জিন অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি। আর আদম যা দ্বারা সৃষ্টি, তা তোমাদেরকে (কুরআন মাজীদে) বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাটির তৈরি।" –সহীহ মুসলিম ২/৪১৩, হাদীস ২৯৯৬

এ হাদীসে নূর শব্দটি দৃশ্য-নূর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ-এ হযরত ইর্‌বায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] إِنَّ أُمَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيْ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ج٨ص ٤٠٩ رَوَاهُ أَحْمَدُ (رقم ١٧١٥١) وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، غَيْرَ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

[সহীহ হাদীস] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা তাঁকে প্রসবকালে এক নূর অবলোকন করেন, যার দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে যায়।" –মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৭, হাদীস ১৭১৫১

এ হাদীসেও নূর বলতে বাহ্যিক বা দৃশ্য-নূর বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে বহু হাদীসে অদৃশ্য-নূরের ক্ষেত্রেও নূর শব্দের প্রয়োগ এসেছে।

সহীহ মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] كِتَابُ اللهِ، فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ.

[সহীহ হাদীস] "এটি আল্লাহ তাআলার কিতাব। এতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর। যে তা আঁকড়ে ধরবে এবং সে মোতাবেক আমল করবে, সে হেদায়েতের ওপর থাকবে। আর যে তা পেল না, সে পথভ্রষ্ট হল।" –সহীহ মুসলিম ২/২৮০, হাদীস ২৪০৮

এই হাদীসে হেদায়েত ও ইলমকে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টতই দৃশ্য-নূর নয়, বরং অদৃশ্য-নূর।

এমনিভাবে জামে তিরমিযী ও সহীহ ইবনে হিব্বান-এ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ.

[সহীহ হাদীস] "আল্লাহ তাআলা তাঁর মাখলূককে (প্রবৃত্তি ইত্যাদির) আঁধারে সৃষ্টি করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর (ঈমান ও মারেফতের) নূর ছড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি সে নূর লাভ করেছে সে হেদায়েত পেয়েছে, আর যে ব্যক্তি তা পায়নি সে গোমরাহ হয়েছে।" –জামে তিরমিযী ২/৯৩, হাদীস ২৬৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান ১৪/৪৩-৪৪, হাদীস ৬১৬৯

উক্ত হাদীসে সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা এবং তা কবুল করার তাওফীককে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টত অদৃশ্য-নূর।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত দুআ বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি তাহাজ্জুদের সময় করতেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا.

[সহীহ হাদীস] "হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার ডানে নূর দান করুন। আমার বামে নূর দান করুন। আমার ওপরে নূর দান করুন। আমার নিচে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন। আমার পেছনে নূর দান করুন এবং আমাকে দান করুন এক বিশেষ নূর।" –সহীহ বুখারী ২/৯৩৫, হাদীস ৬৩১৬, সহীহ মুসলিম ১/৬১, হাদীস ৭৬৩/১৮৭

উক্ত দুআয় উল্লিখিত প্রতিটি নূর শব্দ দ্বারা অদৃশ্য নূরকেই বুঝানো হয়েছে। সহীস মুসলিমের ব্যাখ্যাকার কাযী ইয়ায (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

مَعْنَى النُّوْرِ هُنَا: بَيَانُ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ إِلَيْهِ، وَدَعَا أَنْ تُسْتَعْمَلَ جَمِيْعُ أَعْضَائِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ وَتَقَلُّبَاتِهِ، وَجَمِيْعُ حَالَاتِهِ وَجُمْلَتُهُ فِي الْجِهَاتِ السِّتِّ، فِي الْحَقِّ، وَضِيَاءِ الْهُدٰى حَتّٰى لَا يَزِيْغَ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْهُ وَلَا يَطْغَى.

অর্থাৎ এখানে নূর বলতে সত্যের প্রকাশ এবং এর প্রতি হেদায়েত ও পথপ্রদর্শন করাকে বুঝানো হয়েছে, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ দুআ করেছেন যে, তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল কাজ-কর্ম, সমস্ত চাল-চলন সর্বদিকে, সর্বাবস্থায় যেন সত্য ও হেদায়েতের নূরে পরিচালিত হয়। –ইকমালুল মুলিম ৩/১২৫-১২৬

এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ দুআর আগেও তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কাজ-কর্ম ও চাল-চলন সত্য ও হেদায়েতের নূরে পরিচালিত হত, কিন্তু যে আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্যশীল হয়, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির ইলম যত বেশি হয়, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়, তাঁর মহানুভবতার অনুভূতি এবং তাঁর মহব্বত তত বেশি থাকে। আর এ জন্যই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত তুলে দুআয় নিমগ্ন হয়।

মোটকথা, নূর শব্দটি আরবী ভাষায় এবং কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'দৃশ্য নূর' এবং 'অদৃশ্য-নূর' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোথায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা শব্দের প্রয়োগ এবং পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

যে জায়গায় নূর শব্দ দ্বারা অদৃশ্য-নূর বুঝানো উদ্দেশ্য, সেখানে বাহ্যিক বা দৃশ্য-নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা অথবা যেখানে বাহ্যিক নূর বুঝানো উদ্দেশ্য সেখানে অদৃশ্য নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা একটি হাস্যকর ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ তাহরীফ তথা অর্থগত বিকৃতি সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কারও কাছে আলোকসজ্জার অনেক উপকরণ আছে। তা দ্বারা সে তার ঘরে আলোকসজ্জা করেছে। তার আলোকসজ্জার প্রশংসা করতে গিয়ে কেউ বলল– عِنْدَهُ نُوْرٌ كَثِيْرٌ (তার বাড়িতে প্রচুর আলো) আর আপনি তার অনুবাদ করলেন, তিনি খুব হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাঁর নিকট ইলমের অনেক নূর রয়েছে। তাহলে এটা তার কথার অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কী হবে?

অথবা কেউ কুরআন হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, কুরআনকে নূর বলা হয়েছে, তাই সে একজনকে সম্বোধন করে বলল, আরে ভাই! ঘরে বাতি রাখার কী দরকার, একটি কুরআন মাজীদ ঘরে রেখে দাও। পুরো ঘর আলোকিত হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নূর বলেছেন। তাহলে এটা তার বোকামি ছাড়া আর কী-ইবা হবে?

কোন্ নূর ফযীলতের মাপকাঠি

খ. বাহ্যিক নূর যেমন আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত, তেমনি বাহ্যিক অন্ধকারও একটি বড় নেয়ামত। মাখলূকের যেমন নূরের প্রয়োজন রয়েছে,

তেমনিভাবে অন্ধকারেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বহু গুণ বেশি দরকার অদৃশ্য নূর বা অভ্যন্তরীণ আলোর। যেমন– হেদায়েত, ঈমান, ইলম, হেকমত, সৎগুণ এবং সকল ভালো কাজের তাওফীক ইত্যাদি। অদৃশ্য নূর সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার করুণা ও নেয়ামত, যা কল্যাণই কল্যাণ, তাতে অকল্যাণের লেশমাত্রও নেই। এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই কাম্য।

পক্ষান্তরে অদৃশ্য অন্ধকার, যেমন– ভ্রষ্টতা, কুফর, শিরক, বেদআত ইত্যাদি খারাপ গুণ ও খারাপ কাজ সম্পূর্ণই অভিশাপ, এতে কল্যাণ ও মঙ্গলের নাম নিশানাও নেই।

শুধু বাহ্যিক নূর অর্জন করা কৃতিত্বের কিছু নয়, তা কোন ফযীলতের বস্তুও নয়। কৃতিত্ব ও ফযীলতের বিষয় তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা, যা শুধু অদৃশ্য নূর অর্জনের মাধ্যমেই হতে পারে। যার মধ্যে এ নূর যত বেশি থাকবে সে আল্লাহ তাআলার ততবেশি প্রিয়পাত্র হবে।

সাধারণ একজন মুমিন ব্যক্তি, যার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত, যদি তার চেহারা অসুন্দরও হয় কিংবা রাতে জ্বালানোর মতো একটি মোমও তার কাছে না থাকে, তথাপি সে একজন কাফের থেকে কোটি কোটি গুণে উত্তম, যদিও সে কাফের সুদর্শন হয় এবং আলোঝলমল একটি প্রাসাদের মালিক হয়। কেননা সে কাফের ঈমানের নূর থেকে চির বঞ্চিত, তার মন কুফুরির কালিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক নূরের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তাঁরা অদৃশ্য নূরেও নূরানী ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে বাহ্যিক নূরের উপস্থিতি নেই। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অদৃশ্য নূর তথা ইলম, বিদ্যা-বুদ্ধি, মারেফত ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ গুণাবলি ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক দান করেছেন। আবার খোদ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সেজদা করিয়েছেন, যা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশার হয়েও নূর

গ. নবীজী সম্পর্কে কতক লোক সাধারণত এরূপ প্রশ্ন করে থাকে যে, আমাদের নবী নূর ছিলেন, না মানব ছিলেন? অথচ এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, নূরের বিপরীত শব্দ হল অন্ধকার। মানবের বিপরীত শব্দ হল ফেরেশতা বা জিন।

কাজেই এ প্রশ্ন করা ভুল যে, তিনি নূর ছিলেন, নাকি মানব? কেননা, এ দুইয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মানব ছিলেন না, বরং মানব-সরদার ছিলেন। পাশাপাশি তিনি আপন ফযীলত ও গুণাবলিতে সম্পূর্ণই নূরে নূরান্বিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের বহু আয়াতেও তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا. قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا. (اَلْاِسْرَاءُ: ٩٣-٩٥)

"বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, আমি একজন 'মানব-রাসূল' বৈ কে? লোকদের কাছে হেদায়েত আসার পর তাদেরকে শুধু এই উক্তি ঈমান আনা থেকে বাধা দিয়েছিল যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের কাছে আকাশ থেকে 'ফেরেশতা-রাসূল' প্রেরণ করতাম।" –সূরা বনী ইসরাঈল ৯৩-৯৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا. (اَلْكَهْفُ: ١١٠)

"বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন 'মানুষ'। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।" –সূরা কাহ্ফ ১১০

আরও ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ. (حم: ٦)

"বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদ। অতএব তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরেকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।" –সূরা হা-মীম ৬

অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. (الْأَنْبِيَاءُ: ٣٤)

'আপনার আগেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?' –সূরা আম্বিয়া ৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব ছিলেন এর বহু প্রমাণ হাদীসেও রয়েছে। নিচে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হল–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا».

[সহীহ হাদীস] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দরজার কাছে ঝগড়া-বিবাদ শুনতে পেয়ে তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন 'মানুষ মাত্র'। আমার কাছে বাদী-বিবাদীরা এসে থাকে। কেউ হয়ত অধিক বাকপটু হয়, ফলে আমি তাকে সত্য মনে করে তার পক্ষে রায় দিয়ে দিই। যদি আমি কারও পক্ষে অন্য কোন মুসলমানের হকের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে থাকি, তাহলে তা জাহান্নামের টুকরো হিসেবে বিবেচিত হবে। সে তা গ্রহণও করতে পারে বা বর্জনও করতে পারে। –সহীহ বুখারী ১/৩৩২, হাদীস ৭১৮১, সহীহ মুসলিম ২/৭৪, হাদীস ১৭১৩

অন্য হাদীসে আছে–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذٰلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

[সহীহ্‌ হাদীস] "হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালাম ফিরালে তাঁকে লক্ষ করে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল, নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কিছু এসেছে? তিনি বললেন, কী ব্যাপার? সাহাবীগণ বললেন, আপনি এত রাকাত পড়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'পা মুড়িয়ে নিলেন, কিবলামুখী হলেন। দুটি সেজদা করলেন এবং সালাম ফেরালেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করেন, নামাযের ব্যাপারে কিছু অবতীর্ণ হলে আমি তোমাদেরকে তা অবহিত করতাম, কিন্তু আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। তাই আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।" –সহীহ বুখারী ১/৫৮, হাদীস ৪০১

অন্য হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ، أَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا».

[সহীহ্‌ হাদীস] "হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি আপন প্রতিপালকের কাছে বলে রেখেছি যে, আমি যদি কোন মুসলিমকে মন্দ বলি, তাহলে সেটি যেন তার জন্য পবিত্রতা ও সওয়াবের কারণ হয়।" –সহীহ মুসলিম ১/৩২৩, হাদীস ২৬০২

এ ছাড়াও আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার দিকটি প্রমাণ করে।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার বিষয়টি যেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত, তেমনি কুরআন হাদীসেও তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই কুরআন হাদীসের এই অকাট্য বিষয়কে তাঁর নূর হওয়ার কথা বলে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই; বরং যেমন আগে বলা হয়েছে– তিনি নূরও ছিলেন বাশারও ছিলেন।

থাকল নূর ও অন্ধকারের প্রসঙ্গ। অন্ধকারের লেশ মাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার সামনে বাহ্যিক নূরও তুচ্ছ।

আর অদৃশ্য-নূর, যেমন– নবুওয়তের নূর, রিসালাতের নূর, ইলম ও মারেফতের নূর, ঈমান ও খোদাভীতির নূর, আল্লাহর মহব্বতের নূর, হেদায়েতের নূর ইত্যাদি– এগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিটি মাখলূক থেকেই অধিক দান করেছেন। তিনি এ নূরে নূরান্বিত সকল সৃষ্টির সরদার। সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি অতুলনীয়। দুনিয়াতে যেখানে যারই যতসামান্য অদৃশ্য-নূর রয়েছে, তা একমাত্র তাঁর নূরেরই ঝলক। আর বাহ্যিক নূরেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। হাদীস শরীফে আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً، وَلَا حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[সহীহ হাদীস] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, তাঁর ঘাম ছিল মুক্তোর মতো। তিনি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন। তাঁর হাতের চেয়ে অধিক কোমল কোন রেশমও আমি স্পর্শ করিনি। তাঁর সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ কোন মেশক-আম্বরেও আমি পাইনি।" –সহীহ মুসলিম ২/২৫৭, হাদীস ২৩৩০, মুসনাদে আহমাদ ৩/২২৮, হাদীস ১৩৪৩৯

আরও ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: لَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ ... وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ.

[সহীহ হাদীস] "কা'ব ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলাম তখন তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করছিল। ... তিনি যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে যেত, যেন এক খণ্ড চাঁদ; আমরা তা অনুভব করতে পারতাম।" –সহীহ মুসলিম ২/৩৬২, হাদীস ২৭৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ،

ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

[সহীহ্ হাদীস] "হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন লম্বা ছিল না, আবার বেঁটেও ছিল না, বরং মধ্যাকৃতি ছিল। তাঁর উভয় হাত ও পা গোশতে পূর্ণ ছিল। তাঁর মাথাও ছিল বড়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড়ার হাড্ডিও ছিল বড়। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত ছিল সরু পশমরেখা। তিনি চলার সময় এমনভাবে চলতেন যেন কোন উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন।

হযরত আলী (রা.) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে এবং পরে তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি।" –জামে তিরমিযী ২/২০৫, হাদীস ৩৬৩৭

আরও ইরশাদ হয়েছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ فِيْ عَيْنِيْ مِنَ الْقَمَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

[সহীহ্ হাদীস] "জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, আমি চাঁদনি রাতে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একপ্রস্থ রেখাখচিত লাল পোশাক পরিহিত দেখেছিলাম। একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার চাঁদের দিকে। অবশেষে তিনি আমার দৃষ্টিতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর প্রতিভাত হলেন।" –শামায়েলে তিরমিযী ২, সুনানে দারেমী ১/৪৪৬, হাদীস ৬০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিসিম মুবারক কীসের তৈরি

ঘ. এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ এ প্রশ্নও করে থাকে যে, আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক নূরের তৈরি, নাকি মাটির তৈরি? যদি উত্তরে বলা হয়, নূরের তৈরি তাহলে তারা ভীষণ খুশি হয় এবং মনে করে, এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযোগ্য সম্মান করা হয়।

আর যদি উত্তরে বলা হয়, কুরআন-হাদীস ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তিনি মানব ছিলেন; আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর মানব সৃষ্টির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে যে, সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বংশধরের (যার মধ্যে নবী ওলীগণও রয়েছেন) প্রত্যেককেই একফোঁটা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিও এভাবেই হয়েছে। এটি একটি প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিষয়টির স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

এ ধরনের উত্তর শুনলে তারা অসন্তুষ্ট হন এবং মনে করেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করা হয়েছে, অথচ মানব হওয়া বা মাটির তৈরি হওয়া দোষের কিছু নয়। আবার শুধু নূর কিংবা নার তথা আগুনের সৃষ্টি হওয়াতেও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই। যদি শুধু নূর থেকে হলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যেত, তাহলে প্রত্যেক ফেরেশতাই সকল নবী-রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হত। তেমনিভাবে যদি আগুনের তৈরি হওয়াই মর্যাদার কিছু হত, আর মাটির তৈরি হওয়াই অপূর্ণতার কিছু হত, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) চির অভিশপ্ত ইবলীসের এ আপত্তিও যথার্থ হত–

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. (اَلْحِجْرُ: ٣٣)

"বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরি ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" –সূরা হিজর ৩৩

যদি মাটির তৈরি হওয়াতে কোন প্রকারের দোষ থাকত, তাহলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেন না– وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ 'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' –সূরা বনী ইসরাঈল ৭০

মূলত মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য বাহ্যিক নূরের সঙ্গে নয়, বরং অভ্যন্তরীণ নূরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই অভ্যন্তরীণ নূর যদি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহলে মাটির তৈরি হওয়াতে দোষের কিছুই নেই, বরং এতে মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

যা হোক, এরা উক্ত জবাবে নাক ছিটকায়, অথচ তা আল্লাহ তাআলার (যিনি রাসূলের সৃষ্টিকর্তা) বাণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যাঁর সম্পর্কে এই প্রশ্ন) ভাষ্য দ্বারাই সমর্থিত। আর নিজেদের উত্তর

(রাসূলের শরীর নূরের তৈরি) নিয়েই খুব খুশি। অথচ তা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলিল পরিপন্থী এবং এ ব্যাপারে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সন্তুষ্ট নন। কেননা তিনি বাস্তবতাবিরোধী কথায় কখনও খুশি হতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব অথবা আদম সন্তান– এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মানব হওয়ার বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, মক্কার কাফেররা পর্যন্ত তা অস্বীকার করত না, বরং মূর্খতার কারণে তাদের উল্টো আপত্তি এই ছিল যে, মানুষ হয়ে তিনি কীভাবে রাসূল হন!?

এ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের দু'টি আয়াত একটু আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, পুনরায় তা উল্লেখ করা হল–

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰىٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا. قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا. (الإسراء: ٩٣-٩٥)

"বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, আমি একজন 'মানব-রাসূল' বৈ কে? লোকদের কাছে হেদায়েত আসার পর তাদেরকে শুধু এই উক্তি ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের কাছে আকাশ থেকে 'ফেরেশতা-রাসূল' প্রেরণ করতাম।" –সূরা বনী ইসরাঈল ৯৩-৯৫

সূরা ইবরাহীমে ইরশাদ হয়েছে–

قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ. وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ. (إبراهيم: ١٠-١١)

"তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ওই মা'বূদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত, তাহলে তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ কর। তাদের পয়গাম্বর তাদেরকে বলেন, আমরাও তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে থেকে

যার ওপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়।" –সূরা ইবরাহীম ১০-১১

তেমনিভাবে সূরা আনআমে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ. (اَلْأَنْعَامُ: ٨-١٠)

"তারা আরও বলে, তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটি খতম হয়ে যেত। এরপর তাদেরকে সামান্য অবকাশও দেওয়া হত না। যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের রূপেই হত। এতেও তারা সে সন্দেহই করত, যা এখন করছে। নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের সঙ্গেও উপহাস করা হয়েছে। এরপর যারা তাঁদের সঙ্গে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।" –সূরা আনআম ৮-১০

যা হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব, সর্বোত্তম মানব এবং মানবকুলের সরদার হওয়ার বিষয়টি চিরবাস্তব এবং স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

এখন দেখা যাক, মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ সৃষ্টিকর্তার কী বাণী। ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ. (ص: ٧١)

'যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব।' –সূরা ছোয়াদ ৭১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. (اَلْحِجْرُ: ٢٨)

'আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানব জাতির পত্তন করব।' –সূরা হিজর ২৮

অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে–

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ. (اَلرَّحْمٰنُ: ١٤-١٥)

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।' –সূরা আর-রহমান ১৪-১৫

আরও ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا. وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. (الغافر : ٦٧)

"তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, এরপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, এরপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, এরপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, তারপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর আগেই মৃত্যু ঘটে। আবার তোমরা (কেউ কেউ) নির্ধারিত কালে পৌঁছে থাক এবং (এরূপ অবস্থা থেকে) তোমরা যাতে অনুধাবন করতে পার।" –সূরা গাফির ৬৭

সূরা মুমিনূন-এ ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا. ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ. فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ. (المؤمنون : ١٢-١٦)

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। এরপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। এরপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" –সূরা মুমিনূন ১২-১৬

এই হল মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ মানব সৃষ্টিকর্তার বাণীসমূহ। এখন দেখা যাক, মানবকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী ধরনের ফরমান রয়েছে আপন সৃষ্টি সম্পর্কে।

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] إِنَّ اللهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ.

[সহীহ হাদীস] "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ.)এর বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। এরপর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে মনোনীত করেছেন এবং কুরাইশের বংশধর থেকে বনী হাশিমকে মনোনীত করেছেন আর বনী হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" –সহীহ মুসলিম ২/২৪৫, হাদীস ২২৭৬, জামে তিরমিযী ২/২০১, হাদীস ৩৬০৫

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟ قَالُوْا: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ. قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا». قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

[সহীহ হাদীস] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার কোন কারণে) মিম্বরে দাঁড়িয়ে (সমবেত লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (যেহেতু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বংশ কী তা জানানো, যা উপস্থিত সাহাবীগণ খেয়াল করেননি, তাই) তিনি ইরশাদ করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে– মুহাম্মাদ। আল্লাহ তাআলা তামাম মাখলূক সৃষ্টি করে আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (অর্থাৎ মানুষ বানিয়েছেন)। এরপর তাদেরকে দু'ভাগে (আরব ও অনারব) বিভক্ত করে আমাকে উত্তম ভাগে (আরবে) রেখেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্রে পাঠিয়েছেন। এরপর সে গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি ব্যক্তি ও বংশ সর্বদিক থেকে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" –মুসনাদে আহমাদ ১/২১০, হাদীস ১৭৮৮, জামে তিরমিযী ২/২০১, হাদীস ৩৬০৮, দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ, ইমাম বাইহাকী ১/১৬৯-১৭০

আবু জাফর বাকের (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] إِنَّمَا خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ، وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، لَمْ أُخْرَجْ إِلَّا مِنْ طُهْرِهِ.[1]

[সহীহ হাদীস] "আমার জন্ম বিয়ের মাধ্যমে হয়েছে, কোন নাজায়েয পন্থায় নয়। আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে (আমার পিতামাতা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে আমার বংশ-পরম্পরা বিয়ের মাধ্যমে চলে আসছে) জাহেলিয়াতের কোন নাজায়েয পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি। আমার জন্ম একমাত্র পবিত্র তরীকায় হয়েছে।" –তবাকাতে ইবনে সা'দ ১/২৬

যা হোক, কুরআনের ভাষ্য ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন (সর্বোত্তম মানব, আদম সন্তানের সরদার) এবং পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা আমরা এও জানতে পারলাম যে, তাঁর জন্ম বিয়ের মাধ্যমে হয়েছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিসিম মুবারক নূরের তৈরি ছিল– একথা বলা অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মানব ছিলেন

ঙ. এখানে এ কথাও জেনে রাখা জরুরি যে, ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে– যথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন, আদম সন্তান ছিলেন এবং তাঁর জন্ম অন্যান্য বনী আদমের মতোই হয়েছে– এ বিষয়গুলো কুরআন হাদীস ইজমা ও তাওয়াতুর এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, যদি এ বিষয়গুলোকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত, রিসালাত বা সুপ্রমাণিত কোন ফযীলত অস্বীকারের জন্য কিংবা উপহাস-ছলে বলা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফুরি হবে এবং এরূপ ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে।

---

[1] رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى»، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُرْسَلًا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ»، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي «الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» ج٢ ص ٢٠٩: هٰذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ.

কাফের ও মুশরেকের আচরণ আম্বিয়া আলাইহিম্মুস সালামের সঙ্গে এমনই ছিল, ওরা তাঁদেরকে সর্বদিক দিয়ে নিজেদের মতো মানব মনে করত। তাঁদের কোন ধরনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করত না। উপহাস করে তাঁদেরকে মানব বলত। তাই কুরআন মাজীদ নবী-রাসূলের মানব হওয়ার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি স্থানে সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য যেকোন নবীকে মানব বলে তাঁদের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবে অথবা মানব বলে তাঁদেরকে উপহাস বা অবজ্ঞা করবে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হবে।

মুসলমানরা যখন নবীজীর মানব হওয়ার দিকটি আলোচনা করে তখন সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে থাকে। আর তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল।

তাদের এ ধরনের আলোচনার উদ্দেশ্য হয়ত বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করা অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অপনোদন করা। যেমন কেউ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করছে, তখন অপর ব্যক্তি কুরআন হাদীসের বরাতে বলল যে, তিনি মানব ছিলেন। এসব প্রভুবৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না।

অথবা যদি কেউ নির্বুদ্ধিতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরেশতা কিংবা অন্য কোন সৃষ্টিজীব জ্ঞান করে কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করে, তখন সে কুরআন হাদীস থেকে বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার বিষয়টি সে প্রশংসাস্বরূপ উল্লেখ করে যে, তিনি মানব হয়েও এতসব ফযীলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি নবী-রাসূলদের সরদার এবং ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অতুলনীয় নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। অন্যদের থেকে পৃথক থাকতেন না, বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ আম্‌রাহ (রহ.)এর রেওয়ায়েতটি লক্ষ করা যাক—

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

[সহীহ হাদীস] "তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বাড়িতে কী করতেন? আয়েশা (রা.) জবাবে বলেন, তিনি তো একজন মানুষ ছিলেন। (মানুষ সাধারণত বাড়িতে যা করে তিনি তাই করতেন) কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরি দোহাতেন এবং নিজের কাজ করতেন।" –শামায়েলে তিরমিযী ৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ৭/৩৬৫, হাদীস ২৬২৩৮

খারেজা ইবনে যায়েদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، بَعَثَ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا، ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ، ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، فَكُلُّ هٰذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟.

[সহীহ বর্ণনা] "যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর নিকট এক দল লোক এসে বলল, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও ঘটনা শোনান। তিনি উত্তরে বলেন, আমি তোমাদের কী শোনাব? (এরপর তিনি বলেন) আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত তখন আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তা লিখে দিতাম। আমরা যদি দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সঙ্গে শরিক হতেন এবং খাবারের কথা আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সঙ্গে এর আলোচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সবকিছুই কি তোমাদের নিকট বর্ণনা করব?" –শামায়েলে তিরমিযী ২৩

ভূমিকাস্বরূপ আলোচিত এ পাঁচটি বিষয় পুনরায় মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করুন। এরপর নূরে মুহাম্মাদি সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শুনুন।

সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদি

৭১– أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭১] আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।

٧٢– عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ، قَالَ: هُوَ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭২] জাবের (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন– হে জাবের, তা হল তোমার নবীর নূর।

٧٣– أَنَا مِنْ نُوْرِ اللهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُوْرِيْ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭৩] আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর আমার নূর থেকে সব কিছু (সৃষ্টি)।

٧٤– أَنَا مِنْ نُوْرِ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭৪] আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর মুমিনরা আমার নূরের (সৃষ্টি)।

٧٥– أَنَا مِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭৫] আমি আল্লাহর তাআলার (নূর) থেকে আর মুমিনরা আমার (নূর) থেকে।

উল্লিখিত বাক্যসমূহের মধ্যে যদিও প্রথমটি লোকমুখে অধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু মূলত সবগুলোই একটা দীর্ঘ জাল রেওয়ায়েতের বিভিন্ন রূপ। সেই দীর্ঘ রেওয়ায়েতটি আলোচনার শেষাংশে আরবীতে লেখা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম তা দেখামাত্রই বুঝতে পারবেন যে, পূর্ণ রেওয়ায়েতটাই জাল ও বাতিল।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহ.) উক্ত রেওয়ায়েতটি জাল প্রমাণে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যা 'মুরশিদুল হায়ের লি-বয়ানে ওয়ায়য়ে হাদীসে জাবের' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিভাবে শায়েখ আহমাদ ইবনে আব্দুল কাদের শানকীতীও এ সম্পর্কে 'তাম্বীহুল হুযযাক আলা বুত্লানে মা শাআ বাইনাল আনামে ফী হাদীসিন নূরিল মানসূবী লি-মুসান্নফে আব্দুর রাযযাক' গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও প্রকাশিত এবং হাসান ইবনে আলী আসসাক্কাফ 'ইরশাদুল আছির ইলা ওয়ায়য়ি হাদীসি আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরা নাবিয়্যিকা ইয়া জাবের' কিতাব লিখেছেন; এটিও প্রকাশিত।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، لَوْ ذُكِرَ بِتَمَامِهِ لَمَا شَكَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ فِيْ وَضْعِهِ، وَبَقِيَّةُ تَقَعُ فِيْ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ مِنَ الْقَطْعِ الْكَبِيْرِ، مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَلْفَاظٍ رَكِيْكَةٍ وَمَعَانِيْ مُنْكَرَةٍ.

"এ রেওয়ায়েতটা জাল। যদি পূর্ণ রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়, তাহলে সেটা জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন পাঠকেরই সন্দেহ থাকবে না। রেওয়ায়েতটা বড় সাইজের পূর্ণ দুই পৃষ্ঠা হবে, যাতে রয়েছে ফাসাহাত-শূন্য অনেক শব্দ এবং আপত্তিকর অসার অনেক কথা।" –আলমুগীর আলাল আহাদীসিল মাওযূআতে ফিল জামিয়িস সগীর ৪–আততালীকাতুল হাফিলা আলাল আজবিবাতিল ফাযিলা ১২৯

মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী (রহ.) এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে তাঁর অন্য এক প্রবন্ধে লেখেন–

هٰذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الْوَضْعِ وَاضِحُ النَّكَارَةِ.

'এটা জাল ও মুনকার হওয়া অতি সুস্পষ্ট।' –আলবূসীরী মাদিহুর রাসূলিল আযাম ৭৫

আল্লামা লাল শাহ বুখারী (রহ.)ও স্বরচিত গ্রন্থ 'বাশারিয়াতে রাসূল'-এ একে জাল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহ.) উক্ত রেওয়ায়েতের কোন কোন বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন–

كُلُّ ذٰلِكَ كَذِبٌ مُفْتَرًى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ.

'হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সবগুলোই মিথ্যা ও বানোয়াট।'[১]

---

(١) وَفِيْ «مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَةَ» ١٨ : ٣٦٦-٣٦٧: «وَكَذٰلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ «أَنَّ اللهَ قَبَضَ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ قَبْضَةً وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَعَرِقَتْ وَدَلَقَتْ فَخَلَقَ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ نَبِيًّا، وَأَنَّ الْقَبْضَةَ كَانَتْ هِيَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَّهُ بَقِيَ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، فَهٰذَا أَيْضًا كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَدِيثِهِ. وَكَذٰلِكَ مَا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ كَوْكَبًا، أَوْ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ خُلِقَ مِنْهُ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ أَبَوَاهُ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ جِبْرِيلُ! وَأَمْثَالُ هٰذِهِ الْأُمُورِ، فَكُلُّ ذٰلِكَ كَذِبٌ مُفْتَرًى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسِيرَتِهِ».

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখপূর্বক একমত পোষণ করেছেন। –আলআসারুল মারফূআ ৪৩

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর (রহ.) উক্ত রেওয়ায়েতের জাল হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'খালকুন নূরিল মুহাম্মাদি' নামক এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন, যা তাঁর গ্রন্থ 'তাহ্‌কীকাতুন ওয়া-আনযারুন ফিল কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ' কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, 'আনযারুন ফিল কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ ১৫১-১৫৬[১]

আলোচিত রেওয়ায়েত জাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্বোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট, তারপরও বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করার জন্য রেওয়ায়েতটির উল্লিখিত পাঁচটি রূপের প্রতিটি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করা হল।

প্রথম বাক্যটি ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) মত ব্যক্ত করেছেন। –আলআসারুল মারফূআ ৪৩

দ্বিতীয় বাক্যটি হুবহু দীর্ঘ রেওয়ায়েতের প্রথম অংশ, যার জাল ও অসারতা সম্পর্কে আকাবের মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যটি মূলত পঞ্চম বাক্যের ভিন্ন দু'টি রূপ, যার সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন–

---

[১] এখানে একটি কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, যে রেওয়ায়েতটি জাল হওয়ার ব্যাপারে আমি হাদীস বিশেষজ্ঞদের উক্তি বর্ণনা করেছি, তা ঘটনাক্রমে থানভী (রহ.)এর পুস্তিকা নাশরুত তীব-এও রয়েছে। কারণ তিনি নাশরুত তীব রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা'-এর ওপর নির্ভর করেছেন। আর এ কিতাবে উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর উদ্ধৃতি দেওয়া ছিল। তখন 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি বলে তা থানভী (রহ.)-এর সামনে ছিল না। তাই আলমাওয়াহিব-এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি সঠিক ভেবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন, অথচ উক্ত হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর কোথাও নেই। বহু মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসটি বের করার জন্য উল্লিখিত কিতাব আদ্যোপান্ত একাধিকবার অধ্যয়ন করেছেন। তবুও তারা হাদীসটি পাননি।

নাশরুত তীব রচনাকালে তাঁর সামনে কী কী কিতাব ছিল এর একটি তালিকা তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এতে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর নাম উল্লেখ নেই।

তালীমুদ্দীন-এ থানভী (রহ.) হাদীসের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের তাহকীক মেনে নেওয়ার প্রতি জোর তাকিদ জানিয়েছেন এবং আততাকাশশুফ ৪০৩, হাদীস ২৬৩-এ তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা ৬০-৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি পুনরায় দ্রষ্টব্য।

هُوَ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ.

'এটা মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তি।'

হাফেয ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী ও আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রমুখের মতও তাই। –কাশফুল খাফা ১/২০৫, আলমাওযূআতুল কুবরা ৪০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৮৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৪১২

নূরে মুহাম্মাদি সম্পর্কিত বাতিল ও জাল রেওয়ায়েতের ধারাবাহিকতা এখানেই শেষ নয়, বরং এ পর্যায়ের আরও বাতিল ও জাল রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন–

[জাল বর্ণনা-৭৬] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, আমি সেটি সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দাজ করে নিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর।

এই রেওয়ায়েতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'এটা একটা বানোয়াট রেওয়ায়েত।' –কিতাবুল ইস্তিগাসা ফির রদ্দি আলাল বাকরী ১/১৩৮, আরও দেখুন, খাইরুল ফাতাওয়া ১/২৭৬

নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও লোকমুখে প্রসিদ্ধ–

[জাল বর্ণনা-৭৭] হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর আগে আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহ.) এ সম্পর্কে লেখেন, 'এটাও একটা জাল বর্ণনা।' –আলবূসীরী মাদিহুর রাসূলিল আযম ৭৫[১]

---

(١) وَمِنَ الْغَرِيبِ الْمُؤْسِفِ أَنَّ هٰذَا الْخَبَرَ قَدْ عَزَاهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى فِي «الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ» ١ : ٧٤-٧٥ إِلٰى كِتَابِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ الْقَطَّانِ، فَفُهِمَ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِالْعَزْوِ هُوَ كِتَابُ «بَيَانِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ الْوَاقِعَيْنِ فِيْ كِتَابِ الْأَحْكَامِ» لِأَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ، اَلْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ٦٢٨هـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ، فَلَا وُجُوْدَ لِهٰذَا الْخَبَرِ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ، وَلَا هُوَ مَظِنَّتُهُ.=

= نَعَمْ يُوْجَدُ مَخْطُوْطَةٌ فِيْ دَارِ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ بِعُنْوَانِ «كِتَابِ الْبَشَائِرِ وَالْإِعْلَامِ لِسِيَاقِ مَا لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْأَعْلَامِ» تَأْلِيفُ أَبِيْ عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الرُّهُوْنِيِّ، عُرِفَ بِابْنِ الْقَطَّانِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى». (أَرْسَلَ صُوْرَةً مِنْ هٰذِهِ الْمَخْطُوْطَةِ تِلْمِيْذُنَا حَسِيْبُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيْمِ حَفِظَهُ الْمَوْلَى الْكَرِيْمُ وَرَعَاهُ)

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَبُوْ عَلِيٍّ اِسْمَ هٰذَا الْكِتَابِ غَيْرَ مَرَّةٍ حَاذِفًا لَفْظَ الْبَشَائِرِ، ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ «الْإِعْلَامِ» فِيْ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَخْطُوْطَةِ يَبْدُوْ كَأَنَّهُ «الْإِحْكَامِ»، فَاشْتَهَرَ اسْمُ الْكِتَابِ: «الْإِحْكَامُ لِسِيَاقِ مَا لِسَيِّدِنَا ...»، وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّ أَصْلَ اللَّفْظِ هُوَ الْإِحْكَامُ، دُوْنَ الْإِعْلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْخَطُّ حِيْنَ جَاءَ الْاِسْمُ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَقْرَبَ إِلَى «الْإِعْلَامِ».

وَلَا أَشُكُّ أَنَّ هٰذَا الْكِتَابَ هُوَ الَّذِيْ نَقَلَ عَنْهُ صَاحِبُ «الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ» (٩٢٣هـ) بِوَاسِطَةِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ (أَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوْقٍ، اَلْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ٧٨١هـ، صَاحِبِ شَرْحِ الشِّفَاءِ لِلْقَاضِيْ عِيَاضٍ، وَصَاحِبِ شَرْحِ الْقَصِيْدَةِ الْبُرْدَةِ)، وَكَذَا الصَّالِحِيُّ صَاحِبُ «سُبُلِ الْهُدٰى وَالرَّشَادِ» (٩٤٢هـ)، إِمَّا بِوَاسِطَةِ الْمَوَاهِبِ، وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ.

وَيَبْدُوْ أَنَّ ابْنَ مَرْزُوْقٍ كَانَ اخْتَصَرَ فِيْ تَسْمِيَةِ الْكِتَابِ وَالْمُؤَلِّفِ، فَكَأَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ الْعَزْوِ: «فِي الْإِحْكَامِ لِابْنِ الْقَطَّانِ»، فَظَنَّ النَّاقِلُ عَنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ كِتَابَ ابْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ الْحَافِظِ النَّاقِدِ الْمَعْرُوْفِ، فَصَرَّحَ بِذٰلِكَ الصَّالِحِيُّ عِنْدَ النَّقْلِ، وَأَمَّا الْقَسْطَلَّانِيُّ فَأَبْهَمَ وَلٰكِنَّ الشَّارِحَ الزُّرْقَانِيَّ صَرَّحَ، وَهٰذَا مِنْ آفَاتِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْمَصَادِرِ الْأَصْلِيَّةِ.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى ـ هُوَ كِتَابُ أَبِيْ عَلِيٍّ الْحَسَنِ الرُّهُوْنِيِّ، وَصُوْرَةُ تِلْكَ الْمَخْطُوْطَةِ الَّتِيْ أَمَامِيْ كُتِبَ فِيْهِ اسْمُ الْمُؤَلِّفِ كَمَا يَلِيْ: «أَبِي الْحَسَنِ ...».

ثُمَّ اسْتَدْرَكَ النَّاسِخُ السَّقَطَ فِي الْحَاشِيَةِ، فَوَضَعَ عَلَامَةً «صَغِيْرَةً» بَعْدَ «أَبِيْ» وَكَتَبَ فِي الْهَامِشِ: «عَلِيٍّ»، فَصَارَ «أَبِيْ عَلِيٍّ الْحَسَنِ...»، فَمَنْ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى السَّقَطِ الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْهَامِشِ ظَنَّ أَنَّ الْكِتَابَ تَأْلِيفُ أَبِي الْحَسَنِ، وَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ وَقَعَ فِيْهِ الصَّالِحِيُّ إِنْ نَقَلَ عَنْ كِتَابِ الْبَشَائِرِ مُبَاشَرَةً، وَإِنْ نَقَلَ بِوَاسِطَةِ الْقَسْطَلَّانِيِّ فَإِنَّمَا جَاءَهُ الْخَطَأُ فِي الْفَهْمِ وَتَعْيِيْنِ الْمُرَادِ مِنْ اِسْمٍ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْخَبَرُ الْمَبْحُوْثُ عَنْهُ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ فِيْ كِتَابِ أَبِيْ عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَطَّانِ الرُّهُوْنِيِّ فِي الْوَرَقَةِ ٤، مِنَ الْمَخْطُوْطَةِ. وَأَبُوْ عَلِيٍّ يَبْدُوْ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الْقَرْنِ السَّابِعِ، وَلَعَلَّهُ مُتَأَخِّرٌ قَلِيْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ. =

এ সম্পর্কে নিচের রেওয়ায়েতও প্রসিদ্ধ–

٧٨– خَلَقَنِيَ اللهُ مِنْ نُوْرِهِ، وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ، وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَخَلَقَ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ، وَعُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. [مَوْضُوْعٌ]

[জাল বর্ণনা-৭৮] আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমার নূর দিয়ে আবু বকরকে সৃষ্টি করেছেন। আবু বকরের নূর দিয়ে উমরকে সৃষ্টি করেছেন। আর উমরের নূর দিয়ে গোটা উম্মত সৃষ্টি করেছেন। আর উমর হল জান্নাতিদের আলোকবর্তিকা।

এ বর্ণনাও জাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম আবু নুআইম (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন–

هٰذَا بَاطِلٌ، مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللهِ.

'এটা একটা বাতিল কথা এবং কুরআন মাজীদ পরিপন্থী উক্তি।' –মীযানুল ইতিদাল ১/১৬৬

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) মীযানুল ইতিদাল-এ, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিসানুল মীযান-এ এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহ.)

= وَقَدْ ذَكَرَ أَبُوْ عَلِيٍّ أَهَمَّ مَصَادِرِهِ فِيْ وَجْهِ الْكِتَابِ، وَذَكَرَ مِنْ بَيْنِهَا ابْنَ سَبْعٍ، وَالْمُرَادُ كِتَابُ «شِفَاءِ الصُّدُوْرِ» لِأَبِي الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَبْعٍ السَّبْتِيِّ، مِنْ رِجَالِ الْمِئَةِ السَّادِسَةِ، أَقْدَمَ قَلِيْلًا مِنَ الْقَاضِيْ عِيَاضٍ، وَيَعْلَمُ الْمُطَّلِعُوْنَ أَنَّ هٰذَا الْكِتَابَ عَارٍ عَنِ الْأَسَانِيْدِ حَتّٰى عَنْ ذِكْرِ الْمَصَادِرِ، وَأَنَّهُ مَجْمَعُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ، وَفِيْهِ الْكَثِيْرُ مِنَ الْأَبَاطِيْلِ وَالْمَوْضُوْعَاتِ.

وَأَخْلِقْ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُوْرِ أَنْ يَكُوْنَ انْتَقَلَ إِلَى «الْبَشَائِرِ وَالْإِعْلَامِ» مِنْ كِتَابِ ابْنِ سَبْعٍ الْمَذْكُوْرِ أَوْ مِنْ كِتَابٍ آخَرَ مِنْ بَابَتِهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى ابْنِ مَرْزُوْقٍ فَمَنْ بَعْدَهُ بِوَاسِطَةِ كِتَابِ الْبَشَائِرِ حَامِلًا اسْمَ «الْأَحْكَامِ» وَاسْمَ ابْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ! وَلَا رَيْبَ أَنَّ شَرَفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الرَّفِيْعَ أَجَلُّ وَأَنْبَلُ مِنْ كُلِّ سَقِيْمٍ وَمُنْكَرٍ، وَهَلْ يُعَرَّفُ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بِالْمُنْكَرِ؟ فَمَا لِهٰؤُلَاءِ يَتَنَزَّلُوْنَ إِلَى الْمَنَاكِيْرِ ثُمَّ يَتَجَاوَزُوْنَ إِلَى الْأَبَاطِيْلِ الْجَلِيَّةِ؟!

هٰذَا مَا ظَهَرَ لِيَ الْآنَ، وَلَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا، وَالْأَمْرُ الْمُتَيَقَّنُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَذْكُوْرَ مُنْكَرٌ مَتْنُهُ، مَجْهُوْلٌ أَوْ مَعْدُوْمٌ إِسْنَادُهُ، وَالْمَصْدَرُ الَّذِيْ عَزَاهُ الصَّالِحِيُّ إِلَيْهِ لَا وُجُوْدَ لَهُ فِيْهِ، فَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، وَقَدْ سَمِعْتَ حُكْمَ الْمُحَدِّثِ الْغُمَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى، وَفَّقَكَ اللهُ وَسَدَّدَ خُطَاكَ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

তানযীহুশ শারীয়াতিল মারফূআ ১/৩৩৭-এ ইমাম আবু নুআইম (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করে একমত পোষণ করেছেন।

যা হোক, এসব রেওয়ায়েতই যখন জাল ও বাতিল, তো এগুলোর অর্থ নিয়ে আলোচনা করা নিষ্ফল। কাজেই এখানে এ আলোচনায় জড়ানোর কোন অর্থ হয় না যে, উক্ত রেওয়ায়েতসমূহে নূর বলতে দৃশ্য-নূর বুঝানো হয়েছে, নাকি অদৃশ্য-নূর কিংবা রূহ। কেননা, যখন এটা হাদীসই নয়, বরং মিথ্যাবাদীদের বানানো কথা, তখন মিথ্যাবাদীরা এখানে নূর দ্বারা কী বুঝিয়েছে তা আমাদের জানার কী প্রয়োজন বা তাতে লাভ কী? তবে জেনে রাখা উচিত যে, ভুলবশত যে দু'চারজন উক্ত জাল বর্ণনা তাদের পুস্তকে লিখেছেন, তাদের কেউই 'নূর'কে বাহ্যিক নূর দ্বারা ব্যাখ্যা করেননি, বরং সবাই নূর দ্বারা অদৃশ্য-নূর বা রূহ বুঝিয়েছেন।

জাল রেওয়ায়েতের বিপরীতে সহীহ্ হাদীসসমূহ

এসব জাল রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর এবং তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বহু কিছুর ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। এ সম্পর্কে কিছু সহীহ হাদীস সামনে উল্লেখ করা হবে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সম্পর্কে সারকথা হল, তিনি এত অধিক অদৃশ্য-নূরের অধিকারী ছিলেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে নূর কোন যুগ অথবা এলাকার সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য সর্বত্র তাঁর নূর সুবিস্তৃত। যদি কেউ কোথাও হক ও হেদায়েত পেয়ে থাকে, তাহলে তাঁর নূরের বদৌলতেই পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেদায়েতের নূর বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, নূর দিয়ে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا. (الأحزاب: ٤٥-٤٦)

'হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।' –সূরা আহযাব ৪৫-৪৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا. (النساء: ١٧٤)

'হে মানবকুল, তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক প্রমাণ (রাসূল) পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।' –সূরা নিসা ১৭৪

অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে–

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ. (التغابن: ٨)

'অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।' –সূরা তাগাবুন ৮

আরও ইরশাদ হয়েছে–

كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ۝ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ (إبراهيم: ١-٢)

"এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে আনেন– পরাক্রমশালী, প্রশংসারযোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক।" –সূরা ইবরাহীম ১-২

আল্লাহ তাআলা এই নূর সম্পর্কে আরও ইরশাদ করেন–

يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ. (الصف: ٨)

'তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।' –সূরা সাফ্ফ ৮

যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য-নূর তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য এত অধিক দান করেছেন, যা বর্ণনাতীত। তবুও তিনি এ দুআ করতেন–

[حَدِيثٌ صَحِيحٌ] اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِيْ نُوْرًا، وَتَحْتِيْ نُوْرًا، وَأَمَامِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا.

[সহীহ হাদীস] "হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার ডানে নূর দান

করুন। আমার বামে নূর দান করুন। আমার ওপরে নূর দান করুন। আমার নিচে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন। আমার পেছনে নূর দান করুন এবং আমাকে দান করুন এক বিশেষ নূর।" –সহীহ বুখারী ২/৯৩৫, হাদীস ৬৩১৬, সহীহ মুসলিম ১/৬১, হাদীস ৭৬৩/১৮৭

এখন বাকি থাকল দৃশ্য-নূরের প্রসঙ্গ। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার ওপর দৃশ্য-নূরও ঈর্ষা করতে বাধ্য। এ সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ হাদীস ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] إِنِّيْ عِنْدَ اللهِ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذٰلِكَ، دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ، وَبِشَارَةُ عِيْسٰى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِيْ رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ، وَكَذٰلِكَ تَرٰى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ أُمَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْراً أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ «مُسْنَدِهِ» وَالْحَاكِمُ فِيْ «مُسْتَدْرَكِهِ»، قَالَ الْحَاكِمُ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الذَّهَبِيُّ، وَرِجَالُ إِسْنَادِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، قَالَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِيْ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ٨ : ٤٠٩.

[সহীহ হাদীস] "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট লওহে মাহফূযে আখেরি নবী হিসেবে আমার নাম তখন লেখা ছিল, যখন আদম (আ.) কাদামাটিতে (যা দ্বারা তিনি সৃষ্টি হন) ছিলেন। (অর্থাৎ তখনও তাতে রূহ দেওয়া হয়নি।) এখন আমি তোমাদেরকে (এ দুনিয়ায় নবুওয়তের প্রচারের) প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলছি, আমি ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর বিকাশ,[১] ঈসা (আ.)-এর তাঁর গোত্রকে দেওয়া সুসংবাদ।[২]

---

[১] হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করেছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (البقرة: ١٢٩) =

"হে পরওয়ারদেগার! তাদের থেকেই তাদের কাছে একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত =

আমি সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ, যা আমার মাতা দেখেছিলেন– তাঁর থেকে এক নূর বের হয়, যার আলোকে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। এ ধরনের স্বপ্ন নবী-জননীগণ (তাদের জন্মের আগে) দেখে থাকেন।

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মাতাও তাঁকে জন্মদানের সময় এক নূর দেখতে পান, যার নূরে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়।" –মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৭, মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৬০১

অন্য রেওয়ায়েতে হযরত মাইসারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَتٰى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ. قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي «الْبِدَايَةِ» ٢: ٢٩٠: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

[সহীহ হাদীস] "আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নবুওয়ত কখন লেখা হয়েছিল? তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন, যখন আদম (আ.) রূহ ও শরীরের মাঝে ছিলেন। (অর্থাৎ তখন তাঁর শরীর বানানো শেষ হয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ দেওয়া হয়নি)।" –মুসনাদে আহমাদ ৫/৫৯

= (সুন্নাহ ও আহকাম) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী ও হেকমতওয়ালা।" –সূরা বাকারা ১২৯

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ দুআ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে কবুল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. (الجمعة:٢)

"তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত (সুন্নাহ ও আহকাম)। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" –সূরা জুমুআ ২

(২) সূরা সাফ্ফ-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ. (الصف: ٦)

"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল– হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পর আসবেন। তার নাম আহমাদ।" –সূরা সাফফ ৬

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ ইঞ্জিলে আজও বিদ্যমান আছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে– সীরাতুন নবী ৩/৪৩০-৪৫৭, তাফসীরে হক্কানি ৪/৫২৫-৫৪৬

এমনিভাবে জামে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

[সহীহ হাদীস] "সাহাবীগণ বললেন– হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনাকে নবুওয়ত দান করা হয়? ইরশাদ করেন, যখন আদম (আ.) রূহ ও শরীরের মাঝে ছিলেন।" –জামে তিরমিযী ২/২০২, হাদীস ৩৬০৯

উপরোক্ত সবগুলো হাদীস সহীহ। হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর লেখেন–

وَهٰذَا إِخْبَارٌ عَنِ التَّنْوِيْهِ بِذِكْرِهٖ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلٰى، وَأَنَّهٗ مَعْرُوْفٌ بِذٰلِكَ بَيْنَهُمْ بِأَنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَآدَمُ لَمْ يُنْفَخْ فِيْهِ الرُّوْحُ.

"এসব হাদীসের মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.)এর মাঝে রূহ দেওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্ব-জগতে (ফেরেশতা ও রূহের জগতে) তাঁর নাম প্রসিদ্ধ করে দেন এবং তিনি তাঁদের মাঝে তখন থেকেই সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।"–আলবিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া ২/২৯১

এসব হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং ঊর্ধ্বজগতে তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাতের প্রচার-প্রসার শুধু তাঁর সৃষ্টির আগেই নয়, বরং আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়েছিল।

ইরবাস ইবনে সারিয়া (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় তাঁর মাতা একটি দৃশ্য-নূর দেখেছিলেন, যার আলোয় সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ (অথচ সিরিয়া মক্কা থেকে বহু মাইল দূরে অবস্থিত) আলোকিত হয়েছিল। এই দৃশ্য-নূর চমকানোর মধ্যে মূলত এই ইশারা ছিল যে, এই নবজাতকের মাধ্যমে একদিন হেদায়েতের নূর সারাবিশ্বে বিচ্ছুরিত হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে।

فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّهٗ وَيَرْضَاهُ

ঊর্ধ্বজগতে নবুওয়তের প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমত্বের মর্যাদা দান করেছেন, তেমনি আরও অনেক ফযীলতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রথমত্বের মর্যাদায়

সমাসীন করেছেন। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

[সহীহ হাদীস] "আমি কেয়ামত দিবসে আদম সন্তানের সরদার হব, এতে গর্বের কিছু নেই। আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হব, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ-মঞ্জুরকৃত ব্যক্তি হব।" –সহীহ মুসলিম ২/২৪৫, হাদীস ২২৭৮

অন্য হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

[সহীহ হাদীস] "কেয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার অনুসারী হবে এবং আমিই সে ব্যক্তি, যে জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম নক করবে। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –সহীহ মুসলিম ১/১১২, হাদীস ৩৩০

অন্য হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] آتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

[সহীহ হাদীস] "কেয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খুলতে বলব। প্রহরী বলবে, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মাদ। এরপর সে বলবে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আপনার আগে কারও জন্য দরজা না খুলি।" –সহীহ মুসলিম ১/১১২, হাদীস ৩৩৩

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

[সহীহ হাদীস] "আমি জান্নাতের জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হব। আমার মতো অন্য কোন নবীর প্রতি এত অধিক লোক ঈমান আনেনি। এমন নবীও

আছে যাঁর প্রতি তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে মাত্র একজনই ঈমান এনেছে।" –সহীহ মুসলিম ১/১১২, হাদীস ৩৩২

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

[সহীহ হাদীস] "আমাকে পাঁচটি বিষয় এমন দান করা হয়েছে, যা আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি : এক মাসের দূরত্ব থেকে (শত্রুদের মধ্যে) ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (অর্থাৎ শত্রুরা একমাসের দূরত্বে থেকে আমার নাম শুনলেই ভয় পাবে।) গোটা জমিনকে আমার জন্য সেজদার উপযোগী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যারই নামাযের সময় হয় সে (যেখানেই থাকুক না কেন) যেন নামায পড়ে নেয়। আমার আগে কারও জন্য মালে গনীমত (যুদ্ধ-লব্ধ-মাল) হালাল ছিল না, আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। আমাকে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। (আগেকার যুগে) নবী নির্দিষ্ট গোত্রের প্রতি প্রেরিত হত আর আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।" –সহীহ বুখারী ১/৪৮, হাদীস ৩৩৫, সহীহ মুসলিম ১/১৯৯, হাদীস ৫২৩

সহীহ মুসলিমে এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখ আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

[সহীহ হাদীস] 'আমার মাধ্যমেই নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের প্রতি সঠিক বিশ্বাস, তাঁর প্রতি সত্যিকারের মহব্বত এবং তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণের তাওফীক দান করুন। রোজ হাশরে তাঁর শাফাআত এবং তাঁর দস্ত মুবারক থেকে তাঁর হাউয এবং তাঁর কাওসারের পানি নসীব করুন, আমীন। ছুম্মা আমীন!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উলামায়ে কেরামের অবগতির জন্য আমি নূরে মুহাম্মাদি-বিষয়ক সুদীর্ঘ রেওয়ায়েত এখানে আরবী ভাষায় উল্লেখ করছি। দেখামাত্রই সবাই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, এটা একটা জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা।

نص حديث النور المحمدي الطويل
وهو موضوع بفصه ونصه

جاء في كتاب «الخميس في أحوال أنفس نفيس (ﷺ)» للقاضي حسين بن محمد الدِّياربَكري ١٩: ١-٢٠:

رُوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خلق منه كل خير، وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام:

خلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام:

فخلق الخلق من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم وأقام القسم الرابع من مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء:

فخلق الملائكة من جزء، وخلق الشمس من جزء، وخلق القمر والكواكب من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء:

فخلق العقل من جزء، والحلم والعلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة، ثم نظر الله عز وجل إليه فترشح النور عرقاً، فقطرت منه مئة ألف وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة من النور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو رسول.

ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة.

فالعرش والكرسي من نوري، والكروبيون من نوري، والروحانيون من الملائكة من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والعلم والتوفيق من نوري، وأرواح الأنبياء والرسل من نوري، والشهداء والصالحون من نتائج نوري.

ثم خلق الله سبحانه وتعالى اثني عشر حجابا، فأقام النور، وهو الجزء الرابع، في كل حجاب ألف سنة، فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في الأرض، وكان يضيء منه ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم.

ثم خلق الله آدم في الأرض وركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث، ومنه إلى يانش، وهكذا كان ينتقل من طاهر إلى طيب، إلى أن أوصله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب، منه إلى رحم آمنة.

ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وقائد الغر المحجلين، وهكذا بدء خلق نبيك يا جابر .

هذا سياق الحديث عند الدياربكري، رجلٍ من القرن العاشر، لا يشك من وقف عليه لأجل ركاكة ألفاظه وركاكة معناه، ومخالفته لأسلوب كلام النبوة، ومخالفته أيضا لبعض الأمور الثابتة في السنة الصحيحة، ولاشتماله على المصطلحات الحادثة فيما بعد عهد الرسالة وعهد الصحابة فما بعدهما_ في أنه موضوع مكذوب على الرسول ﷺ، فداه أبي وأمي.

وأغرب الدياربكري إذ قال إثر ذكره: «ذكره البيهقي»!! وهذا العزو خاطئ يقينا لا أدري من أين اشتبه الأمر على الدياربكري، ولا يظن به أنه تعمد هذا العزو الهوائي، والرواية لا أثر لها في «دلائل النبوة» للبيهقي، وهي المظنة، ولا في غيرها من مؤلفاته.

ولو كان هذا عند البيهقي لكان موضعَ بحثِ الحفاظ السابقين، ولاندرج في كتب الموضوعات للأقدمين ولأخذوا على البيهقي فيما أخذوه عليه من إيراد

الموضوعات في تآليفه مع التزامه أن لا يورد فيها موضوعا، ولتوارد أصحابُ السيرة على نقلِه ليَعتَمِدوه أو لينقُدُوه، ولَمَا كان مُدَّخَرا فضلُ نقلِه لأمثال الدياربكري ونحوه. وهذا ظاهر جدا.

وغفر الله للزرقاني إذ عزاه أيضا في «شرح المواهب» ١:٩١، إلى البيهقي، ولا أشك في أنه اعتَمَد في هذا العزو على الدياربكري، وكتابُه الخَميس موجود عند الزرقاني، ينقل عنه ويحيل عليه. فلا تغتر بتقليد الساهي للساهي.

وقد لعب الكذابون في صُنْع هذه الرواية، فاضطربوا في ذلك ما شاؤوا، ففي «شفاء الصدور» لأبي الربيع سليمان بن سبع السبتي سياقان آخران لهذه الرواية، نقلهما ابن الحاج في «المدخل»٢: ٣١-٣٣، ولا بد من سردهما هنا ليتيقن أصحابُ البصيرة ببطلان الرواية المبحوث عنها هنا، قال ابن الحاج نقلا عن «شفاء الصدور»:

رُوِي أنه لما شاء الحكيم خلق ذاته ﷺ المباركة المطهرة، أمر سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض وأن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها.

قال: فهبط جبريل عليه السلام وملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى وقبض قبضة من موضع قبر رسول الله ﷺ وهي بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم وغمست في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء ولها نور وشعاع عظيم حتى طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسي وفي السموات والأرض وفي الجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق محمدا ﷺ وفضله قبل أن تعرف آدم عليه الصلاة والسلام.

فلما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وضع في ظهره قبضة رسول الله ﷺ فسمع آدم في ظهره نشيشا كنشيش الطير. فقال آدم: يا رب ما هذا النشيش؟ قال: هذا تسبيح نور محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فخذه بعهدي وميثاقي ولا تودعه إلا في الأرحام الطاهرة. فقال

آدم: يا رب قد أخذته بعهدك وميثاقك ولا أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء.

فكان نور محمد ﷺ يتلألأ في ظهر آدم وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفا ينظرون إلى نوره ﷺ، ويقولون سبحان الله، استحسانا لما يرون. فلما رأى آدم ذلك، قال: أي رب ما بال هؤلاء يقفون خلفي صفوفا، فقال الجليل سبحانه وتعالى له: يا آدم! ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فقال: أي رب أرنيه، فأراه الله إياه فآمن به وصلى عليه مشيرا بإصبعه. ومن ذلك الإشارة بالإصبع لا إله إلا الله محمد رسول الله في الصلاة.

فقال آدم: رب اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولا تستدبرني، فجعل ذلك النور في جبهته، فكان يرى في غرة آدم دائرة كدائرة الشمس في دوران فلكها أو كالبدر في تمّامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظرون إلى ذلك النور ويقولون: سبحان الله ربنا، استحسانا لما يرون.

ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام قال: يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه، فجعل الله ذلك النور في سبابته، فكان آدم ينظر إلى ذلك النور.

ثم إن آدم قال: يا رب هل بقي من هذا النور شيء في ظهري؟ فقال: نعم، بقي نور أصحابه. فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي، فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر ونور علي في الإبهام، فكانت تلك الأنوار تتلألأ في أصابع آدم ما دام في الجنة. فلما صار خليفة في الأرض انتقلت الأنوار من أصابعه إلى ظهره. انتهى.

وفيه أيضا: أن أول ما خلق الله نور محمد ﷺ، فأقبل ذلك النور يتردد ويسجد بين يدي الله عز وجل، فقسمه الله تعالى على أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول العرش، ومن الثاني القلم، ومن الثالث اللوح.

ثم قال للقلم: اجر واكتب، فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: ما أنا خالقه إلى يوم القيامة. فجرى القلم على اللوح وكتب، حتى أتى على آخر ما أمره الله

سبحانه وتعالى به.
وأقبل الجزء الرابع يتردد بين يدي الله تعالى ويسجد لله عز وجل فقسمه الله أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول العقل، ومن الثاني المعرفة وأسكنها في قلوب العباد، ومن الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور الأبصار، والجزء الرابع جعله الله حول العرش حتى خلق آدم عليه الصلاة والسلام فأسكن ذلك النور فيه.
فنور العرش من نور محمد ﷺ، ونور القلم من نور محمد ﷺ، ونور اللوح من نوره ﷺ، ونور النهار من نوره ﷺ، ونور العقل من نوره ﷺ، ونور المعرفة ونور الشمس ونور القمر ونور الأبصار من نوره ﷺ». انتهى.
و«شفاء الصدور» مجمع الغرائب والمنكرات والموضوعات، وهو كتاب عري عن الأسانيد وعن ذكر المخرجين! وأساء مؤلفه إذ سماه شفاء، ومن أين يتأتى الشفاء من الروايات السقيمة!!

نصوص النقاد في وضع الروايات المذكورة

وما أظن أحدا من طلبة الحديث له أدنى مزاولة بأسلوب النبي ﷺ في حديثه، يشك في بطلان نسبة هاتين الروايتين إلى النبي ﷺ، وبطلان الحديث المبحوث عنه في نفسه بجميع سياقاته، وقد ذكرت آنفا أسامي ونصوص المحدثين الذين حكموا على هذه الرواية بالوضع والبطلان في (١٩٢-١٩٨) فنقلت هناك عن ابن تيمية، وابن كثير، وطاهر بن عاشور، وأحمد الغماري، وعبد الله الغماري، ولَعَلْشَاهْ البخاري الحنفي، وسَرْفَرَازْ خان صَفْدَر الحنفي الديوبندي، وأحمد بن عبد القادر الشنقيطي أنهم حكموا عليه بالوضع والبطلان. فانظر نصوصهم هناك مرة أخرى، وناهيك بهم نقدا ومعرفة وورعا وتقى.
وأنقل هنا ما ذكره المحدث الناقد الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، في مقاله عن قصيدة البردة، إذ ذكرت من كلامه فيما سبق حكم

الحديث فقط. وإليك بحثه، قال رحمه الله تعالى: قولُ البوصيري:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ❋ ومن علومك علم اللوح والقلم

في هذا مبالغة لا دليل لها.

ويظهر أن الناظم استند للشطر الأول من البيت إلى حديث جابر: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»، وهو حديث طويل جاء فيه: أن الله خلق من نوره ﷺ العرش والكرسي والملائكة وجميع المخلوقات، وقد ذكره بطوله ابن العربي الحاتمي في كتاب «تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان»، والدياريكري في «الخميس من تاريخ أنفس نفيس» في السيرة.

وقال السيوطي في «الحاوي» (٢:٤٣ في كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر): إنه غيرُ ثابت، وهو تساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع، واضحُ النكارة، وفيه نَفَس صوفي، حيث يذكر مقامَ الهيبة ومقام الخشية، إلى آخر مصطلحات الصوفية.

والعجيب عزوه إلى عبد الرزاق، مع أنه لا يوجد في «مصنفه» ولا «تفسيره» ولا «جامعه»، وأعجبُ من هذا أن بعض الشناقِطَة صدَّق هذا العَزْوَ المخطئ، فركَّب له إسنادا من عبد الرزاق إلى جابر، ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له.

فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث، وعبدُ الرزاق لم يسمع به، وأول من شهر هذا الحديث ابنُ العربي الحاتمي، فلا أدري عمن تلقاه، وهو ثقة، فلا بد أن أحدَ المتصوفة المتزهدين وضَعَه.

ومثل هذا الموضوع أيضا: ما رُوي من طريق أهل البيت عن علي رضي الله عنه مرفوعا: «كنتُ نورا بين يدي ربي قبل أن يُخلق آدمُ بأربعة عشر ألف عام». وحديث: «لولاك ما خلقتُ الأفلاك».

وكتب المولد النبوي ملأى بهذه الموضوعات، وأصبحت عقيدة راسخة في أذهان العامة، وأرجو أن يوفقني الله إلى تأليف حول المولد النبوي، خالٍ من أمرين شائنين: الأحاديث المكذوبة، والسجع المتكلف المرذول.

والشطر الثاني من البيت، لعل الناظم استند فيه إلى حديث اختصام الملأ الأعلى، الذي رواه أحمد والترمذي ونقل تصحيحه عن البخاري، وفيه قول النبي ﷺ: «رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت...» الحديث.

لكنه لا يفيد ما ادعاه الناظم من أن علم اللوح والقلم بعضُ علوم النبي ﷺ. ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل.

وقد أصلحت هذا البيت بقولي:

فإن جودكَ في الدنيا وضرتها * وفي كتابك علم اللوح والقلم.

والنبي ﷺ أجود ولد آدم، وهو في الآخرة أجودهم أيضا بما له من شفاعات في أمته.

وكتابه القرآن فيه علوم الأولين والآخرين، وهو معجزته الكبرى، وكيف لا وهو كتاب أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض، قال في حقه: «ما فرطنا في الكتاب من شيء».

والمقصود أن الغلوَّ في المدح مذموم لقوله تعالى: «لا تغلوا في دينكم».

وأيضا فإن مادح النبي ﷺ بأمر لم يثبت عنه، يكون كاذبا عليه، فيدخل في وعيد «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه، لتعلقها بصاحب الشريعة ونبي الأمة، الذي حرم الكذب عليه وجعله من الكبائر العظيمة، حتى قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفر الكاذب عليه ﷺ.

وعلى هذا فما يُوجد في كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا أساس له من الواقع: يجب أن تُحرَق، لئلا يحرق أصحابُها وقارئوها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام الشيخ الغماري رحمه الله تعالى، وهو في آخر رسالة: «البوصيري مادح الرسول الأعظم ﷺ» تأليف عبد العال الحمامصي.

وبهذا القدر أكتفي في الكلام على هذا الحديث هنا، وشرح الركاكات اللفظية والنكارات المعنوية التي في هذا الحديث المصنوع: يحتاج إلى كتاب مستقل، ولعل الله تعالى يوفق لذلك أحدا من عباده.

وفي العلماء المتأخرين من أصحاب السيرة وغيرهم جماعة ممن نقلوا هذا الحديث، ولكن كلهم ممن بعد القسطلاني، ظنوا وجود الحديث في «المصنف» أو «دلائل النبوة»، فعزوه إليهما أو إلى أحدهما، أو ذكروه من غير عزو ولم يكونوا نقادا فيلتزموا الرجوع إلى المصادر الأصلية، أو ليستنكروا متنه فيتوقفوا عن إيراده!!

ولا يكفي في ثبوت الحديث مجرد عزو أحد إياه إلى كتاب من الكتب الحديثية وإنما يثبت بوجوده بالإسناد المعتبر في مصدر معتبر، ولم يتحقق هذا المناط في هذا الحديث، والذين عزوه إلى المصنف أو إلى البيهقي لم يذكروا إسنادا لرواية عندهما أو عند أحدهما، ومن أين يذكرون الإسناد فإنهم لم يعزوا الحديث إليهما بالرجوع إليهما، وإنما هو التقليد الصِّرف للساهي، وأما الساهي الأول فمستنده في العزو الاشتباه لا غير، إذ لا وجود له، لا في المصدرين المعزو لهما، ولا في غيرهما من كتب الأحاديث المسندة المستندة.

وإذا عزا حافظ ناقد وعارف متقن حديثا إلى كتاب مشهور فلم يوجد فيه بعد التفتيش البالغ من مختلف النسخ والروايات، يحكم عليه بالوهم وعلى الحديث بعدم وجوده في ذلك الكتاب، كما هو معلوم عند أهل العلم، فكيف إذا كان العازون للحديث غير حفاظ نقاد أو غير عارفين متقنين، وإنما كان عزوهم بالتقليد الصرف للساهي الأول.

قال أبو الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦ في «المعتمد في أصول الفقه» ٧٩:٢ «فأما الخبر الذي إذا فتش عنه أهل العلم ولم يظفروا به في جملة الأخبار، بعد استقرار السنن، فإنه يعلم كذبه، لعلمنا أن الأخبار قد دونت، ورواية الخبر بعد ما دوِّنت الأخبار هي روايةٌ لِما دُوِّن.

ونظر، فإذا لم يوجد ذلك علمنا كذبه، لأنا لم نشاهده، كما إذا قال الراوي: «هذا الخبر في الكتاب الفلاني، فلا نشاهده فيه». انتهى.

وهذا لفظ البصري، ومعناه مجمع عليه عند جميع أهل العلم والمعرفة من أصحاب الحديث وأصحاب الفقه والأصول.

ويعرف أهل النقد أن مثل هذه الرواية التي نبحث عنها هنا إذا فرض وجود إسناد له لا يخلو أن يوجد في ذلك الإسناد كذاب معروف بالكذب، أو راو مجهول العدالة أو الضبط يحكم عليه لتفرده بمثل هذا المنكر الباطل: بأنه متهم بالكذب أو منكر الحديث، فليس حكم الوضع عليه بمجرد أنه لم يوجد مسندا.

وأما توارد جماعة كبيرة على نقل خاطئ أو قول خاطئ فهذا غير غريب ولا عزيز، بل يشاهد المحققون مثل هذا التوارد في جميع الفنون، بكثرة بالغة: واقرأ رسالة «شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين (٦-٨)، لتعرف نظائر من توارد الجماعة الكبيرة على النقل الخاطئ.

ولذا لم يكتفوا في التوارد بمجرد التوارد، بل اشترطوا كون مستند انتهائهم الحس، ونحو ذلك من الشروط. كما لم يكتفوا في باب التلقي بالقبول إلا بتلقي النقاد المحتاطين، لا بتلقي كل واحد، ولا بمجرد إيراد حديث في كتاب، فشتان بين مجرد الذكر وبين التلقي بالقبول. كما هو مقرر في علوم الحديث.

وبقية البحث عن هذه الرواية موكولة إلى كتاب: «ذيل المقاصد»، و«ذيل تنزيه الشريعة» لكاتب هذه الحواشي العبد محمد عبد المالك، وبالله التوفيق.

ثم طبع سنة ١٤٢٥هـ من غير ذكر الناشر، جزء بعنوان: «الجزء المفقود من الجزء الأول من «المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني».

كتب على وجهه: «بتحقيق الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري».

وهو جزء موضوع لا صلة للأحاديث التي فيه بالإمام عبد الرزاق ومصنفه، فلعنة الله على الكاذبين! اخترع هذا الجزء من اخترعه لإثبات خبر النور المذكور، فأثبت فيه هذا الخبر وعدة مناكير جلية غيره، وركبها على أسانيد معروفة، فكانت الفضيحة أجلى وأسرع!

ولا ريب أن المخطوطة التي ادعاها هذا الدكتور أنه عثر عليها عند محمد أمين بركاتي قادري الهندي: هي نسخة مختلقة بأسرها أو مدسوس عليها، وهلا ذكر الرجل اسم الناسخ، ومن أي أصل نسخها، وأين موضع هذه المخطوطة في الهند؟ والنسخة تفقدها شروط الوجادة الصحيحة، مع وجود القرائن القاطعة على بطلان النسخة، ولا حاجة إلى شرح تلك الأمارات، لأن الأمر أجلى من الشمس.

وهلا ذكر نموذجا من صورة المخطوطة، ولماذا لم يورد خبر النور من المخطوطة نفسها، ولماذا عدل إلى كتاب ابن عربي؟! فالعياذ بالله تعالى من مثل هذه الخيانة في كتب السنة المطهرة!

وأساء الدكتور محمود سعيد ممدوح فكتب أمام هذا الجزء كلمة مبهمة، عفا الله عنه، وتراجع الحق فكتب رجوعاً واضحاً في آخر كتابه «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر»، والأمر أوضح من أن يكتب فيه كل هذا، ولكن لأجل أن لكل ساقطة لاقطة اضطررت إلى إضافة هذه الكلمة.

هذا، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وكتبه العبد محمد عبد المالك عفا الله عنه.

'প্রমাণিত হাদীসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' : একটি চিঠি ও তার উত্তর

প্রশ্ন : জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বাদ সালাম, আশা করি আপনি ভালো আছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থ রাখুন। কয়েক মাস আগে আমি একটি বই পাই। নাম 'প্রমাণিত হাদীসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'।

গ্রন্থনা ও সংকলন : মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর।

পরিবেশনায় : ইমাম আযম (রহ.) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক ৪ জানুয়ারি, ২০১৫ ইংরেজি।

এ বইয়ে আপনার তত্ত্বাবধানে লেখা 'প্রচলিত জাল হাদীস'এর খণ্ডন করা হয়েছে। পাশাপাশি হযরত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী দামাত বারাকাতুহুমের তত্ত্বাবধানে লেখা একই নামের গ্রন্থ 'প্রচলিত জাল হাদীস'এরও খণ্ডন করা হয়েছে। বইটি পড়ার সময় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কৃত 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' এবং শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কৃত 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-মাওযূআহ'এর খণ্ডনও দেখতে পেয়েছি।

বইয়ের শুরুতে এই দাবিও করা হয়েছে যে, এতে উপরোক্ত চার গ্রন্থেরই 'রদ' আছে। ছয় শ পৃষ্ঠার কম এ গ্রন্থে 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা' (যার খণ্ডসংখ্যা ২০)-এর খণ্ডন কীভাবে হয়ে গেল তা বোধগম্য নয়!

যা হোক, জনাবের খেদমতে দরখাস্ত করছি, আপনি এর খণ্ডনে কিছু লিখুন। মানুষ এর দ্বারা গোমরাহির শিকার হচ্ছে। যদিও এ লেখকের লেখার আঙ্গিক

শীলিত নয়, কিন্তু পাঠকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় কিছু লেখা উচিত। এর পাশাপাশি আপনার তত্ত্বাবধানে লেখা 'প্রচলিত জাল হাদীস' ছাড়া বাকি তিন গ্রন্থ সম্পর্কে আপনার মতামত জানারও ইচ্ছা জাগছে। আশা করছি এ দিকেও আপনি দৃষ্টি দেবেন।

মুহাম্মাদ এনামুল হাসান
নরসিংদী
১৩-১১-২০১৫ ঈ.

উত্তর : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুহ্তারাম এনামুল হাসান সাল্লামা-কাল্লাহু তাআলা, ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আপনার চিঠি পেয়েছি। জানি না, আপনি আমাকে কেন চিঠি লিখলেন। এই চিঠি আপনি সরাসরি এ গ্রন্থের সংকলক মাওলানা মুতীউর রহমান সাহেবকে লিখতে পারতেন। যা হোক, আপনি যখন আমাকেই চিঠি লিখেছেন, তাই মনে হল সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা বলে দেওয়াই মুনাসিব হবে।

বাহাদুর সাহেবের এ কিতাব আমি পড়েছি। বিশেষ করে এ উদ্দেশ্যে পড়েছি যে, বাস্তবেই যদি আমাদের গ্রন্থে কোন ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে যেন তা শুধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু এমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। অর্থাৎ এমন কোথাও পাইনি যে, কোন রেওয়ায়েতকে আমরা 'মওযূ' বা ভিত্তিহীন বলেছি আর তিনি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তা গ্রহণযোগ্য বা তার ভিত্তি আছে। আপনি যদি মাওলানা মুতীউর রহমানের গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে বাহাদুর সাহেবের কিতাবটি পড়েন, তাহলে সহজেই বিষয়টি আঁচ করতে পারবেন। আর মাওলানা মুতীউর রহমান সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় এডিশন 'এসব হাদীস নয়'-এর সঙ্গে যদি বাহাদুর সাহেবের বইটি মিলিয়ে পড়েন, তাহলে তো নূরুন আলা নূর।

এ বই যেহেতু ইলম ও তাহকীকের ভিত্তিতে লেখা কোন গ্রন্থ নয়, তাই এর খণ্ডনে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। এ বই এর যোগ্যও নয় যে, এর খণ্ডনে কিছু লেখা হবে। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা করে দিতে অসুবিধা নেই। কারণ যাদের উসূল ও নীতিমালা জানা নেই, তারা বাহাদুর সাহেবের দেওয়া বেমক্কা হাওয়ালা দেখে পেরেশান হতে পারেন। সুতরাং সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হিসেবেই সামনের কথাগুলি আরয করছি।

বাহাদুর সাহেবের বইয়ের কিছু নিজস্ব আন্দায

১. দাবিকে দলিল বানানো

এ বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য (?) হল, এর লেখক দাবি আর দলিলের হাকীকত বুঝেন না। তাই তিনি পুরো বইয়ে শত শত জায়গায় দাবিকেই দলিল হিসেবে উল্লেখ করতে থাকেন। দাবিকে দলিলের নামও দেন এবং প্রত্যেক দাবির ওপর এক এক করে দলিলের নম্বরও লাগান। যেমন তারীখ (ইতিহাস), সীরাত, মীলাদ, তাসাওউফ প্রভৃতি শাস্ত্রের কিতাবে সনদ ছাড়া একটি রেওয়ায়েত বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল 'প্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদি'।

এখন প্রশ্ন হল, এ কিতাবগুলোতে যে সনদ ছাড়া এই রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হল, আসলেই কি এর কোন সনদ আছে? এবং সেই সনদে সহীহ হওয়ার শর্তাবলি রয়েছে? এর জবাবে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের নির্ভরযোগ্য নুসখা থেকে এই রেওয়ায়েতের এমন সনদ উল্লেখ করা চাই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রেওয়ায়েতটি সহীহ বা হাসান অথবা অন্ততপক্ষে এমন যয়ীফ, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যাকে গ্রহণযোগ্য গণ্য করা হয়। কিন্তু বাহাদুর সাহেব নম্বর লাগিয়ে হাওয়ালার পর হাওয়ালা উল্লেখ করতে থাকেন যে, অমুক অমুক কিতাবে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ওই কিতাবগুলো সবই সনদহীন। এর মধ্যে একটি কিতাবও এমন নেই, যাতে সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই কিতাবসমূহের লেখকরাও এমন, যাদের উলূমুল হাদীসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিছু লেখক এমন আছেন, যাদের কিছুটা সম্পর্ক থাকলেও উলূমুল হাদীসে মাহারাত বা পারদর্শিতা নেই। অল্প কয়েকজন আছেন, যাদের মাঝে মাহারাত ও পারদর্শিতা আছে, কিন্তু তারা নিজেদের গ্রন্থে মওযূ, মুনকার ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত উল্লেখ করবেন না— এমন চেষ্টা করেন না। আর কিছু আছেন এমন, যারা চেষ্টা করবেন বলে এলান করেন, কিন্তু বাস্তবে তাদের কিতাবে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই না।

মোটকথা, প্রশ্নই তো ছিল এই যে, অমুক অমুক কিতাবে এই সনদহীন রেওয়ায়েতটি যে আছে বাস্তবে এর কি কোন সনদ আছে না নেই? বাহাদুর সাহেব বলেন যে, হ্যাঁ আছে। দলিল কী? বলেন যে, দলিল হল এ রেওয়ায়েতটি এই সনদহীন কিতাবগুলোতে আছে!!

বেচারা বাহাদুর নিজের এই আবিষ্কৃত পন্থা অনুসারে কোন কোন ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের শতের কাছাকাছি হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি হাওয়ালার ওপর নম্বরও লাগিয়ে লাগিয়ে দলিল শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ এভাবে দাবিকে দলিল বানালে শত কেন কোন কোন রেওয়ায়েতের স্বপক্ষে শতাধিক হাওয়ালা উল্লেখ করাও অসম্ভব নয়।

পুরো বইয়েই যদিও এ কাজটি তিনি করেছেন, তবে এর সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে নূরের হাদীসে। এ ক্ষেত্রে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত হাওয়ালা দিয়েছেন তার সবগুলোই সনদহীন। যখন সনদ উল্লেখ করতে গেছেন, তখন তিনি কিছুদিন আগে জালকৃত মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-এর একটি নুসখার হাওয়ালা দিয়েছেন; যে নুসখার নাসেখ বা লিপিকরের নাম জানা যায় না, কবে তা লেখা হয়েছে তা জানা যায় না, তাতে কোনো শাস্ত্রজ্ঞের দস্তখত নেই, কোন্ কুতুবখানায় এই নুসখাটি ছিল তা উল্লেখ নেই, কার মাধ্যমে প্রকাশক তা পেলেন তাও উল্লেখ নেই।

মোটকথা কোন কিতাবের কোন নুসখা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যতগুলো শর্তের উপস্থিতি অপরিহার্য তার একটিও এতে নেই। এরপরও প্রকাশক এটি اَلْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ مِنْ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ নামে ছেপে দিয়েছে। অর্থাৎ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-এর হারিয়ে যাওয়া অংশ।

এই হারিয়ে যাওয়া অংশ প্রকাশক কার কাছে পেলেন, সেই ব্যক্তি তা কার কাছ থেকে পেয়েছে ইত্যাদি উল্লেখ করা দরকার ছিল। কিন্তু প্রকাশক এগুলো কিছুই বলতে পারেননি।

তাই মিশরের আলেম মাহমুদ সাঈদ মামদূহ যদিও প্রথমে ধোঁকা খেয়ে এর ওপর প্রশংসা-মন্তব্য লিখেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি এই মত প্রত্যাহার করে নেন এবং এই নুসখা যে প্রমাণিত নয় এবং গলতভাবে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-এর হাওয়ালায় লেখা নূরের হাদীস যে মওযূ তা তিনি ঘোষণা করে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। যা তার কিতাব 'আল-ইত্তেজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ ফিল কারনির রাবিয়া আশার' থেকে যে কেউ পড়তে পারে। কিন্তু বাহাদুর সাহেবের তা দিয়ে কাজ কী? তিনি তো মওযূ ও মুনকার রেওয়ায়েতের তরফদারি করা যেন নিজের জন্য ফরয মনে করেন!!

২. ইজমায়ী উসূল বা ঐকমত্যপূর্ণ মূলনীতির বিরোধিতা

বাহাদুর সাহেবের কিতাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, আয়িম্মায়ে ফিক্হ ও হাদীস সবার ইজমায়ী উসূল ও সর্বজনস্বীকৃত নিয়মনীতির বিরোধিতা করা। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন ধরনের দ্বিধা-সংকোচ করেন না। যেমন–

ক. একটি 'মুজমা আলাইহি' তথা ঐকমত্যপূর্ণ মূলনীতি হল আসরে রেওয়ায়েতের (হাদীস সংকলন সমাপ্ত হওয়ার) পরের মু'দাল রেওয়ায়েত (সনদহীন রেওয়ায়েত)কে 'মুরসাল' নাম দিয়ে কবুল করার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে এর সনদ পাওয়া যায়, তাহলে সনদের অবস্থা অনুযায়ী সেই রেওয়ায়েতের হুকুম হবে আর যদি সনদ না পাওয়া যায়, তাহলে তা ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। হানাফী উসূলে ফিক্হের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'কাশফুল আসরার'এর তৃতীয় খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় এই মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য মাযহাবের উসূলে ফিক্হের কিতাব ছাড়াও উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতেও এই মূলনীতিটি বিবৃত হয়েছে। আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহ.) 'যফারুল আমানী'এর ৩৪২-৩৪৪ পৃষ্ঠায় এবং 'আলআজবিবাতুল ফাযিলা'-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাহাদুর সাহেবের অভ্যাস হল, তিনি কোন 'বে-আসল' ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতকে 'বা-আসল' অর্থাৎ ভিত্তি আছে বলে প্রমাণ করার জন্য সনদ ছাড়া (অর্থাৎ ভিত্তি ছাড়া) রেওয়ায়েতেরই হাওয়ালা দিতে থাকেন। আর প্রত্যেক সনদহীন হাওয়ালাকে নাম দিতে থাকেন এভাবে– এক নম্বর দলিল, দুই নম্বর দলিল...।

তার এই কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভুল ও বে-উসূলী । এই পন্থা অবলম্বন করা হলে দুনিয়ার প্রায় সব মওযূ রেওয়ায়েতকেই সহীহ বলে দেওয়া সম্ভব। আখের মওযূ রেওয়ায়েত তো কোন না কোন গ্রন্থে থাকবেই। অনেকে তো না-জেনে-বুঝে মওযূ রেওয়ায়েত নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আর কেউ কেউ তো শুধু জেনে-বুঝে নয়, জেনে-বুঝে সওয়াবের নিয়তে মওযূ রেওয়ায়েত নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

বাহাদুর সাহেবের পছন্দের লেখক ইসমাঈল হাক্কী এই কাজই করেন। তিনি নিজে তা স্বীকার করেছেন। দেখুন, রূহুল বয়ান ৩/৫৭০-৫৭১

বাহাদুর সাহেব হোন বা যেই হোন সবার উচিত ইমামদের এই সর্বস্বীকৃত মূলনীতি মনে রাখা, যা আলাউদ্দিন আব্দুল আযীয বুখারী হানাফী (৭৩০ হি.)

প্রমুখ ফিক্হবিদ ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন।

আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য শুধু আব্দুল আযীয বুখারীর হাওয়ালা উল্লেখ করছি। তিনি লেখেন–

وَذُكِرَ فِي الْمُعْتَمَدِ، إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِيْ عَصْرِنَا: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا، يُقْبَلُ إِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْخَبَرُ مَعْرُوْفًا فِيْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيْثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوْفًا لَا يُقْبَلُ، لَا لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ بَلْ لِأَنَّ الْأَحَادِيْثَ قَدْ ضُبِطَتْ وَجُمِعَتْ، فَمَا لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ مِنْهَا فِيْ وَقْتِنَا هٰذَا، فَهُوَ كَذِبٌ، وَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ الَّذِيْ أَرْسَلَ فِيْهِ الْمُرْسِلُ عَصْرًا لَمْ يُضْبَطْ فِيْهِ السُّنَنُ قُبِلَ مُرْسَلُهُ.

এখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, 'আসরুর রেওয়ায়াহ'-এর পরে অর্থাৎ হাদীস সংকলিত হওয়ার পর এখন কেউ সনদ ছাড়া কোন হাদীস উল্লেখ করলে তা এই শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা যাবে যে, তা সংকলিত হাদীসগ্রন্থের কোথাও আছে। যে রেওয়ায়েত সম্পর্কে আসহাবুল হাদীস (হুফফাযে হাদীস ও হাদীস শাস্ত্রবিদগণ) জানেন না– এটির সনদ কী এবং কে তা বর্ণনা করেছে, সেই রেওয়ায়েত মিথ্যা। –কাশফুল আসরার, আব্দুল আযীয বুখারী ৩/১৭, বাবু বয়ানি কিসমিল ইনকিতা

আল্লামা আবুল হুসাইন বসরী (রহ. ৪৩৬ হি.), যার কিতাব 'আলমু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্হ' ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ও আল্লামা আব্দুল আযীয বুখারীর গ্রন্থের বিশেষ উৎস, তিনি তাঁর আলমু'তামাদ গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন–

فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِيْ إِذَا فُتِّشَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَلَمْ يَظْفَرُوْا بِهِ فِيْ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ، بَعْدَ اسْتِقْرَارِ السُّنَنِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ كَذِبُهُ، لِعِلْمِنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ دُوِّنَتْ، وَرِوَايَةُ الْخَبَرِ بَعْدَمَا دُوِّنَتِ الْأَخْبَارُ هِيَ رِوَايَةٌ لِمَا دُوِّنَ، وَنَنْظُرُ فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ عَلِمْنَا كَذِبَهُ، لِأَنَّا لَمْ نُشَاهِدْهُ، كَمَا لَوْ قَالَ الرَّاوِيْ: (هٰذَا الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ) فَلَا نُشَاهِدُهُ فِيْهِ.

অর্থাৎ হাদীস ও সুন্নাহর কিতাবাদি সংকলিত হয়ে স্থির হয়ে যাওয়ার পর আহলে ইলম যদি সংকলিত সমুদয় রেওয়ায়েতের মাঝে কোন রেওয়ায়েত খুঁজে না পান, তাহলে বোঝা যাবে যে তা মিথ্যা। কারণ আমরা জানি

রেওয়ায়েত সংকলিত হয়ে গেছে। এখন কোন কিছু বর্ণনা করার মানে হল সেই সংকলিত রেওয়ায়েত থেকেই কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করা। তাই আমরা দেখব সংকলিত রেওয়ায়েতসমূহে উক্ত রেওয়ায়েতটি আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে আমরা বুঝব যে তা মিথ্যা। কারণ আমরা তা পাচ্ছি না। বিষয়টি এমন যেমন কেউ বলল, এই রেওয়ায়েতটি অমুক কিতাবে আছে। কিন্তু কিতাবটি খুলে দেখা গেল যে তা তাতে নেই। –আল মু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ ২/৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৩ হিজরী

হায়, বাহাদুর সাহেব যদি উসূলে ফিক্‌হ ও উসূলে হাদীসের এই মূলনীতিগুলোর কদর করতেন! তিনি তো উল্টো সেদিনকার লেখা পুস্তিকা 'নূরে মুজাসসাম'-এর হাওয়ালায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নূরের হাদীস ইমাম বাইহাকীর দালায়েলুন নুবুওয়ায় আছে। তাও তিনি বলতে চান, তা দালায়েলুন নুবুওয়াহ-এর ১৩ তম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় আছে। অথচ দালায়েলুন নুবুওয়াহ সাত খণ্ডের কিতাব, ১৩ খণ্ডের নয়। আশ্চর্য কথা, রেওয়ায়েত হল দালায়েলুন নুবুওয়ার আর তিনি আমাদের হাওয়ালা দিচ্ছেন 'নূরে মুজাসসামের'। যদি তার হাওয়ালা সত্যি হয়, তাহলে সরাসরি দালায়েলুন নুবুওয়াহ থেকে কেন দেখাচ্ছেন না। দালায়েলুন নুবুওয়াহ তো ছেপেছে এবং তার পাণ্ডুলিপি কোথায় কোথায় আছে তাও জানা। 'নূরে মুজাসসাম'-এর লেখকের কাছে কি এ কিতাবের কোন আসমানী নুসখা ছিল? আসমানী নুসখা তো দূরের কথা কোন যমীনী নুসখাও তাঁর কাছে থাকার কোন সম্ভবনা নেই। নূরে মুজাসসাম-এ (পৃ. ২২২) তিনি 'খণ্ড' উল্লেখ করে কোন উদ্ধৃতি দেননি। বাহাদুর সাহেবই তার উদ্ধৃতিকে খণ্ড ও পৃষ্ঠা-বিশিষ্ট বানিয়ে দিয়েছেন। নূরে মুজাসসাম-এর পাণ্ডুলিপি দেখা হলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। যাই হোক, সোজা কথা হল 'দালায়েলুন নুবুওয়াহ'-এর কোন নুসখায় এটি থাকলে তা সামনে আনা হোক। হাওয়াই কথা-বার্তার কী গ্রহণযোগ্যতা? মোটকথা, না সনদহীন গ্রন্থে কোন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা আছে, আর না সনদসহ কিতাবের ভুয়া হাওয়ালার কোন গ্রহণযোগ্যতা? বাহাদুর সাহেবের হাওয়ালা হয়ত প্রথম প্রকারের, নতুবা দ্বিতীয় প্রকারের!!

খ. আরেকটি 'মুজমা আলাইহি' মূলনীতি হল, কোন্ রেওয়ায়েত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য আর কোন্ রেওয়ায়েত ভিত্তিহীন বা মওযূ এর ফয়সালা করবেন আয়িম্মায়ে হাদীস ও নুক্কাদে হাদীস বা হাদীস-শাস্ত্রের ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ

অথবা ফিক্‌হ-শাস্ত্রের ওই সব ইমাম যারা ফিক্‌হের পাশাপাশি হাদীসশাস্ত্রেও পারদর্শী; হাদীসশাস্ত্রে যার দক্ষতা নেই, এ ক্ষেত্রে তার কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

বাহাদুর সাহেবের অভ্যাস হল, তিনি যেকোন লেখকের কথা দিয়েই রেওয়ায়েত সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করতে লেগে যান। এটি শুধু ইলমি উসূলের বিরোধিতাই নয়, বরং সাধারণ বিচার-বুদ্ধিরও বিরোধী। কারণ দ্বীন-দুনিয়ার সব শাস্ত্রে এটি স্বীকৃত যে, প্রত্যেক শাস্ত্রে সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের কথাই দলিল হবে। আর এ কথাও স্পষ্ট যে, কোন শাস্ত্রে কেউ একটি কিতাব লিখে ফেললেই অথবা কেউ কোন শাস্ত্রের একটি কিতাবের দরস দিলেই তিনি সেই শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে যান না।

কিন্তু বাহাদুর সাহেব কোন লেখকের কিতাবে তার উদ্দীষ্ট রেওয়ায়েত পেলেই ব্যস, তার কথা দলিল হিসেবে উল্লেখ করে দেন। মর্জি হলে তাকে 'মুহাদ্দিস' উপাধিও দিয়ে দেন। তিনি তার গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠায় ইবনুল হাজ মালেকীকে শুধু মুহাদ্দিস নয় 'বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস' লিখে দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

ইবনুল হাজকে 'বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস' তো লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কিতাব 'আলমাদখাল' কি বাহাদুর সাহেব পছন্দ করেন? যেসব বিষয়কে ইবনুল হাজ বেদআত বলেছেন তার কয়টাকে বাহাদুর সাহেব বেদআত বলতে রাজি আছেন, একটু ভেবে দেখবেন কি?

গ. এটিও একটি 'মুজমা আলাইহি' উসূল যে, কোন রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার মাপকাঠি হল সনদ, কাশ্‌ফ-ইল্‌হাম নয়। কোন শায়েখ বা বুযুর্গের লেখায় বা কথায় তা উদ্ধৃত হওয়াও যথেষ্ট নয়। এমন নয় যে, কারও কাশ্‌ফ হল বা কোন বুযুর্গের কথায় একটি রেওয়ায়েত পাওয়া গেল তো এর আর কোন সনদের প্রয়োজন নেই। এতে একটি রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার শর্তাবলি আছে কি নেই– এই তাহকীকেরও প্রয়োজন নেই!!

এ উসূলটি সম্পর্কে মাওলানা মুতীউর রহমানের কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত ও দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা আছে। ওই উসূলের বিরোধিতা করে বাহাদুর সাহেব তার গ্রন্থে কাশ্‌ফ দিয়ে দলিল পেশ করেছেন (পৃষ্ঠা ১০১)। আর কোন বুযুর্গের কিতাবে যদি কোন রেওয়ায়েত উল্লেখ হয়, তাহলে তিনি রেওয়ায়েতটি একেবারে 'সহীহ'-এর সমার্থক মনে করেন, তার কোন সনদ না-ই থাকুক, তা কী? গোটা বইয়ে তার আঙ্গিক এ ধরনের।

৩. 'যাল্লাত' ও বিচ্যুতি দিয়ে দলিল পেশ

বাহাদুর সাহেবের আরেকটি নীতি হল, তিনি আগেকার লেখকদের তাসামুহ ও ভুল-বিচ্যুতি দিয়ে দলিল পেশ করতে থাকেন। মুতীউর রহমান সাহেব হয়ত কোন লেখকের সঠিক কোন কথা নকল করেছেন বা কোন লেখকের দলিল-নির্ভর কথার হাওয়ালা দিয়েছেন, তো বাহাদুর সাহেব তার ওপর এভাবে 'এলযাম' দেন যে, অমুক লেখক তো ওই রেওয়ায়েতও উল্লেখ করেছেন, সেটা মেনে নিন।

এটা বাহাদুর সাহেবের বড় আশ্চর্য নীতি। সহীহ কথায় কোন লেখকের হাওয়ালা দিলে সেই লেখকের ভুল-বিচ্যুতিও গ্রহণ করতে হবে। ওই লেখক যদি মওযূ বা মুনকার কোন রেওয়ায়েত উল্লেখ করে তো সেটাও গ্রহণ করতে হবে– এ আবার কেমন কথা হল?

এ ধরনের একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। মুআয্যিন যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ বলে, তখন আযান শ্রবণকারীরা আঙ্গুলে চুমু খেয়ে তা চোখে মুছবে...। এ বিষয়ক একটি জাল বর্ণনা অনেক প্রসিদ্ধ। এ বর্ণনা সম্পর্কে হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ.)-এর একটি ইবারত ভুল বুঝে মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ কথা বলে ফেলেছেন যে, এ রেওয়ায়েত মারফূআন (তথা রাসূল থেকে) প্রমাণিত না হলেও মাওকূফান (তথা সাহাবী থেকে) যেহেতু প্রমাণিত, তো এতটুকুই যথেষ্ট। অথচ এই রেওয়ায়েতের সনদ শুধু একটি। একই সনদে বর্ণিত রেওয়ায়েতের এক অংশ 'মাওকূফ' আর আরেক অংশ 'মারফূ'। যদি এই সনদ সাবেত ও প্রমাণিত না হয়, তাহলে মারফূ অংশ যেমন সাবেত হবে না, তেমনি মাওকূফ অংশও সাবেত হবে না, কোন অংশই সাবেত হবে না। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (রহ.) বিষয়টি খেয়াল করেননি। এখন মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর এই বে-খেয়ালিকে পুঁজি করে সকল রেজভীরা এ কথাই আওড়াতে থাকে যে, মারফূ সাবেত না হলেও মাওকূফ সাবেত। সব কথা তারা দায়লামী-এর হাওয়ালাতেই বলেন। পিতা দায়লামীর 'ফিরদাউস' এবং ছেলে দায়লামীর 'মুসনাদুল ফিরদাউস' উভয় গ্রন্থই তো আছে। কোন আল্লাহর বান্দার যদি হিম্মত হয় তো সে দেখাক যে, এই হল মারফূ রেওয়ায়েতের সনদ, যা সাবেত নয় (বাহাদুর সাহেবের কথা অনুযায়ী সহীহ-এর পর্যায়ের নয়) আর এই হল মাওকূফ রেওয়ায়েত, যার সনদ সাবেত।

যেখানে বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে তাহকীক সম্ভব, সেখানে শুধু সম্ভাবনার ভিত্তিতে কথা কেন? শুধু সম্ভাবনার ভিত্তিতে কি কোন কিছু সাবেত করা যায়?

কিন্তু যা নেই তা তারা কোত্থেকে দেখাবে? সে জন্য ভুলেও কখনও এখানে মূল দায়লামী-এর খণ্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করে হাওয়ালা দেয় না। আর দায়লামী থেকে উদ্ধৃত করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

কথা শেষ হয়নি। এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.)এরও তাসামুহ হয়ে গেছে তাঁর একটি ফতোয়ায়। লাখনোভী (রহ.) 'আন্নাফিউল কাবীর'-এ ও 'উমদাতুর রিআয়া'-এর ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন, 'জামিউর রুমূয' অনির্ভরযোগ্য কিতাব। এমনিভাবে এই কিতাবে এবং তাঁর অপর কিতাব 'রদউল ইখওয়ান' এবং 'যফারুল আমানী'তেও স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'কানযুল উব্বাদ' ফিক্হের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থে সনদ ছাড়া উল্লেখকৃত রেওয়ায়েতসমূহের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সম্ভবত লাখনোভী (রহ.) জীবনের শুরুতে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, আযানের সময় أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া মুস্তাহাব। হাওয়ালা উল্লেখ করেছিলেন 'জামিউর রুমূয'। 'জামিউর রুমূয'-এ এ কথাটি নকল করা হয়েছে 'কানযুল উব্বাদ' থেকে। চিন্তা করুন, লাখনোভী (রহ.)-এর স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারেই কথাটি একটি অনির্ভরযোগ্য কিতাবে আরেকটি অনির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালায় এসেছে। এরপর আর এর গ্রহণযোগ্যতা কী?

তো লাখনোভী (রহ.)-এর মাজমূউল ফাতাওয়া গ্রন্থে এক জায়গায় এই ডাবল অনির্ভরযোগ্য কথাটি চলে এসেছে। আর এ হাওয়ালাটিই বাহাদুর সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু লাখনোভী (রহ.) তাঁর নির্ভরযোগ্য অপর একটি গ্রন্থ 'আসসিআয়া'-এর মাঝে যে স্পষ্টবাক্যে দলিলসহ এ বিষয়ে তাহকীক পেশ করেছেন, তা বাহাদুর সাহেবের পছন্দ হয়নি। বাহাদুর সাহেব যে গ্রন্থের খণ্ডন করছেন সে গ্রন্থে লাখনোভী (রহ.)-এর 'আসসিআয়া' গ্রন্থের ইবারতের শেষ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে লাখনোভী (রহ.) এ বিষয়ে তার ফয়সালা কী তা বলেছেন। তিনি বলেন–

وَالْحَقُّ أَنَّ تَقْبِيْلَ الظُّفْرَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِ النَّبِيِّ فِي الْإِقَامَةِ وَغَيْرِهَا كُلَّمَا ذُكِرَ اسْمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا لَمْ يُرْوَ فِيْهِ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ، وَمَنْ قَالَ بِهِ فَهُوَ الْمُفْتَرِيْ الْأَكْبَرُ، فَهُوَ بِدْعَةٌ شَنِيْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا فِيْ كُتُبِ الشَّرِيْعَةِ، وَمَنِ ادَّعٰى فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَلَا يَنْفَعُ الْجِدَالُ الْمُوْرِثُ إِلَى الْخُسْرَانِ .

"সত্য কথা হল, ইকামত কিংবা অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলেই নখে চুমু খাওয়া (এবং তা চোখে বুলিয়ে দেওয়া) সম্পর্কে কোন হাদীস বা সাহাবীর কোন 'আসার' বা আমল বর্ণিত হয়নি। যে এরূপ দাবি করবে সে চরম মিথ্যাবাদী এবং এটা একটা নিকৃষ্ট বেদআত, শরীয়তের কিতাবসমূহে যার কোন ভিত্তিই নেই ...।" –আসসিআয়া ২/৪৬

তো বাহাদুর সাহেবের এও একটি আনকোরা পন্থা এবং তার বইয়ের এটিও এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একজন লেখকের দলিলনির্ভর সহীহ কথা বাদ দিয়ে তার দলিলবিহীন ভুল কথা পছন্দ করেন এবং তার তরফদারিতে লেগে যান।

৪. মওযূ বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থের মাধ্যমে দলিল পেশ

এটাও বাহাদুর সাহেবের আশ্চর্য একটা পদ্ধতি। তিনি কোন রেওয়ায়েত প্রমাণ করার জন্য ওই সব গ্রন্থেরও হাওয়ালা দেন, যা মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত চিহ্নিত করার জন্য সংকলন করা হয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থে যদি প্রাসঙ্গিকভাবে কোন সহীহ হাদীস চলে আসে, তাহলে তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় কিংবা কেউ যদি বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে কোন সহীহ রেওয়ায়েতকে মওযূ বলে দেয় অথচ বাস্তবে তা মওযূ নয়, তাহলে এমন রেওয়ায়েত উল্লেখ করে স্পষ্টবাক্যে বলে দেওয়া হয় যে এটি মওযূ নয়। এ ছাড়া যদি কোন রেওয়ায়েতকে এ ধরনের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তার অর্থ এ-ই হয় যে, এই রেওয়ায়েত মওযূ বা ভিত্তিহীন। এ ক্ষেত্রে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে স্পষ্টবাক্যে বলার দরকার নেই যে এটা মওযূ। যেমন কোন কিতাবে যদি শুধু সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়, তাহলে সেখানে প্রত্যেক হাদীসের পরে এ কথা বলার দরকার পড়ে না যে– هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ অর্থাৎ এটি একটি সহীহ হাদীস। তেমনি মওযূ বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থাবলিতে কোন রেওয়ায়েত উল্লেখ করে هٰذَا خَبَرٌ مَوْضُوعٌ অর্থাৎ 'এটা একটা মওযূ বর্ণনা' বলার দরকার পড়ে না।

বাহাদুর সাহেব এই স্পষ্ট বিষয়টিও বুঝতে চান না। তাই তিনি রেওয়ায়েত প্রমাণ করার জন্য শাওকানী, তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখের ওইসব গ্রন্থের হাওয়ালা পেশ করেন, যা তারা লিখেছেনই মওযূ বর্ণনা উল্লেখ করার জন্য। তিনি মাওলানা মুতীউর রহমান ও অন্যাদের ওপর এই

'এলযাম'ও দিয়েছেন যে, মোল্লা আলী কারী তো রেওয়ায়েতটিকে মওযূ বলেননি। ইয়া রব! তাহলে তিনি 'আলমাওযূআত' (জাল-বর্ণনাসমূহ) গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন কেন? বাহাদুর সাহেবের কাছে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এসব ক্ষেত্রে মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর অপরগ্রন্থ 'আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ' গ্রন্থটিও দেখে নেন।

৫. لَا يَصِحُّ-এর ভুল অর্থ

বাহাদুর সাহেবের বইয়ে একটি পরিভাষার বিকৃতি হয়েছে অনেক জায়গায়। ঘটনা হল, মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনেক রেওয়ায়েতের ওপর لَا يَصِحُّ শব্দ ব্যবহার করে হুকুম বলেন। এ শব্দের শাব্দিক অর্থ 'সহীহ নয়'। এর দ্বারা কারও মনে হতে পারে যে, তিনি তো একে 'মওযূ' বলেননি, শুধু 'সহীহ নয়' বলেছেন। এখন হতে পারে যে, রেওয়ায়েতটি সহীহ নয় ঠিকই, কিন্তু তা 'হাসান' বা শুধু 'যয়ীফ'।

শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ করে কারও এ ভ্রম হতে পারে। আর এমনই ঘটেছে মোল্লা আলী কারী (রহ.) প্রমুখ লেখকের বেলায়। তাই তারা লিখেছেন যে, কোন রেওয়ায়েত সম্পর্কে لَا يَصِحُّ বলা হলে তা মওযূ হওয়া আবশ্যক নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে রেওয়ায়েত সম্পর্কে لَا يَصِحُّ বলা হয়, তা মওযূও হতে পারে আবার 'হাসান' বা 'যয়ীফ'ও হতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধারণা ছিল ভুল। তারা শুধু এ শব্দের শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ করেছেন, এর পারিভাষিক অর্থের প্রতি খেয়াল করেননি।

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা হল, মওযূ বর্ণনা-বিষয়ক কিতাবাদিতে অথবা মিথ্যাবাদী বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীদের ওপর 'জারহ' করতে গিয়ে যখন কোন রেওয়ায়েতের ব্যাপারে لَا يَصِحُّ শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল, এই রেওয়ায়েত হয় স্পষ্ট মওযূ অথবা মওযূ-এর হুকুমে, যাকে 'মাতরূহ', 'মাতরূক', 'ওয়াহি' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করা হয়। 'মওযূ' বা 'ওয়াহি' বর্ণনাবিষয়ক কিতাবাদিতে অথবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত (مُتَّهَم) বা মাতরূক রাবীদের আলোচনাকালে যেসব জায়গায় لَا يَصِحُّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এ কথা মনে করা যে, এর দ্বারা উক্ত রেওয়ায়েতটি 'মওযূ' বা 'মাতরূহ' হওয়ার হুকুম লাগানো হয়নি- এই ধারণা মোল্লা আলী কারী ও তাঁর অনুসারীদের 'লাহনে জালী' পর্যায়ের

ভুল। যদি কোন রেওয়ায়েতকে 'হাসান' বা 'যয়ীফ'ই বলতে হয়, তাহলে তা মওযূ বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থে তারা কেন আনবেন কিংবা সেই রাবীকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত (مُتَّهَمٌ) অথবা 'মাতরূক' কেন বলবেন?

আরবের হানাফী মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণকৃত এ শব্দের ব্যবহার নিরীক্ষার আলোকে এই পরিভাষাটির (لَا يَصِحُّ) বিস্তারিত ও দলিলনির্ভর ব্যাখ্যা করেছেন। যা মোল্লা আলী কারী (রহ.) কৃত 'আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ'-এর মুহাক্কিকের ভূমিকা এবং আব্দুল হাই লাখনোভী (রহ.) কৃত 'যফারুল আমানী'-এর টীকায় দেখা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে তিনি হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যাহেদ কাওসারী (রহ.) এবং অপর এক হানাফী মুহাদ্দিস ইবনে হিম্মাত দামেস্কী (রহ.)-এর হাওয়ালাও উল্লেখ করেছেন।

বাহাদুর সাহেব মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর এই তাসামুহকে পুঁজি করে অনেক জায়গায় মাওলানা মুতীউর রহমান সাহেবের ওপর নারাজ হয়েছেন– কেন তিনি لَا يَصِحُّ শব্দের অনুবাদ 'সাবেত নয়' করলেন অথচ খোদ বাহাদুর সাহেবের প্রশংসিত ও পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব ইসমাঈল হাক্কীও হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ.) কর্তৃক ব্যবহৃত لَا يَصِحُّ শব্দকে لَا يَثْبُتُ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আশা করি বাহাদুর সাহেব নিজ বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত ইসমাঈল হাক্কীর ইবারত এবং নিজের বাংলা তরজমা একটু খুলে দেখবেন।

কথা শেষ হয়নি। মোল্লা আলী কারী (রহ.) শুধু (ভুলবশত) এতটুকু বলেছিলেন যে, لَا يَصِحُّ বললে 'মওযূ' হওয়া আবশ্যক নয়, অর্থাৎ হতে পারে তা 'হাসান' বা 'যয়ীফ'। এর সরল অর্থ তো এই যে, আবার হতে পারে তা মওযূ। কিন্তু বাহাদুর সাহেব তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় لَا يَصِحُّ-এর অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে এই করে দিয়েছেন যে, এ রেওয়ায়েত 'সহীহ নয়' তার মানে হল তা 'হাসান'। দেখুন পৃষ্ঠা ৮৫, ৮৬, ৯৫। এই হল তার তাহকীকের অবস্থা!

৬. নামের বিকৃতি

এটাও বাহাদুর সাহেবের বইয়ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, আপনি এতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রন্থের বিরল ও আশ্চর্যরকম উচ্চারণ পাবেন। তিনি কাস্তাল্লানীকে

দিয়ে এত দলিল পেশ করেন যে তার কোন সীমা নেই। কাস্তাল্লানী যদি কোন রেওয়ায়েত সনদ ছাড়া উল্লেখ করে অথবা কোন গ্রন্থের গলত হাওয়ালা দেয়, তবুও তা দলিল বনে যায়। কিন্তু বেচারা কাস্তাল্লানী নামের উচ্চারণটা ভালোভাবে জানে না। সব জায়গায় লেখে 'কুস্তালানী'!!

১৮৪ পৃষ্ঠায় সুলায়মান জামাল-কে লিখেছেন সুলায়মান জুমাল!

৮১পৃষ্ঠায় হিলয়াতুল আওলিয়া-কে হুলিয়াতুল আউলিয়া লিখেছেন! এই কিতাব থেকে একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এবং মওযূ রেওয়ায়েতকে সহীহ নাম দিয়ে নকল করেছেন। কিন্তু কিতাবের নামটিও সহীহ লিখতে পারেননি, 'হিলয়া'-কে লিখে দিয়েছেন 'হুলিয়া'!

৭৪ পৃষ্ঠায় আবুস সুয়ূদ আল-ইমাদী-কে লিখেছেন 'উমাদি'!

১১৮ পৃষ্ঠায় 'মাতালিউল মাসাররাত'-কে লিখেছেন 'মাতালিউল মুসাররাত'!

৪৪৫ পৃষ্ঠায় 'ইবনে আররাক'-কে লিখেছেন 'ইরাকি'!

৪৪৬ পৃষ্ঠায় 'আসনাল মাতালিব'-কে লিখেছেন 'আস-সুনানিল মুত্তালিব'!

৩৮১ পৃষ্ঠায় 'লাতায়েফুল মিনান (لطائف المنن)-কে আরবীতে লিখেছেন (اللّطائف المَنّ) আর বাংলায় লিখেছেন এভাবে 'লাতায়েফুল মানান'!

৩৭৮ পৃষ্ঠাসহ আরও অনেক জায়গায় 'ইবনুল জাওযী'-কে লিখেছেন 'যাওজী'!

৪৭৫ পৃষ্ঠায় 'আল্ইলালুল মুতানাহিয়া'-কে লিখেছেন 'আল-ইল্ললুল মুত্নাহিয়্যাহ'!

নামের উচ্চারণের ক্ষেত্রেই যে লেখকের এ অবস্থা, তিনি তাসহীহ-তাযয়ীফ ও জার্হ-তাদীল করতে তথা রাবীদের নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য বলতে এবং হাদীস সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করতে বসে গেছেন?

৭. গলত তরজমা অথবা জেনেবুঝে বিকৃতি

বাহাদুর সাহেব তার বইয়ের ৩৯০ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্দুল হাদী (রহ.)-এর ইবারত নকল করেছেন–

رُوِيَ مَرْفُوْعًا عَنْ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ سَاقِطٍ.

এর অর্থ হল, এ রেওয়ায়েত আনাস (রা.)-এর সূত্রে মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদ 'সাকেত'। অর্থাৎ এমন সনদ যার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। একেবারে নীচে পড়া। কিন্তু বাহাদুর সাহেব লিখেছেন, 'যার সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রসারিত'।

سَاقِط শব্দের এই তরজমা বেচারা কোত্থেকে পেলেন আল্লাহই জানেন! سَاقِط -কে তিনি بَاسِط বরং مَبْسُوْط কীভাবে বানিয়ে দিলেন?! سَاقِط শব্দ ব্যবহার করে ইবনে আবদুল হাদী এই সনদটি বাতিল হওয়ার হুকুম লাগিয়েছেন। কিন্তু বাহাদুর সাহেব বলছেন যে, তিনি 'হাদীসের সনদের ব্যাপারে নীরব ছিলেন'?!

৪৯২ পৃষ্ঠায় أَحِبُّوا الْعَرَبَ-এর তরজমা করেছেন, 'আরবীকে ভালোবাসবে'। অথচ এর অর্থ হল 'আরবদের ভালোবাসবে'। মুনকার রেওয়ায়েতকে সাবেত ও প্রমাণিত বলার জন্য তার অর্থ বদলে দিয়েছেন, যেন 'নাকারাত' ধরা না পড়ে। এটা কি অজ্ঞতার কারণে করেছেন নাকি জেনেবুঝে?

১০১ পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ইবারত– لَيْسَ هٰذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَلَا ضَعِيْفًا উল্লেখ করেছেন। কথার আঙ্গিক ও আগ-পর দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এর দ্ব্যর্থহীন অর্থ– 'এ কথা না কোন সহীহ হাদীসে আছে, না কোন যয়ীফ হাদীসে'। যার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে– এ কথা কোন হাদীসেই আসেনি। কিন্তু বাহাদুর সাহেব এ কথার অর্থ করেছেন মাশা-আল্লাহ এরূপ– 'এ হাদীস হাসান'!!

এরপর তিনি বলছেন, 'এই হাদিসটি প্রথমে দ্বঈফ ছিল পরবর্তীতে বুযুর্গ ওলীদের কাশ্‌ফ দ্বারা হাদিসখানা 'বিশুদ্ধ' প্রমাণিত হয়েছে'।

এখন বাহাদুর সাহেবের উচিত, এই হাদীসের দু'টি সনদ দেখানো– ১. হাসান ও ২. যয়ীফ। তিনি কাশ্‌ফের কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ রেওয়ায়েতের না হাসান কোন সনদ উল্লেখ করেছেন, না যয়ীফ সনদ।

সত্তর হাজার কেন সত্তর লক্ষ বার যদি কেউ কালেমার অযীফা পড়ে, তাহলে অবশ্যই সওয়াব হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সনদ ছাড়া দলিল ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এ কথা নিসবত করে যে তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি সত্তর হাজার বার কালেমা পড়ে তার সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেয়, তাহলে সে জান্নাতী হয়ে যাবে'–এই মিথ্যাচারের কী অর্থ? কাশফের ভিত্তিতে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন রেওয়ায়েতকে সহীহ বলা উসূল পরিপন্থী কাজ। এভাবে কোন ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতকে হাদীসে নববী বলা সম্পূর্ণ না-জায়েয। সুন্নতের অনুসারী কোন আলেম যদি এ ধরনের কোন কাশফের কথা উল্লেখ করেন, তাহলে তা হবে এমন, যেমন কেউ তার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করল। তেমনি কোন আলেমের

পক্ষ থেকে কাশফের কোন ঘটনার কথা উল্লেখ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা দলিলে শরয়ী মনে করে উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, কেউ যদি স্পষ্টভাবে এ কথা বলে যে এটি দলিল, তাহলে তা তার ভুল ও বিচ্যুতি বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা জায়েয হবে না। এ সম্পর্কে মাওলানা মুতীউর রহমানের গ্রন্থের ভূমিকায় দলিল-সমৃদ্ধ আলোচনা আছে।

১৭৫ পৃষ্ঠায় 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল না'–এই ভিত্তিহীন কথাটার তরফদারি করতে গিয়ে একটি হাদীসে আসা ظِلِّي وَظِلَّكُمْ (অর্থাৎ আমার ছায়া ও তোমাদের ছায়া) শব্দ দুটিকে বদলে দিয়ে বানিয়েছেন شَخْصِي وَشَخْصَكُمْ (অর্থাৎ আমার সত্তা ও তোমাদের সত্তা)। ظِلٌّ শব্দের এই অর্থ কোত্থেকে আবিষ্কৃত হল তার কথা না হয় এখন থাকুক। এ হাদীসের আগের অংশে আছে– 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায অবস্থায় তার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয়। এমনকি জাহান্নামের আগুনে তিনি সবার ছায়া জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিলেন।'

বাহাদুর সাহেব বলতে চাচ্ছেন– ছায়া নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে ও সাহাবায়ে কেরামকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিলেন! নাউযুবিল্লাহ! ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ!!

বেচারা চিন্তা করেনি যে, একটি বিকৃতি করতে গিয়ে তার ওপর কত বড় মুসীবত এসে পড়ছে।

তার ইবারত দেখুন–

"আর উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা কোথাও বলেন নাই যে, আমি যমীনে আমার ছায়া ও তোমাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। বরং বলেছেন, জাহান্নামে ظِلٌّ দেখতে পাচ্ছি। ظِلٌّ অর্থ এখানে যদি ছায়া করা হয়, তাহলে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, জান্নাতেও তোমাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি? কেননা জান্নাতও তখন উপস্থিত ছিল সবার সামনে। এখানে ظِلٌّ শব্দের অর্থ হবে شَخْصٌ-এর সত্তা অর্থাৎ সত্তা দেখতে পেলেন। তারা অর্থ করেছেন শুধু জাহান্নামে ظِلٌّ অর্থাৎ ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। বরং অর্থ হল জান্নাত, জাহান্নাম উভয় স্থানেই আমার সাথে তোমাদের সত্তা দেখতে পাচ্ছি। ..." –পৃ. ১৭৫

পুরো হাদীসের আরবী ইবারত এই–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَدَّ يَدَهُ ثُمَّ أَخَّرَهَا فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ فِيْ هٰذِهِ الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فِيْمَا قَبْلَهُ؟ قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، فَرَأَيْتُ فِيْهَا دَالِيَةً قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئًا، فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَاسْتَأْخَرْتُ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ حَتّٰى رَأَيْتُ ظِلِّيْ وَظِلَّكُمْ فِيْهَا...اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِيْ «مُسْتَدْرَكِه». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ تَلْخِيْصِه.

এখানে জান্নাতে ظِلٌّ দেখার কথা নেই। শুধু জাহান্নামে ظِلٌّ দেখার কথা আছে। এখন বাহাদুর সাহেবের এ কথাটি চিন্তা করুন–

"বরং অর্থ হল জান্নাত, জাহান্নাম উভয় স্থানেই আমার সাথে তোমাদের সত্তা দেখতে পাচ্ছি।" চিন্তা করুন কী অর্থ দাঁড়ায়। কীভাবে তিনি সবাইকে জাহান্নামী বানাচ্ছেন!

এই হল বেচারার আরবী-জ্ঞান!

৮. স্পষ্ট মিথ্যাচার ও ইলমি খেয়ানত

কেউ যদি জাহেল হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন শাস্ত্রে নাক গলাতে যায়, তাহলে তার ভুল-বিচ্যুতি হতেই থাকে। অজান্তেই সে বিকৃতির অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিক কথা যে, এটি ভিন্ন শাস্ত্রে নাক গলানোর অনিবার্য ফল।

কিন্তু বাহাদুর সাহেবের ব্যাপারটি এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি –আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন– ইচ্ছাকৃত স্পষ্ট মিথ্যাচার করেন এবং হাওয়ালা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইলমি খেয়ানত করেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখুন–

১. তিনি তার বইয়ের ৪৭৪-৪৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"এ বিষয়ে ইমাম যাওজী রহ. ও মুত্তাকী হিন্দী রহ. তাদের গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে একটি সূত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন–

نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ: نَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: نَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ».

"এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম যওজী বলেন হাদিসটি لَا يَصِحُّ 'সহিহ পর্যায়ের নয়'। খতিবে বাগদাদী বলেন–

قَالَ الْخَطِيبُ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

"এ হাদিসের সমস্ত রাবিগণ সিকাহ শুধু 'মুহাম্মাদ বিন হাসান' ছাড়া। আমি কিতাবের শুরুতে আলোকপাত করেছি যে কোন মুহাদ্দিস হাদিসটি 'সহিহ নয়' বললে তাদের সে বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি 'হাসান' বুঝায়।"

মন্তব্য : এখানে এক তো لَا يَصِحُّ শব্দের অর্থ বিকৃত করেছেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে যে ইলমি খেয়ানত এখানে তিনি করেছেন, তা হল খতীব বাগদাদী (রহ.)-এর ইবারত অর্ধেক উল্লেখ করেছেন। বাহাদুর সাহেব ইবারত নকল করেছেন ইবনুল জাওযী (রহ.)এর 'আল্ইলালুল মুতানাহিয়াহ' থেকে। সেখানের ইবারত হল–

رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَنَرَاهُ مِمَّا صَنَعَتْ يَدَاهُ.

অর্থাৎ এই সনদের সব রাবী ছিকা, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী ছাড়া। আমাদের মতে সে-ই এই বর্ণনাটি জাল করেছে।

বাহাদুর সাহেব উপরোক্ত ইবারতের দাগটানা অংশটুকু বাদ দিয়েছেন। ইবনুল জাওযী (রহ.) এই ইবারত নকল করেছেন খতীব বাগদাদী (রহ.)-এর কিতাব থেকে। খতীব বাগদাদীর কিতাব খুলে দেখা যাক সেখানে কী আছে। তারীখে বাগদাদ-এর ২য় খণ্ডের ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ বিন হাসানের জীবনী, সেখানে তিনি লিখেছেন–

وَكَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.

অর্থাৎ এ ছিকা (নির্ভরযোগ্য) নয়। ছিকা রাবীদের নামে এ লোক মওযূ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে।

এরপর খতীব বাগদাদী (রহ.) উদাহরণস্বরূপ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ-এর রেওয়ায়েত এবং আরও একটি মওযূ রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেছেন–

رِجَالُ هٰذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَنَرَى الْحَدِيثَيْنِ مِمَّا صَنَعَتْ يَدَاهُ.

অর্থাৎ এই উভয় বর্ণনার রাবী ছিকা, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ছাড়া। আমাদের মতে সে-ই এই দুই বর্ণনা জাল করেছে। –তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী ২/১১৪

যদি ধরে নিই, বাহাদুর সাহেব সরাসরি খতীব বাগদাদীর কিতাব খুলে দেখেননি, কিন্তু 'আলইলালুল মুতানাহিয়াহ' তো তার সামনে। আলইলালুল মুতানাহিয়াহ থেকে তিনি খতীব বাগদাদীর কথা নকল করেছেন। সেই ইবারতের শেষ অংশ তিনি কেন বাদ দিয়ে দিলেন। যে অংশ তিনি বাদ দিয়েছেন, তা থাকলে তো কথা স্পষ্ট হয়ে যেত যে, ইমাম ইবনুল জাওযী ও খতীব বাগদাদী উভয়ই এই রেওয়ায়েতটিকে মওযূ বলছেন। এটাও স্পষ্ট হয়ে যেত যে, ইবনুল জাওযী لا يَصِحُّ বলে তা 'মওযূ' বা 'ওয়াহি' হওয়ার কথাই বুঝিয়েছেন, 'হাসান' হওয়ার কথা নয়। বাহাদুর সাহেবের এই দাগাবাজির কোন ব্যাখ্যা আছে কি?

শুধু আলইলালুল মুতানাহিয়াহ নয়, খতীব বাগদাদীর কিতাবও তার সামনে আছে। ৪৭৩ পৃষ্ঠার টীকায় তিনি খণ্ড নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর এবং জীবনী নম্বর (তিনি লিখেছেন হাদীস নম্বর)সহ খতীব বাগদাদীর তারীখে বাগদাদের হাওয়ালা দিয়েছেন!!

৪৭৩ পৃষ্ঠায় বাহাদুর সাহেব সাখাবী (রহ.)-এর কিতাব 'আলমাকাসিদুল হাসানা'-এরও হাওয়ালা দিয়েছেন। সাখাবী (রহ.)ও বলেছেন যে, এ সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত (مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ) রাবী আছে। বাহাদুর সাহেব সাখাবীর হাওয়ালা দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু সাখাবীর এই বক্তব্য গায়েব করে দিয়েছেন!

২. বাহাদুর সাহেব তার বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"আর হযরত মূসা আ.-এর যুগের হাদিসটির সনদ সহিহ পর্যায়ের।"

ওই হাদীস কোনটি? ৮১ পৃষ্ঠায় 'হিল্‌য়াতুল আউলিয়া'-এর হাওয়ালায় তিনি নকল করেছেন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ اَلدِّيْنَوَرِيُّ الْمُفَسِّرُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوْبَ الْعَطَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ وَهْبٍ قَالَ: «كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ عَصَى اللهَ مِائَتَيْ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ، فَأَخَذُوْا بِرِجْلِهِ فَأَلْقَوْهُ عَلَى مَزْبَلَةٍ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَخْرِجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ: يَا رَبِّ! بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ شَهِدُوْا أَنَّهُ عَصَاكَ مِائَتَيْ سَنَةٍ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: هٰكَذَا كَانَ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ، وَصَلّٰى عَلَيْهِ، فَشَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، وَغَفَرْتُ ذُنُوْبَهُ، وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِيْنَ حَوْرَاءَ».

বাহাদুর সাহেব একে তো ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের দিকে মানসূব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতকে হাদীস নাম দিয়ে দিয়েছেন। এরপর সিনাযুরি করে তাকে 'সহীহ'ও বলে দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই এ বর্ণনার সনদ নকল করেছেন। যদিও বাংলা অনুবাদে সনদ উল্লেখ নেই। এ সনদে আব্দুল মুনঈম ইবনে ইদরীস নামে এক রাবী আছে, যে তার পিতার হাওয়ালায় রেওয়ায়েত বর্ণনা করে। অথচ এই রাবী সম্পর্কে আসমাউর রিজালের কিতাবাদিতে লেখা হয়েছে, এ লোক তার পিতার কাছ থেকে কোন রেওয়ায়েত শোনেনি। পিতার ইন্তেকালের সময় সে দুধের বাচ্চা ছিল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, এ লোক ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের নামে মিথ্যাচার করত। (كَانَ يَكْذِبُ عَلٰى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ)

ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেছেন– اَلْكَذَّابُ الْخَبِيْثُ

(এ লোক) খবীছ প্রকৃতির মিথ্যাচারী। –লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আসকালানী ৫/২৮০, মীযানুল ইতিদাল, শামসুদ্দীন যাহাবী ২/৬৬৮

বাহাদুর সাহেবের বড় বাহাদুরি কর্ম, তিনি মিথ্যাচারীর রেওয়ায়েতকে সহীহ বলে দিচ্ছেন। যে ঘটনাটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হিসেবেই মিথ্যা, তাকে তিনি রাসূলের হাদীস নামে চালিয়ে দিচ্ছেন!!

৩. বইয়ের ৩৮২-৩৮৪ পৃষ্ঠায় একটি মওযূ রেওয়ায়েতের তরফদারি করতে গিয়ে তাতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাওয়ালাও লাগিয়ে দিয়েছেন। একটু খেয়াল করে লক্ষ করুন। 'আস্‌সীরাতুল হালাবিয়াহ'-এ নূরুদ্দীন হালাবী (রহ.) লিখেছেন–

وَرَأَيْتُ فِيْ كِتَابِ التَّشْرِيْفَاتِ فِي الْخَصَائِصِ وَالْمُعْجِزَاتِ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مُؤَلِّفِهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ كَمْ عُمِّرْتَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، هٰذَا كَلَامُهُ.

অর্থাৎ আমি 'আততাশরীফাত ফিল খাসায়িসি ওয়াল-মুজিযাত' নামের একটি কিতাবে দেখেছি। এই কিতাবের লেখকের নাম আমি জানি না। এতে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার বয়স কত?... এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। এটি এই (অপরিচিত) লোকের কথা।'

হালাবী (রহ.) বলছেন, 'আত্‌তাশরীফাত' নামের কিতাব, যার লেখকের নাম জানা নেই, তাতে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করে সেই অজানা লেখক এ কথা লিখে দিয়েছে যে- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ অর্থাৎ এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। তো এই মওযূ রেওয়ায়েতটিকে বুখারী (রহ.) কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত হাদীস বলা- এটি আত্‌তাশরীফাত নামের কিতাবের অজানা লেখকের কাণ্ড। নূরুদ্দীন হালাবী স্পষ্ট লিখেছেন- هٰذَا كَلَامُهُ অর্থাৎ এটি আত্‌তাশরীফাতের লেখকের বক্তব্য। কিন্তু সে কে? তিনি স্পষ্ট বলেছেন- لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مُؤَلِّفِهِ 'আততাশরীফাতের লেখক কে, আমি জানি না।'

কিন্তু বাহাদুর সাহেব 'আস্‌সীরাতুল হালাবিয়া'-এর ইবারত থেকে لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مُؤَلِّفِهِ (এর লেখক কে আমার জানা নেই) অংশটুকু বাদ দিয়েছেন এবং رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-এর পরে هٰذَا كَلَامُهُ এই অংশটি গায়েব করে দিয়েছেন, যে বাক্য দিয়ে হালাবী (রহ.) নিজের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছেন যে, বুখারী (রহ.)-এর দিকে এ রেওয়ায়েত আমি মানসূব করিনি।

বড় বড় দুটি দাগাবাজি করে তিনি জোর গলায় এই দাবি করেছেন যে, নূরুদ্দীন হালাবী এই রেওয়ায়েত ইমাম বুখারীর কিতাব আত্‌তাশরীফাত ফিল খাসায়েসে ওয়াল মুজিযাত থেকে নকল করেছেন?! এখানে আমরা لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ছাড়া আর কী বলতে পারি! ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নামে একটি রেওয়ায়েত নয়, গোটা একটি গ্রন্থই জাল করে দিয়েছেন। তাও আবার নূরুদ্দীন হালাবীর যবানিতে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

এরপর বইয়ের ৩৮৩ পৃষ্ঠার টীকায় এই মওযূ রেওয়ায়েতের হাওয়ালা এভাবে দিয়েছেন- "ইমাম বুখারী : আত্‌তাশরীফাতে ফী খাসায়েস ওয়াল-মুজিজাত ২/২৫৪ পৃ."

কেউ গিয়ে তাকে বলা দরকার, কোথায় পেয়েছেন আপনি ইমাম বুখারী

(রহ.)-এর 'আত্তাশরীফাত', এরপর সেই কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড এবং ২৫৪ পৃষ্ঠা? আমাদেরকে দেখান। এভাবে প্রকাশ্যে মানুষ মিথ্যাচার করে যে শুনতেই ঘেন্না লাগে?!

৪. বাহাদুর সাহেব তার বইয়ের ৩৬১-৩৬৫ ও ৩৬৯-৩৭০ পৃষ্ঠায় নূর-বিষয়ক সেই দীর্ঘ ও স্পষ্ট মওযূ রেওয়ায়েতটির তরফদারির জন্য এই মিথ্যার অবতারণা করেছেন যে, এ রেওয়ায়েত কাস্তাল্লানী (রহ.) (তার উচ্চারণে কুস্তালানী)-এরও অনেক আগে শাইখুল ইসলাম ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফ নববী (৬৭৬ হি.) তাঁর কিতাব 'আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ ফী শরহিল খাসায়িসিন নববিয়্যাহ'-এ (পৃ. ৪-৮) উল্লেখ করেছেন।
মিথ্যাচারের ওপর আল্লাহ তাআলার লানত!

আসলে 'আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ' চৌদ্দ শতকের একজন ব্যক্তি মুহাম্মাদ নূরী ইবনে উমর নববী আলজাভী-এর কিতাব। মুহাম্মাদ নূরী ইন্তেকাল করেছেন ১৩১৬ হিজরীতে। কোথায় সপ্তম শতকের ইমাম নববী আর কোথায় চৌদ্দ শতকের মুহাম্মাদ নূরী। মুহাম্মাদ নূরীর আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ ১২৯৮ হিজরীতে ছাপা হয়। –মু'জামুল মাতবূআত ২/১৮৮২

এই নূরী বেচারা যদি নূরের হাদীস লিখে থাকে, তাহলে আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু এ রেওয়ায়েত সাবেত করার জন্য ইমাম নববীর নাম উল্লেখ করার কি কোন প্রয়োজন ছিল যে, শুধু একটি মওযূ রেওয়ায়েত নয় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাঁর নামে জাল করে দেওয়া হল?!

৫. বইয়ের ৩৫২ পৃষ্ঠায় সেই নূরের রেওয়ায়েতটি সহীহ প্রমাণ করার জন্য শায়েখ আলবানী (রহ.)-এর দুই কিতাবের হাওয়ালা দিয়েছেন। বাহাদুর সাহেব লিখেছেন–

"আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন। তার সুপ্রসিদ্ধ সহিহ হাদিসের গ্রন্থ 'সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ'এর ১/৮২০ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৪৫৮ এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। এছাড়া আলবানী তার অপর আরেকটি গ্রন্থে 'আলবানী ফিল আকায়েদ'এর ৩/৮১৬ পৃ. প্রশ্ন নং ২৮১, ৩/৮১৮পৃ. প্রশ্ন নং ২৮৪ এ সহ এই কিতাবটির মোট ৯ স্থানে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা খুলে দেখা যাক তিনি কী লিখেছেন। সহীহ মুসলিমের হাদীস خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ... এর অধীনে তিনি লিখেছেন–

وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى بُطْلَانِ الْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ». وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ تَقُوْلُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ مِنْ نُوْرٍ، فَإِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ دَلِيْلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمَلٰئِكَةَ فَقَطْ هُمُ الَّذِيْنَ خُلِقُوْا مِنْ نُوْرٍ، دُوْنَ آدَمَ وَبَنِيْهِ، فَتَنَبَّهْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

অর্থাৎ এ হাদীসে ইশারা আছে, লোকমুখে প্রসিদ্ধ যে রেওয়ায়েত– 'হে জাবের, সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন' এবং এ ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েত, যাতে আছে রাসূল নূরের তৈরি, সবগুলো বাতিল। কারণ এ হাদীসে স্পষ্ট আছে যে, শুধু ফেরশতাদেরই নূর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, আদম ও বনী আদমকে নয়। সুতরাং সতর্ক থাকবে। গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তো শায়েখ আলবানী নূরের রেওয়ায়েতকে বাতিল বলছেন আর বাহাদুর সাহেব শায়েখ আলবানীর হাওয়ালায় তা সাবেত করছেন!!

এমনিভাবে বাহাদুর সাহেব 'মাওসূআতুল আলবানী ফিল আকায়েদ' (বাহাদুর সাহেব কিতাবের নাম সহীহ লেখেননি)-এর হাওয়ালা উল্লেখ করে এই ভুল বার্তা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, শায়েখ আলবানী এ গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটির সমর্থন করেছেন। অথচ এ গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَا فِيْ مُسْلِمٍ وَلَا فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا الْأَرْبَعِيْنَ وَلَا الْأَرْبَعِمِائَةِ، لَا أَصْلَ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ إِطْلَاقًا، إِلَّا إِذَا صَحَّ التَّعْبِيْرُ فِيْ أَمْخَاخِ الْمُخَرِّفِيْنَ، هٰذَا لَهُ وُجُوْدٌ هُنَاكَ فَقَطْ.

অর্থাৎ এ রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে নেই, মুসলিমে নেই, সুনানে আরবাআতে নেই, আরও চল্লিশ কিতাব, আরও চারশ কিতাব (দেখ, কোথাও পাবে না)। এ রেওয়ায়েতের কোন ভিত্তিই নেই। তবে যদি বলা যায়, অলীক কথা তৈরিকারীর মস্তিষ্কে তা আছে, তাহলে সেখানে থাকতে পারে। –মাওসূআতুল আলবানী ফিল আকায়েদ ৩/৮১৬-৮১৭

শায়েখ আলবানী আরও লিখেছেন–

فِي الْحَدِيْثِ إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَا يَتَنَاقَلُهُ النَّاسُ حَتّٰى صَارَ ذٰلِكَ عَقِيْدَةً رَاسِخَةً فِيْ قُلُوْبِ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ وَهُوَ أَنَّ النُّوْرَ الْمُحَمَّدِيَّ هُوَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، وَلَيْسَ لِذٰلِكَ أَسَاسٌ مِنَ الصِّحَّةِ، وَحَدِيْثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ غَيْرُ مَعْرُوْفٍ إِسْنَادُهُ، ...

এ হাদীসে ইশারা রয়েছে যে, নূরে মুহাম্মাদি-সংক্রান্ত রেওয়ায়েত মারদূদ ও অগ্রহণযোগ্য; যাকে মানুষ এত চর্চা করেছে যে অনেকের তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এর কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। আব্দুর রাযযাক-এর হাওয়ালায় যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয় তার সনদ জানা যায় না। –মাওসূআতুল আলবানী ৩/৮১৮, আরও দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ১/১/২৫৭-২৫৮

একটু চিন্তা করুন, আলবানী সাহেবের খণ্ডন করতে বসে তার নামেই মিথ্যাচারের কী প্রয়োজন? আলবানী সাহেবের মতে নূরে মুহাম্মাদির রেওয়ায়েত শুধু মওযূ নয়, বরং অলীক কল্পকারদের মস্তিষ্কের বানানো রেওয়ায়েত। কিন্তু আমাদের বাহাদুর সাহেব তাঁর হাওয়ালায়ই এই রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণ করতে চাচ্ছেন।

৯. বাতিল আকীদার সমর্থন

বাহাদুর সাহেবের অসন্তুষ্টির মূল কারণ এই নয় যে, মওযূ রেওয়ায়েতকে মওযূ বলার কারণে তার খারাপ লেগেছে। আসল কথা হল, তিনি আহমদ রেজা খান বেরেলভীকে ইমাম মানেন। আহমদ রেজা খান বেরেলভী যে শিরকি বেদআত ও আমলি বেদআতসমূহের তরফদারি করেছিলেন সেগুলোর ভিত্তি ছিল মওযূ রেওয়ায়েত বা দলিলে শরয়ীর বিকৃতি বা বেশি হলে যয়ীফ রেওয়ায়েত বা নিজের আবিষ্কার করা বিভিন্ন কিয়াস।

আমার মনে হয়, বাহাদুর সাহেব নারায হওয়ার আসল কারণ হল, যে রেওয়ায়েতগুলো রেজাখানি বিভিন্ন বেদআতি মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং রেজাখানি রসম-রেওয়াজের ভিত্তি, সে রেওয়ায়েতগুলোকে কেন মওযূ ও ভিত্তিহীন বলা হচ্ছে? বাহাদুর সাহেব এই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানা ও হাযির-নাযির হওয়া– এ ধরনের শিরকি আকীদার তরফদারিও করতে চেয়েছেন।

১০. কটূক্তি ও অশ্লীল গালিগালাজ

এ বিষয়টির দিকে আপনি নিজেও ইশারা করেছেন, এটিও বাহাদুর সাহেবের বইয়ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আলোচনা করা আমি মুনাসিব মনে করছি না।

যাই হোক, এ বিষয়গুলো আলোচনার পর আশা করছি পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, কেন বাহাদুর সাহেবের বইয়ের খণ্ডন লেখা হয়নি। যদি আপনি বাহাদুর সাহেবের বই পড়তে চান, তাহলে 'এসব হাদীস নয়'-এর উভয় খণ্ড সামনে নিয়ে পড়ুন। উভয় খণ্ডে যে আরবী হাশিয়া আছে তাও পড়ুন। তাহলে ইনশা-আল্লাহ বাহাদুর সাহেবের ভুল-বিচ্যুতি ও ভুল বয়ান দ্বারা আপনি প্রভাবিত হবেন না।

শেষ কথা

আপনি অন্য তিন গ্রন্থ সম্পর্কেও আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। শায়েখ আলবানী (রহ.)-এর সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-মাওযূআ সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছিলাম আলআউসার ২০০৫ ঈ.এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। এ কিতাবে আপত্তিকর অনেক কিছু আছে। কিন্তু এর অর্থ তো এই নয় যে, শায়েখ আলবানী একটি মওযূ রেওয়ায়েতকে মওযূ বলেছেন আর বাহাদুর সাহেব জোর জবরদস্তি করে তা সহীহ সাবেত করা শুরু করে দেবেন। জনাব ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কিতাব আমি পড়িনি। তাই এ ব্যাপারে কোন মতামত দিতে পারছি না, কিন্তু বাহাদুর সাহেবের কিতাবে তাঁর ওপর যে অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, তাঁকে গালমন্দ করা হয়েছে, তা তো নিঃসন্দেহে জুলুম। এমনিভাবে সত্য কথা হল, জনাব যাকারিয়া হাসনাবাদী সাহেবের কিতাবও আমি এখনও পড়তে পরিনি। কিন্তু তার সম্পর্কে তো কিতাবের শুরুতে হযরত বাবুনগরী ও অন্যান্য আকাবিরের মতামত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বাহাদুর সাহেবকে নিজ বই নযরে সানী করে তার ভুল-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
১১-০৪-১৪৩৭ হিজরী
সকাল সাড়ে পাঁচটা

ثَبْتُ الْمَصَادِرِ

তথ্যপঞ্জি

তাফসীর ও উলূমুল কুরআন
اَلتَّفْسِيْرُ وَعُلُوْمُ الْقُرْآنِ

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.)
দারুল খায়ের, বৈরুত, লেবানন
২য় সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯১ ঈ.
١. تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ

২. রূহুল মাআনী
মাহমূদ আলূসী (১২৭০ হি.)
ইমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান
٢. رُوْحُ الْمَعَانِيْ

৩. তাফসীরে হক্কানি
আব্দুল হক হক্কানি (১৩৩৫ হি.)
ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ, দিল্লি
٣. تفسیر حقانی

৪. আত্‌তাফসীর ওয়াল-মুফাস্‌সিরূন
ড. মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবী (১৯৭৭ ঈ.) মিশর
٤. اَلتَّفْسِيْرُ وَالْمُفَسِّرُوْنَ

৫. উলূমুল কুরআন
মুহাম্মাদ তকী উসমানী
মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচি
প্রকাশ ১৪১৯ হি.
٥. عُلُوْمُ الْقُرْآنِ

হাদীস, শরূহ ও উলূমে হাদীস
اَلْحَدِيْثُ وَشُرُوْحُهُ وَعُلُوْمُهُ

৬. সহীহ বুখারী
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী (২৫৬ হি.)
মুখতার এন্ড কোম্পানি, ইউপি, ইন্ডিয়া
٦. صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ

প্রকাশকাল ১৯৮৫ঈ.(হাদীস নং ফাতহুল বারীতে প্রকাশিত বুখারী থেকে গৃহীত।)

৭. সহীহ মুসলিম

٧. صَحِيْحُ مُسْلِمٍ

ইমাম মুসলিম (২৬১ হি.)
মুখতার এন্ড কোম্পানি, ইউপি ইন্ডিয়া
প্রকাশকাল ১৯৮৬ ঈ.
(হাদীস নং ইকমালুল মু'লিম-এ প্রকাশিত মুসলিম থেকে গৃহীত।)
(কাযী ইয়ায ৫৪৪হি., দারুল ওয়াফা আল-মানসূরা, মিশর, ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.)

৮. সুনানে আবু দাউদ

٨. سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ

ইমাম আবু দাউদ (২৭৫ হি.)
(ক) দারুল ইশাআত আলইসলামিয়া কলকাতা, ভারত
(খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররমা
(গ) আওনুল মাবূদসহ

৯. জামে তিরমিযী

٩. جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ

ইমাম তিরমিযী (২৭৯ হি.)
(ক) ইয়াসির নাদীম এন্ড কোম্পানি ভারত
(খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররমা
(গ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

১০. সুনানে নাসায়ী

١٠. سُنَنُ النَّسَائِيِّ

ইমাম নাসায়ী (৩০৩ হি.)
(ক) আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত
প্রকাশকাল ১৩৫০ হি.
(খ) আলমাতবূআতুল ইসলামিয়া, হলব
(গ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
৪র্থ সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

১১. সুনানে ইবনে মাজা
ইমাম ইবনে মাজা (২৭৫ হি.)
(ক) আশরাফিয়া বুক ডিপু, ভারত
(খ) দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী
বৈরুত, ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ ঈ.

١١. سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ

১২. মুআত্তা ইমাম মালেক
ইমাম মালেক (১৭৯ হি.)
(ক) মাকতাবায়ে থানভী, ভারত
(খ) দারুল কিতাবিল আরাবী
৪র্থ সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

١٢. اَلْمُوَطَّأُ لِمَالِكٍ

১৩. সহীহ ইবনে হিব্বান
মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
মুআসসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
৩য় সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

١٣. صَحِيْحُ ابْنِ حِبَّانَ

১৪. সুনানে দারেমী
ইমাম দারেমী (২৫৫ হি.)
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া
বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ ঈ.

١٤. سُنَنُ الدَّارِمِيِّ

১৫. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক
ইমাম আব্দুর রাযযাক (২১১ হি.)
(ক) আল-মাজলিসুল ইলমি, করাচি
(খ) ইদারাতুল কুরআন, করাচি
২য় সংস্করণ ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

١٥. مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

১৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা
আব্দুল্লাহ ইবনে আবি শাইবা (২৩৫হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

١٦. مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ

১৭. মুস্তাদরাকে হাকেম
আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (৪০৫ হি.)
(ক) দারুল মারেফা, বৈরুত

١٧. اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ

১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.
(খ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১১ হি. = ১৯৯০ ঈ.

١٨. اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِلطَّبَرَانِيِّ
১৮. তবারানী কাবীর
সুলাইমান ইবনে আহমাদ (৩৬০ হি.)
দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী
বৈরুত, লেবানন
২য় সংস্করণ ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ ঈ.

١٩. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ
১৯. মুসনাদে আহমাদ
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.)
মুআস্সাতুত তারীখিল আরাবী, দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪১৪ হি.

٢٠. مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ
২০. মিশকাতুল মাসাবীহ
মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরিযী (৭৩৭ হি.-এর পর)
আসাহ্হুল মাতাবে, দিল্লি, ভারত

٢١. كِتَابُ الزُّهْدِ
২১. কিতাবুয যুহ্দ
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
প্রকাশকাল ১৩৯৮ হি.

٢٢. إِتْحَافُ الْخِيَرَةِ الْمَهَرَةِ بِزَوَائِدِ الْمَسَانِيْدِ الْعَشَرَةِ
২২. ইত্হাফুল খিয়ারা
শিহাবুদ্দীন আল-বূসীরী (৮৪০ হি.)
আল-মাকতাবাতুল মাক্কিয়া
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

٢٣. مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ
২৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ
নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭ হি.)
দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

٢٤. فَتْحُ الْبَارِيْ شَرْحُ صَحِيْحِ
২৪. ফাতহুল বারী

الْبُخَارِيِّ

ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
দারুর রায়্যান
২য় সংস্করণ ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

٢٥. عُمْدَةُ الْقَارِيْ شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ

২৫. উমদাতুল কারী
বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি.)
(ক) দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী
বৈরুত, লেবানন
(খ) মুআস্সাসাতুত তারীখিল আরাবী

٢٦. فَيْضُ الْبَارِيْ عَلٰى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ

২৬. ফয়যুল বারী
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২ হি.)
রব্বানী বুক ডিপু, দিল্লি
প্রকাশকাল ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

٢٧. شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ

২৭. শরহু মুসলিম লিন-নববী
মুহিউদ্দীন ইয়াহ্য়া ইবনে শরফ আন্নববী (৬৩১ হি.-৬৭৬ হি.)
আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ
সাহারানপুর, ইউপি, ইন্ডিয়া
(সহীহ মুসলিমের সঙ্গে সংযোজিত)

٢٨. تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْمُلْهِمِ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ

২৮. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম
মুহাম্মাদ তকী উসমানী
মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচি
৪র্থ সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

٢٩. إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ

২৯. ইকমালুল মু'লিম
কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি.)
দারুল ওয়াফা, আল-মানসূরা, মিশর
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٣٠. فَتْحُ الْمُلْهِمِ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ

৩০. ফাতহুল মুলহিম
শাব্বীর আহমাদ উসমানী (১৩৬৯হি.)
মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কারী মনযিল, পাকিস্তান চক, করাচি

٣١. شَرْحُ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ لِابْنِ

৩১. শরহু জামিয়িত তিরমিযী লি-

رَجَبْ (بِالْوَاسِطَةِ)

ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)
যাহেরিয়া কুতুবখানা, দামেস্ক
(পাণ্ডুলিপি)

٣٢. مَعَارِفُ السُّنَنِ شَرْحُ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ

৩২. মাআরেফুস সুনান
মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (১৩৯৭ হি.)
মাকতাবায়ে নূরিয়া, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী টাউন, করাচি
১ম সংস্করণ ১৩৮৩ হি. = ১৯৬৪ ঈ.

٣٣. مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيْحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيْحِ

৩৩. মিরকাতুল মাফাতীহ
মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
কুতুবখানা ইশাআতে ইসলাম
চোরিওয়ালান, দিল্লি, ভারত

٣٤. اَلتَّمْهِيْدُ شَرْحُ الْمُوَطَّأ

৩৪. আত-তামহীদ
ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি.)
দারুল কুতাইবা, বৈরুত
দারুল ওয়াযী, কায়রো
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

٣٥. فَيْضُ الْقَدِيْرِ

৩৫. ফয়যুল কাদীর
মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ মুনাভী (১০৩১ হি.)
দারু ইহ্য়ায়িস সুন্নাতিন নববিয়া
প্রকাশ ১০৯৩ হি.

٣٦. اَلتَّلْخِيْصُ الْحَبِيْرُ

৩৬. আত-তালখীসুল হাবীর
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
দারুল মারেফা, বৈরুত, তাহকীক : সায়্যিদ আব্দুল্লাহ হাশেমী ইয়ামানী

٣٧. تَخْرِيْجُ إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ

৩৭. তাখরীজে ইহ্য়া
যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬ হি.)
(ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীনের সঙ্গে)

٣٨. اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ

৩৮. আলআদাবুল মুফরাদ
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী

(২৫৬ হি.)
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
৪র্থ সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৩৯. মুনাজাতে মকবুল — ٣٩. مناجات مقبول
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
ফরীদ বুক ডিপু, দিল্লি, ভারত

৪০. আল-মাদখাল ইলাস সহীহ — ٤٠. اَلْمَدْخَلُ إِلَى الصَّحِيْحِ
আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (৪০৫ হি.)
মাকতাবাতুল উবায়কান
রিয়াদ, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি.

৪১. মাআরেফুল হাদীস — ٤١. مَعَارِفُ الْحَدِيْثِ
মাওলানা মনযূর নুমানী (১৪১৮ হি.)
দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান

৪২. আদদিআমা ফিল কালামি আলা আহাদীসি ওয়া-আসারিল ইমামা — ٤٢. اَلدِّعَامَةُ فِي الْكَلَامِ عَلٰى أَحَادِيْثِ وَآثَارِ الْعِمَامَةِ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)

৪৩. শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা — ٤٣. شُرُوْطُ الْأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ
মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযেমী (৫৮৪হি.)
(ক) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া
বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.
(খ) কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ
করাচি, পাকিস্তান
(সুনানে ইবনে মাজা-এর সঙ্গে)

৪৪. দাওরুল হাদীস ফী তাকভীনিল মুনাখিল ইসলামী ওয়া-সিয়ানাতিহী — ٤٤. دَوْرُ الْحَدِيْثِ فِيْ تَكْوِيْنِ الْمُنَاخِ الْإِسْلَامِيِّ وَصِيَانَتِهِ
আবুল হাসান আলী নদভী (১৪২১ হি.)

৪৫. আসারুল হাদীস — ٤٥. آثَارُ الْحَدِيْثِ
ড. খালেদ মাহমূদ
দারুল মাআরেফ, লাহোর, ১৯৮৫ ঈ.

৪৬. উজালায়ে নাফেয়া

٤٦. عجالہ نافعہ

শাহ আব্দুল আযীয (১২৩৯ হি.)
নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান
১ম সংস্করণ ১৩৮৩ হি. = ১৯৬৪ ঈ.

৪৭. আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ

٤٧. اَلنُّكَتُ عَلٰى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ

ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
(ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.
(খ) দারুর রায়্যান, সৌদি আরব
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

৪৮. আল-আজবিবাতুল ফাযিলা (আত-তালীকাতুল হাফিলাসহ)

٤٨. اَلْأَجْوِبَةُ الْفَاضِلَةُ لِلْأَسْئِلَةِ الْعَشَرَةِ الْكَامِلَةِ

আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া হলব, সিরিয়া
৩য় সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

৪৯. আত-তালীকাতুল হাফিলা

٤٩. اَلتَّعْلِيْقَاتُ الْحَافِلَةُ عَلَى الْأَجْوِبَةِ الْفَاضِلَةِ

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া হলব, সিরিয়া
৩য় সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.
(আলআজবিবাতুল ফাযিলা-এর সঙ্গে)

৫০. যফারুল আমানী

٥٠. ظَفَرُ الْأَمَانِيْ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ السَّيِّدِ الشَّرِيْفِ الْجُرْجَانِيِّ

আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া হলব, সিরিয়া
৩য় সংস্করণ ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

৫১. আলমাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٥١. اَلْمَدْخَلُ إِلَى عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ

৫২. লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাহ ওয়া-উলূমিল হাদীস
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ. ১৪১৭ হি.)
(ক) মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া
১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ ঈ.
(খ) ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৭ হি.=১৯৯৭ ঈ.

٥٢. لَمَحَاتٌ مِنْ تَارِيْخِ السُّنَّةِ وَعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ

৫৩. কাওয়াইদুত তাহদীস
মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী (১৩৩২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ ঈ.

٥٣. قَوَاعِدُ التَّحْدِيْثِ

৫৪. হুজ্জিয়্যাতে হাদীস
মুহাম্মাদ তকী উসমানী
কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ
সংস্করণ ১৯৯৮ ঈ.

٥٤. حجيت حديث

মওযূ ও জাল হাদীসবিষয়ক

كُتُبُ الْمَوْضُوْعَاتِ

৫৫. কিতাবুল মাওযূআত
আবুল ফারায আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ ঈ.

٥٥. كِتَابُ الْمَوْضُوْعَاتِ

৫৬. রিসালাতুল মাওযূআত
হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী

٥٦. رِسَالَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ

(৬৫০হি.)
মাতবাআয়ে বারোনিয়া, মিশর

৫৭. আলমানারুল মুনীফ ফিস সহীহি ওয়ায-যয়ীফ ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়া (৭৫১ হি.) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত প্রকাশক : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪ হি = ১৯৯৪ ঈ.	٥٧. اَلْمَنَارُ الْمُنِيْفُ فِي الصَّحِيْحِ وَالضَّعِيْفِ
৫৮. সিফরুস সাআদা মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ফিরোযাবাদী (৮১৭ হি.) মানশূরাতিল মাকতাবাতিল আছারিয়া সাঈদা, বৈরুত, লেবানন	٥٨. سِفْرُ السَّعَادَةِ
৫৯. আল-লাআলিল মাসনূআ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী (৯১১ হি.) দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন	٥٩. اَللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ
৬০. যাইলুল লাআলিল মাসনূআ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী (৯১১ হি.) আলমাকতাবাতুল আছারিয়া, সাঙ্গলা হল, শায়েখপুরা, পাকিস্তান	٦٠. ذَيْلُ اللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةِ
৬১. আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.) (ক) প্রকাশক : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (খ) প্রাগুক্ত, ৫ম সংস্করণ ১৪১৪ হি.	٦١. اَلْمَصْنُوْعُ فِيْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ
৬২. আলমাওযূআতুল কুবরা মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)	٦٢. اَلْمَوْضُوْعَاتُ الْكُبْرٰى

(ক) নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচি
(খ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৭৫ ঈ.

৬৩. তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ আনিল আখ্‌বারিশ শানীআতিল মাওযূআ
ইবনে আররাক কিনানী (৯০৭ হি.- ৯৬৩ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪০১ হি. = ১৯৮১ ঈ.

٦٣. تَنْزِيْهُ الشَّرِيْعَةِ الْمَرْفُوْعَةِ عَنِ الْأَخْبَارِ الشَّنِيْعَةِ الْمَوْضُوْعَةِ

৬৪. তাযকিরাতুল মাওযূআত
মুহাম্মাদ তাহের পাট্টনী (৯৮৬ হি.)
দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, ৩য় সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ ঈ.

٦٤. تَذْكِرَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ

৬৫. আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ
মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী (১২৫০ হি.)
মাকতাবায়ে নেযার মুস্তফা বায, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব
২য় সংস্করণ ১৪২১ হি. = ২০০০ ঈ.

٦٥. اَلْفَوَائِدُ الْمَجْمُوْعَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ

৬৬. আলআসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ ঈ.

٦٦. اَلْآثَارُ الْمَرْفُوْعَةُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوْعَةِ

৬৭. আল-লু'লুউল মারসূ ফী-মা কীলা লা আসলা লাহু আও বি-আসলিহী মাওযূ
সায়্যিদ মুহাম্মাদ কাউক্জী

٦٧. اَللُّؤْلُؤُ الْمَرْصُوْعُ فِيْمَا قِيْلَ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ بِأَصْلِهِ مَوْضُوْعٌ

(১৩০৫হি.)
মাকতাবায়ে বারোনিয়া, মিশর

৬৮. আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মাওযূআত
ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ (১৪০৩ হি.)
মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, মিশর
৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٦٨. اَلْإِسْرَائِيْلِيَّاتُ وَالْمَوْضُوْعَاتُ فِيْ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ

৬৯. যাইলু তানযীহিশ শরীয়া
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)

٦٩. ذَيْلُ تَنْزِيْهِ الشَّرِيْعَةِ الْمَرْفُوْعَةِ

৭০. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা
নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি.)
মাকতাবাতুল মাআরেফ, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

٧٠. سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ

লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদীসবিষয়ক

كُتُبُ الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ

৭১. আত্‌তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশ্‌তাহিরা
বদরুদ্দীন যারকাশী (৭৪৫ হি.-৭৯৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ ঈ.

٧١. اَلتَّذْكِرَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ

৭২. আলমাকাসিদুল হাসানা
মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সাখাবী (৯০২ হি.)
দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

٧٢. اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِيْ بَيَانِ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ

৭৩. আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
(ক) দারুল আরাবিয়া, বিতরণ : আলমাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত

٧٣. اَلدُّرَرُ الْمُنْتَثِرَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ

১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ ঈ.
(খ) মাকতাবাতুল ওয়াররাক, মক্কা
১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

٧٤. كَشْفُ الْخَفَا وَمُزِيْلُ الْإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتَهَرَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ عَلٰى أَلْسِنَةِ النَّاسِ

৭৪. কাশফুল খাফা ওয়া-মুযীলুল ইল্‌বাস আম্মাশ তাহারা মিনাল আহাদীসি আলা আলসিনাতিন নাস
ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আজলূনী (১১৬২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

٧٥. ذَيْلُ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ

৭৫. যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)

كُتُبُ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ

আসমাউর রিজালবিষয়ক

٧٦. تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ فِيْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ

৭৬. তাহযীবুল কামাল
জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ মিযযী (৭৪২ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত
প্রকাশকাল ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

٧٧. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ

৭৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা
মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী (৭৪৮ হি.)
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

٧٨. تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْبِ

৭৮. তাহযীবুত তাহযীব
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
মজলিসে দায়েরায়ে মাআরেফে নেযামিয়া, হিন্দ
১ম সংস্করণ ১৩২৫ হি.

٧٩. تَارِيْخُ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ

৭৯. তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক
ইবনে আসাকির (৫৭১ হি.)
দারুল ফিক্‌র, বৈরুত

প্রকাশকাল ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ ঈ.

৮০. মীযানুল ইতিদাল

٨٠. مِيْزَانُ الْاِعْتِدَالِ فِيْ نَقْدِ الرِّجَالِ

মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী (৭৪৮ হি.)

দারুল ফিক্‌র, মিশর

৮১. লিসানুল মীযান

٨١. لِسَانُ الْمِيْزَانِ

ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)

(ক) মাজলিসু দায়িরাতিন নুমানিয়া নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য হিন্দ, ১ম সংস্করণ ১৩৩০ হি.

(খ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি.

৮২. আযযুআফাউল কাবীর

٨٢. اَلضُّعَفَاءُ الْكَبِيْرُ

মুহাম্মাদ ইবনে আমর উকাইলী (৩২২হি.)

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

২য় সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

সীরাত ও ইতিহাসবিষয়ক

كُتُبُ السِّيْرَةِ وَالتَّارِيْخِ

৮৩. শামায়েলে তিরমিযী

٨٣. شَمَائِلُ التِّرْمِذِيِّ

জামে তিরমিযী দ্রষ্টব্য

৮৪. আত্‌তাবাকাতুল কুব্‌রা

٨٤. اَلطَّبَقَاتُ الْكُبْرٰى

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০ হি.)

দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত

৮৫. হিল্‌য়াতুল আউলিয়া

٨٥. حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ

আবু নুআইম ইস্পাহানী (৪৩০ হি.)

দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বৈরুত

১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৮৬. দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ

٨٦. دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ

ইমাম বাইহাকী (৪৫৮ হি.)

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

৮৭. তারীখে বাগদাদ

٨٧. تَارِيْخُ بَغْدَادَ

আহমাদ ইবনে আলী খতীব (৪৬৩হি.)
দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন

৮৮. আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া

٨٨. اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ

হাফেয ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.)
দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

৮৯. আলখাসায়েসুল কুবরা

٨٩. اَلْخَصَائِصُ الْكُبْرٰى

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

৯০. সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ

٩٠. سُبُلُ الْهُدٰى وَالرَّشَادِ فِيْ سِيْرَةِ خَيْرِ الْعِبَادِ

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (৯৪২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

৯১. আলখামীস ফী আহ্‌ওয়ালে আনফাসে নাফীস

٩١. اَلْخَمِيْسُ فِيْ أَحْوَالِ أَنْفَسِ نَفِيْسٍ

কম্পিউটার সংস্করণ ২০০০ ঈ.

৯২. শরহুল মাওয়াহিব

٩٢. شَرْحُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কাসতাল্লানী (৯২৩ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

৯৩. গায়াতুল মাকাল ফীমা য়াতাআল্লাকু বিন-নিআল

٩٣. غَايَةُ الْمَقَالِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّعَالِ

আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
ইদারাতুল কুরআন, করাচি, পাকিস্তান
প্রকাশকাল ১৪১৯ হি.

৯৪. সীরাতুন্নবী — ٩٤. سِيْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ
আল্লামা শিবলী নুমানী (১৩৩২ হি.) ও
আল্লামা সুলাইমান নদভী (১৩৭২ হি.)
হুযাইফা একাডেমি, লাহোর

৯৫. আলবূসীরী মাদিহুর রাসূলিল আযাম — ٩٥. اَلْبُوْصِيْرِيُّ مَادِحُ الرَّسُوْلِ الْأَعْظَمِ
আব্দুল আ'ল হামামিসী
মাকতাবাতুল হিদায়া, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

৯৬. নাশরুত তীব — ٩٦. نشر الطيب
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান
১ম সংস্করণ ১৯৮৭ ঈ.

৯৭. তারীখে দাওয়াত ওয়া-আযীমাত — ٩٧. تاريخ دعوت وعزيمت
আবুল হাসান আলী নদভী (১৪২১হি.)
মজলিসে তাহকীকাত ওয়া-নশরিয়াতে ইসলাম, লাখনো
৭ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

ফিক্হ, ফতোয়া ও উসূলুল ফিক্হ — كُتُبُ الْفِقْهِ وَالْفَتَاوٰى وَأُصُوْلِ الْفِقْهِ

৯৮. আররিসালা — ٩٨. اَلرِّسَالَةُ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
ইমাম শাফী (২০৪ হি.)
দারুল ফিক্র, বৈরুত

৯৯. আলমু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্হ — ٩٩. اَلْمُعْتَمَدُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ
আবুল হুসাইন বাসরী (৪৩৬ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

১০০. আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব — ١٠٠. اَلْمَجْمُوْعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ
ইমাম নববী (৬৭৬ হি.)
দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী
বৈরুত, লেবানন
নতুন সংস্করণ ১৪১৫ হি.= ১৯৯৫ ঈ.

১০১. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে — ١٠١. مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى ابْنِ تَيْمِيَةَ

তাইমিয়া, ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.)
বাদশা-ফাহাদ প্রকাশনা কমপ্লেক্স
মদীনা, সৌদি আরব
১৪১৬ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

১০২. আলফাতাওয়া হাদীসিয়া — ١٠٢. اَلْفَتَاوٰى الْحَدِيْثِيَّةُ
ইবনে হাজার মক্কী (৯৭৪ হি.)
দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, লেবানন

১০৩. আলহাভী লিল-ফাতাভী — ١٠٣. اَلْحَاوِيْ لِلْفَتَاوِيْ
ইমাম সুয়ূতী (৯১১ হি.)
দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত

১০৪. আলবাহরুর রায়িক — ١٠٤. اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ
যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.)
এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, করাচি

১০৫. তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ — ١٠٥. تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ فِيْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

১০৬. হাশিয়াতু তাহতাভী আলাল মারাকী — ١٠٦. حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيْ عَلٰى مَرَاقِي الْفَلَاحِ
শায়েখ আহমাদ তাহতাভী (১২৩১হি.)
মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, আরামবাগ
করাচি, পাকিস্তান

১০৭. ফাতাওয়া শামী — ١٠٧. رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ
ইবনে আবেদীন (১২৫২ হি.)
এইচ এম সাঈদ কোম্পাদি, করাচি (বোলাক মুদ্রণের ফটো)

১০৮. শরহু উকূদি রাসমিল মুফতী — ١٠٨. شَرْحُ عُقُوْدِ رَسْمِ الْمُفْتِيْ
ইবনে আবেদীন (১২৫২ হি.)
কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি

১০৯. ফাতাওয়া আযীযিয়া
শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী
(১২৩৯ হি.)
এইচ এম সাঈদ কোম্পানি
আদব মনযিল, করাচি, পাকিস্তান
নতুন মুদ্রণ ১৪০৮হি.

١٠٩. فتاوى عزيزيه

১১০. আসসিআয়া
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
সুহাইল একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ ঈ.

١١٠. اَلسِّعَايَةُ فِيْ كَشْفِ مَا فِيْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ

১১১. মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, আদব মনযিল, পাকিস্তান চক, করাচি

١١١. مجموعه فتاوى عبد الحي

১১২. ইমদাদুল আহকাম
যফর আহমাদ উসমানী (১৩৯৪ হি.)
ও আব্দুল কারীম গুমথালভী
মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচি
২য় মুদ্রণ ১৪১২ হি.

١١٢. إِمْدَادُ الْأَحْكَامِ

১১৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচি

١١٣. إِمْدَادُ الْفَتَاوٰى

১১৪. ইমদাদুল মুফতীন
মুফতী শফী (১৩৯৬ হি.)
দারুল ইশাআত, উর্দু বাজার, করাচি

١١٤. إِمْدَادُ الْمُفْتِيْنَ

১১৫. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া
মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (১৪১৭হি.)
কুতুবখানায়ে মাযহারী
গুলশান ইকবাল, করাচি, পাকিস্তান

١١٥. فتاوى محموديه

১১৬. খাইরুল ফাতাওয়া মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী খায়রুল মাদারেস, মুলতান প্রকাশ ১৪০৭ হি.	١١٦. خَيْرُ الْفَتَاوٰى
১১৭. নফউল মুফতী ওয়াস-সায়েল আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হি.) এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, করাচি	١١٧. نَفْعُ الْمُفْتِيْ وَالسَّائِلِ

তাসাওউফ ও মাওয়ায়েয — كُتُبُ التَّصَوُّفِ وَالْمَوَاعِظِ

১১৮. ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫ হি.) মাকতাবাতুল ঈমান, মনসূরা, মিশর ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.	١١٨. إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ
১১৯. লাতায়েফুল মাআরেফ ফীমা লি-মাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ যাইনুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) দারু ইবনে হাযম ও মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত ২য় সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.	١١٩. لَطَائِفُ الْمَعَارِفِ فِيْمَا لِمَوَاسِمِ الْعَامِ مِنَ الْوَظَائِفِ
১২০. ইরশাদাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর পাকিস্তান, ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.	١٢٠. ارشادات مجدد الف ثانى
১২১. ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন মুরতাযা যাবীদী (১২০৫ হি.) দারুল ফিক্‌র (কায়রো ১৩১১ হি. সংস্করণের ফটো)	١٢١. إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِيْنَ بِشَرْحِ أَسْرَارِ إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ
১২২. আত-তাকাশ্‌শুফ আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.) মাসউদ পাবলিশিং হাউজ, ভারত	١٢٢. اَلتَّكَشُّفُ عَنْ مُهِمَّاتِ التَّصَوُّفِ
১২৩. শরীয়ত ও তরীকত	١٢٣. شريعت وطريقت

আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
মাসউদ পাবলিশিং হাউজ, ভারত

১২৪. আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশ্‌তিয়াতিল আলিয়্যা — ١٢٤. اَلسُّنَّةُ الْجَلِيَّةُ فِي الْجِشْتِيَّةِ الْعَلِيَّةِ
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
ইদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া
মুলতান, পাকিস্তান

১২৫. তালীমুদ্দীন — ١٢٥. تَعْلِيْمُ الدِّيْنِ
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
দারুল ইশাআত, করাচি

১২৬. ইসলাহী নেসাব — ١٢٦. اصلاحی نصاب
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
(মাজমূআয়ে রাসায়েলে থানভী)
দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান

১২৭. শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম — ١٢٧. شریعت وطریقت کا تلازم
শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২ হি.)
কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম
সাহারানপুর, ভারত
১ম সংস্করণ ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ ঈ.

১২৮. তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ — ١٢٨. اَلتَّصَوُّفُ : بَيْنَ عَرْضٍ وَنَقْدٍ
মাহমূদ আশরাফ উসমানী
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ

১২৯. দুররাতুস সালেহীন — ١٢٩. دُرَّةُ الصَّالِحِيْنَ
মুহাম্মাদ রূহুল আমীন
ইছামতি অফসেট প্রেস, ঢাকা
৩য় সংস্করণ ১৯৯৩ ঈ.

১৩০. কুররাতুল ওয়ায়েযীন — ١٣٠. قُرَّةُ الْوَاعِظِيْنَ
মৌলভী নূরুদ্দীন, মাতবায়ে ওয়াহীদী
কানপুর, ভারত

আকীদা ও সুন্নত-বেদআতবিষয়ক

كُتُبُ الْعَقَائِدِ وَالسُّنَّةِ

১৩১. আলআকীদাতুত ত্বহাবিয়া
ইমাম আবু জাফর তহাবী (৩২১ হি.)

١٣١. اَلْعَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ

১৩২. শরহুল আকীদাতিত ত্বহাবিয়া
আলী ইবনে আলী আবিল ইযয (৭৯২হি.)
মাকতাবাতু দারিল বয়ান
১ম সংস্করণ ১৪০১ হি. = ১৯৮১ ঈ.

١٣٢. شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ

১৩৩. কানূনুত তাভীল
আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫ হি.)
আলআনওয়ার, কায়রো, মিশর

١٣٣. قَانُوْنُ التَّأْوِيْلِ

১৩৪. আলমাদখাল
ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭ হি.)
দারুল ফিক্র, বৈরুত

١٣٤. اَلْمَدْخَلُ لِابْنِ الْحَاجِّ

১৩৫. আলই'তিসাম
ইবরাহীম ইবনে মূসা শাতেবী (৭৯০ হি.)
দারু ইবনে আফফান, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

١٣٥. اَلْاِعْتِصَامُ

১৩৬. আলআকায়িদুন নাসাফিয়্যা
উমর নাসাফী (৫৩৭ হি.)
নিবরাস দ্রষ্টব্য

١٣٦. اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ

১৩৭. শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা
সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭৯৩ হি.)
নিবরাস দ্রষ্টব্য

١٣٧. شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

১৩৮. নিবরাস
আব্দুল আযীয আলফারহারী (১২৩৯ হি.এর পর)
হাবীবিয়া লাইব্রেরি, পাকিস্তান

١٣٨. اَلنِّبْرَاسُ

১৩৯. কায়িদাতুন জালীলা ফিত তাওয়াস্সুলি ওয়াল-ওয়াসীলা

١٣٩. قَاعِدَةٌ جَلِيْلَةٌ فِي التَّوَسُّلِ وَالْوَسِيْلَةِ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.)
১ম সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

১৪০. ঈযাহুল হাক্কিস সারীহ
١٤٠. إِيْضَاحُ الْحَقِّ الصَّرِيْحِ فِيْ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ وَالضَّرِيْحِ
শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬ হি.)
কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি

১৪১. ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাওযীহিল বয়ান
١٤١. إِتْمَامُ الْبُرْهَانِ فِيْ رَدِّ تَوْضِيْحِ الْبَيَانِ
সারফরায খান সফদর, মাকতাবায়ে সাফদারিয়া, গুজরাঁওয়ালা, পাকিস্তান
৩য় সংস্করণ ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

১৪২. মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল-কাশ্‌ফি ওয়ার-রু'য়া
١٤٢. مَوْقِفُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِلْهَامِ وَالْكَشْفِ وَالرُّؤْيَا
ড. ইউসুফ কারযাভী, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

১৪৩. তাবসিরাতুল আদিল্লা
١٤٣. تَبْصِرَةُ الْأَدِلَّةِ
আবুল মুঈন নাসাফী (৫০৮ হি.)
দামেস্ক, ১৯৯৩ ঈ.

১৪৪. কিতাবুল ইস্তিগাসা ফির-রদ্দি আলাল বাকরি
١٤٤. كِتَابُ الْاِسْتِغَاثَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبَكْرِيِّ
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.)
দারুল ওয়াতন, রিয়াদ সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

১৪৫. ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম
١٤٥. اختلاف امت اور صراط مستقیم
মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী (১৪২১হি.)
মাকতাবায়ে লুধিয়ানভী, করাচি

১৪৬. রাহে সুন্নত
١٤٦. راہ سنت
সরফরায খান সফদর (২০০৯ ঈ.)
ইদারাতুস সাকাফা ওয়ান-নশর
১২তম সংস্করণ ১৪০১ হি.= ১৯৮১ ঈ.

বিবিধ — اَلْمُتَفَرِّقَاتُ

১৪৭. ইকতিযাউল ইলমিল আমালা — ١٤٧. اِقْتِضَاءُ الْعِلْمِ الْعَمَلَ
আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি.)
আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত
৩য় সংস্করণ

১৪৮. হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগাহ — ١٤٨. حُجَّةُ اللهِ الْبَالِغَةُ
শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১৭৬ হি.)
দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন

১৪৯. তাহকীকাতুন ওয়া-আনযারুন ফিল কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ — ١٤٩. تَحْقِيقَاتٌ وَأَنْظَارٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর
শারিকায়ে তিউনিসিয়া, তিউনিস (তিউনিসিয়া) ও মুআসসাসায়ে ওয়াতানিয়া, আলজাযায়ের

১৫০. কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা — ١٥٠. قِيمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া
হলব, সিরিয়া, ৬ষ্ঠ সংস্করণ

১৫১. মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তালীম — ١٥١. مُقَدِّمَةُ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ التَّعْلِيمِ
আব্দুর রশীদ নুমানী (১৪২০ হি.)
লাজনাতু ইহ্য়াইল আদাবিস সিন্দ
করাচি, পাকিস্তান #

সমাপ্ত

تقبل الله هذه الخدمة بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً، وجزى من بذل أدنى جهد في إخراج هذا الكتاب ونشره، خير الجزاء وأوفاه، آمين، يا رب العالمين.

كتبه

زبير حسين

١٥-٠٧-١٤٢٤هـ

والآن في فاتحة عام ١٤٣٨هـ فقد جاء الجزء الثاني من هذا الكتاب، وبه قد تم الكتاب، وهو في التحقيق والإتقان حسب سابقه والحمد لله تعالى، كما أعيد طباعة الجزء الأول بعد تدقيق أكثر وبيان أوضح، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

محمد عبد المالك

١١-٠١-١٤٣٨هـ

ولا شك أن هذا الأمر قد وقع، قد نشأ الكذابون الدجالون، فأنشأوا ما لم يقله ﷺ فنسبوه حديثاً إليه ﷺ ظلما وزوراً. وليس هو من نور النبوة الذي جاء به النبي ﷺ، وليس هو من هديه في شيء، ولا يهتدي به أحد، ولا يجد به حلاوة الفلاح، ولا يتبرك به قط. بل هو الذي ذهب بالناس إلى شفا جرف هار، فانهار بهم...

ولما كان من وعد الله عز وجل أن يحفظ دينه من كل نقص وزيادة، خلق في كل زمان من يحرس هذا الدين ويحرس مصدره العظيم: الحديث النبوي الشريف. فنصبوا معالم تمييز الحديث النبوي من هذيانات الدجالين الكذابين، وعرفوا الحق عن الباطل. فأدوا فيه خدمات جليلة فميزوا الموضوعات والواهيات والمعلولات وأبلوا فيه بلاء حسناً.

وهذا الكتاب -الأحاديث الموضوعة الرائجة- الذي بين أيديكم حلقة من تلك السلسلة الذهبية التي قام بها الأقدمون. لما كانت بلادنا بنغلاديش نائيةً من المراكز العلمية الزاخرة بعلوم الدين والشريعة لا سيما علوم الحديث الشريف- تأخرت هذه الخدمة اللازمة من أوانها حتى شرف الله تعالى بها مركزنا مركز الدعوة الإسلامية داكا، ووفقه لتقديمها إلى الشعب البنغلاديشيين الذين لم يزالوا ولا يزالون يشتاقون إلى مثل هذه المساعي الطيبة.

والذي تصدينا له في هذا الكتاب في جزئه الأول: جمعنا فيها نحو ثمانين حديثا اتفقت كلمة أهل الحديث من أهل النقد والرأي على وضعها أو أنه لا أصل لها، لا يجوز نشرها وروايتها حديثاً ومنسوباً إلى رسول الله ﷺ. وانتخب من الموضوعات التي قد شاعت في بلادنا بنغلاديش بصفة خاصة، لئلا يشوش ذهن الشعب بالموضوعات التي لم يسمعوها بعدُ. ولم يقصد بهذا العدد تحديد الموضوعات فيه. وذكر بجنب كل حديث موضوع حديث صحيح مهما أمكن، حتى يقف القارئ على هدي النبي ﷺ ونوره، فيتبدد الظلام المخيم من الأباطيل والموضوعات والواهيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة في التعريف بالكتاب وموضوعه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

فإن النبي ﷺ جاء بالنور المبين عن رب العالمين، فأنار به الدجى التي قد ملئت بها الدنيا منذ تباعدت من نور الرسالة – رسالة نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا النور الذي جاء به ﷺ هو نور الكتاب المبين المنزل عليه، ونور السنة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى تبيانا لكتابه، وقد انشعبت إلى أقواله ﷺ وأفعاله وتقريراته وشمائله. فسُعد الناس بحياة منورة مباركة على ضوء هديه ﷺ.

هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ التي فيها بيان السنة هي لوامع وومضات ذلك النور المبين الذي يهدي الناس إلى سواء السبيل، وينتهي بهم إلى قمة الفلاح والنجاح الخالد.

ولا شك أن هذه الأحاديث تُمثِّل شهادة الفلاح لكونها حديثا نبوياً، ولأنها متقاطرة من نور النبوة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والتي أيّد صاحبها بروح القدس الأمين عليه الصلاة والسلام.

فلو نسب إلى رسول الله ﷺ ما لم يثبت عنه كان من أشد الكبائر الذي اجترأ عليها وارتكبها من لا يخاف الله ولا يرجو الآخرة، والذي تبوأ مقعده من النار بحصائد لسانه ويده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

في هذا المجلد كتابٌ :

الأحاديث الموضوعة الرائجة

(وسمي في هذه الطبعة الجديدة باسم: «ليس بحديث»)

الجزء الأول

كتاب يهُم العوام والطلاب والعلماء، فيه فوائد كثيرة متنوعة إلى جانب الكشف عن أحوال نحو من ثمانين رواية راجت في المجتمع، مع أنها موضوعة أو لا أصل لها باتفاق من النقاد، والكتاب متقن جداً يعتمد أسسا متينة ونصوصاً من الجهابذة صريحة.

جمع وتخريج

الشيخ محمد مطيع الرحمن

أستاذ بقسم التخصص في علوم الحديث الشريف

بمركز الدعوة الإسلامية داكا

تقديم وإشراف

الأستاذ الشيخ محمد عبد المالك

أمين شؤون التعليم ومشرف قسم التخصص

في علوم الحديث الشريف بالمركز

الناشر

مركز الدعوة الإسلامية داكا

cover: arifur rahman 01819181492

প্রকাশনা বিভাগ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫

e-mal : publisher.markaz@yahoo.com